স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ।

প্রথম ভাগ।

শ্রীসত্যচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

(৪১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

"স্বামী সুন্দর হউন বা কদাকার হউন স্বামীর মন উদ্যমশীল হউক কি নিস্তেজ হউক স্বামী পতিপ্রাণা স্ত্রীর ষোল আনা ভক্তির ভাজন। ইহাই পতিপ্রাণা সতীর সতীত্ব। এই সতীত্বই স্বর্গ সতীত্বই পরিত্রাণ। সতীত্বের অর্থ একাগ্রতা, একদিকে টান একদিকে আকর্ষণ।"

তোমাদের প্রতি প্রথম উপদেশ এই যে পুরুষেরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তোমরা তাহার অনুকরণ করিও না পুরুষ দিগের সকল কার্য্যে যোগ দিলে কদাচ তোমাদের নারী-প্রকৃতির উন্নতি হইবে না বরং অনেক সময়ে তোমাদের জীবনের দুর্গতি এবং অশান্তি হইবে। পুরুষদিগের জন্য ঈশ্বর যে ফুল সৃজন করিয়াছেন তাহা তোমাদের জন্য নহে, আবার তোমাদের জন্য তাঁহার স্বর্গে যে ফুল ফুটিয়াছে তাহাও পুরুষদিগের জন্য নহে, অতএব তোমাদের জন্য যে ফুল তাহা তোমরা বাছিয়া লইবে।—(কেশবচন্দ্র সেন)।

CALCUTTA:

PRINTED BY P. C. SHAHA, VICTORIA PRINTING WORKS,
9, SIMLA STREET.

1884.

উৎসর্গ পত্র।

এই পুস্তক ভক্তি সহকারে পণ্ডিতবর
শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের
চিরস্মরণীয় নামে উৎসর্গ করিলাম।

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে"
দয়ার প্রখর স্রোত হৃদয় সাগরে
বহিছে সতত; কার অবিদিত বল
কে না জানে বাল বৃদ্ধ বধূ আদি,—
বিশেষতঃ পতিহীনা নিরাশ্রয়া বালা
যাহাদের দুঃখে তব গলিল হৃদয়।
দেব! এ ভারত ভূমি পরপদানত
তোষামোদ প্রিয়; কিন্তু তব হৃদিবনে
স্বাধীনতা ফুল ফুটিয়া সুরভি দান
করিছে সতত। মুগ্ধ সে সৌরভে যারা
মধু চিনে ভাল। অর্পিণু তোমারে পিতঃ
কাঙ্গালের ধন, দুঃখী আমি—ভক্তিসহ
অর্পিণু এ ধন আদিরে রাখি ও ভিক্ষা—
এই মম।

আপনার প্রতি পালিত
শ্রীসত্যচরণ মিত্র।

সূচী।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ।

বিদ্যা শিক্ষা।

স্বা। তোমাকে এত বলি তবু লেখা পড়া করিবে না।

স্ত্রী। লেখা পড়া করিয়া কি হইবে? চাকরি করিব না কি।

স্বা। হা হা হা লেখা পড়া বুঝি চাকরির জন্য। মেয়েমানুষের যেমন বুদ্ধি তেমনি বলেছ।

স্ত্রী। বুদ্ধি টুদ্ধি আমি বুঝিনা। মেয়ে ছেলে আবার কে কোথায় লেখা পড়া শিখিয়াছে।

স্বা। মেয়েরা লেখা পড়া শিখে নাই, তাই, তাদের এত ক্লেশ। তাই তারা পরবশ। দেখ তুমি যদি লেখা পড়া শিখ তাহা হইলে আমরা দুজনেই সুখে থাকিব। লেখা পড়া শিখিলে ভাল মন্দ বুঝিতে পারিবে। যদি আমি কোন একটী বিষয় বুঝিতে না পারি তাহা হইলে তুমি হয় তো বুঝায়ে

দিতে পারিবে। আমি যেমন তোমার বিপদে তোমায় রক্ষা করি তুমি আমায় নানা বিপদে রক্ষা করিতে পারিবে। দেখ দেখি সে দিন মা, খুড়ি মা, জেটাই মা সকলে তারকেশ্বর গিয়াছিলেন কেবল আমি ও তুমি বাটীতে রহিলাম। আমার ভয়ানক জ্বর হইল। 'বিপিন পত্র লিখিল যে দাদা আমার এক খানি বই ভুলিয়া আসিয়াছি। বই খানি শীঘ্র পাঠাইবেন। বুধবার হইতে আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে'। আমার ভয়ানক জ্বর। বই খানি পাঠাইব বলিয়া পুস্তকের চারিদিকে কাগজ মুড়িলাম। কিন্তু তার পরে এমন জ্বর বলবান হইল যে একবারে শয্যাগত হইলাম। আমার বাক্সে টিকিট ছিল কিন্তু তুমি লেখা পড়া না জানায় ঠিকানা লিখিতে পারিলে না। বিপিন পুস্তক পাইল না তার পরীক্ষা বিফল হইল। এই রূপ সংসারে কত আপদ বিপদ আছে। দুই জনেই যদি সকল বিষয়ে পটু হই তাহা হইলে কেমন সুখের বিষয় হয়। মনে কর আমার হঠাৎ ভয়ানক ব্যারাম উপস্থিত বাটীতে আর কেহ নাই তোমার দেবরকে পত্র লিখিয়া আনিতে হইবে। তুমি বাটীর বউ আর কাহার ও বাটীতে যাইবার যো নাই। তুমি

লেখা পড়া জাননা যে পত্র লিখিয়া দেবরকে আন। তুমি তখন কি করিবে ব্যারাম দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিবে আর পাগলের মত ছুট ফট্ করিবে ক্ষমতা নাই যে বিপিনকে পত্র লেখ। দেখ দেখি লেখা পড়া শিখিবার কত গুণ।

স্ত্রী। আমি লেখা পড়া শিখিব। আমায় পড়াবে কে?

স্বা। যখন আমি এখানে থাকিব তখন আমি পড়াইব আর যখন না থাকিব তখন ও বাটীর কুঞ্জকে পড়াতে বলিব।

স্ত্রী। কুঞ্জ ঠাকুর পো যে এবারে পাশ দেবে। পাশ দেয় কেমন করে।

স্বা। ওইতো তোমার কেমন দোষ। যা বলি তা শুন। সে সব বিষয় তখন এক সময়ে বলিব।

স্ত্রী। লেখা পড়া শিখিলে কি গুণ বাড়ে? আমার ল্যাভেণ্ডারকে জান ত।

স্বা। জানি। যিনি সেই ফুলশয্যার ঘরে আড়ি পেতে ছিলেন।

স্ত্রী। হাঁ হাঁ। সে বেস লেখা পড়া শিখেছে।

প্রত্যহ তার স্বামীকে পত্র লেখে। আবার সে বলে তার স্বামীর সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজ যাবে।

স্বা। দেখ দেখি কেমন। তুমি লেখা পড়া শিখ তুমি ও ওই প্রকার হইবে।

স্ত্রী। আচ্ছা মা, ঠাকুর মা খুড়িমা ওঁরা তো লেখা পড়া শিখেন নাই।

স্বা। ওঁরা লেখা পড়া শিখেন নাই তা কি হয়েছে। তাঁরা শিখেন নাই বলিয়া তুমি ও শিখিবে না। এ যে তোমার অন্যায় তর্ক। মূর্খেতে ও পশুতে সমান।

স্ত্রী। আঁ্যা। আমি কাল সব বলে দেব। তোমার লেখা পড়া শিখে বুঝি এই জ্ঞান হয়েছে।

স্বা। কি? কি? কি?

স্ত্রী। গুরু লোকেরা পশু।

স্বা। আরে তা বলি নাই তা বলি নাই। যে লেখা পড়া না জানে সে পশুর সমান অর্থাৎ তার বুদ্ধি প্রকৃতি পশুর সমান। গুরু লোকই হউন আর যেই হউন মূর্খ হইলেই পশুর সমান।

স্বা। খুড়ি মারই একটী বুদ্ধির কথা শুনিবে।

স্ত্রী। বল না?

স্বা। খুড়ি মার একটী ছোট ছেলে ছিল। তার নাম ছিল হরি। হরির অসুখ হইলে ডাক্তর এক শিশি ঔষধ ঘণ্টায় ১ দাগ করিয়া খাইতে বলেন। হরি ঔষধ খাবার সময় বড় হাঙ্গাম করিত তাই খুড়ি মা ঔষধ একেবারে সেবন করান। তাহাতেই ছেলেটী মারা যায়। পরে ডাক্তর আসিয়া যখন এই ব্যাপার শুনিল তখন একেবারে অবাক হইয়া গেল। তখন আমরা কেহ বাটীতে ছিলাম না। পরে যখন হরির মৃত্যু সংবাদ শুনিলাম তখন ভাবিলাম কেন স্ত্রী-লোকেরা লেখা পড়া শিখে না।

স্ত্রী। ও মা। খুড়ি মা তাই সে দিন বলে ছিলেন বটে—'আমার যেমন বুদ্ধি তেমনি ফল পেয়েছি মা'।

আমি নিশ্চয়ই লেখা পড়া শিখিব। আচ্ছা আমি যদি তোমার মত লেখা পড়া শিখি।

স্বা। তাহা হইলে আমার মত সুখী আর পৃথিবীতে কে আছে। শুধু আমার মত কেন? আমার অপেক্ষা অধিক শিখিতে চেষ্টা কর।

স্ত্রী। ঈষ—তা—আর হয়ে কাজ নাই। কত-গুলি পুস্তক পড়িলে সব শেষ হয়।

স্বা। বিদ্যার সীমা নাই। মরণ পর্য্যন্ত মনুষ্যের শিখিবার সময়।

স্ত্রী। তবে তুমি আমার কাল পুস্তক কিনিয়া দিবে। আমি পড়িব।

স্বা। কাল বই এনে দেব। সব শুনলে ত। বই ত পড়িবে আবার আমি মুখে যাহা শিখাইব তাহা শিখিবে।

স্ত্রী। শিখিতে পারিব ত।

স্বা। কেন না পারিবে। তোমার ল্যাভেণ্ডার কেমন করিয়া শিখিল।

স্ত্রী। বিদ্যার বলে নাকি কলের গাড়ি হইয়াছে।

স্বা। আর ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কত কি হইয়াছে।

স্ত্রী। বড় ঘুম পাইতেছে।

স্বা। তবে ঘুমাও।

মিথ্যা কথা।

স্বা। তুমি সে দিন একটী মিথ্যা কথা কহিয়াছিলে কি না।

স্ত্রী। কই না।

স্বা। আবার মিথ্যা কহিতেছ। স্বীকার করা দেখ দেখি একটী মিথ্যাকে ঢাকিবার জন্য আর একটী মিথ্যা কহিলে। মিথ্যা ঢাকিবার যো নাই। আগুণ যেমন কাপড়ে ঢাকা থাকে না সেইরূপ মিথ্যায় মিথ্যা ঢাকে না বরং মিথ্যা আরও বাড়িতে থাকে। যা কহিবার তা কহিয়াছ আর মিথ্যা বলিও না। যদি কিছু মিথ্যা বলিয়া থাক তবে স্বীকার কর এবং ঈশ্বরের নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে আর কখন মিথ্যা কহিব না।

স্ত্রী। কি মিথ্যা কহিয়াছি? মিথ্যা বলিলে যদি দোষ হয় তবে মা কেন বাবার নিকট মিথ্যা বলেন আর বাবা বিশ্বাস করিয়া টাকা দেন। আমি কত বার মিথ্যা কহিয়া বাবার নিকট হইতে, মার নিকট হইতে, কত কি দ্রব্য লইয়াছি।

স্বা। তোমার বাবা তোমার মার মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকা দিতেন বটে, কিন্তু যদি তিনি জানিতে পারিতেন যে তোমার মা মিথ্যা কহিয়া টাকা লন তাহা হইলে তিনি তোমার মার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন, আর কোন কালে তোমার মাকে বিশ্বাস করিতেন না। আর তোমার মায়ের

প্রতি তাঁর অতিশয় ঘৃণা জন্মিত। পরে যদি কখন সত্য কহিতেন তথাপি তিনি কখন আর তোমার মার কথায় প্রত্যয় করিতেন না।

স্ত্রী। কেন বাবা মার উপর রাগ করিবেন কেন? বাবাও তো মিথ্যা কথা কন।

স্বা। কি প্রকারে জানিলে?

স্ত্রী। কেন বাহিরের কোন লোক তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি আমায় কখন কখন বলিতেন 'বল যে বাবা বাটীতে নাই'। ইহা কি মিথ্যা নহে।

স্বা। এতো মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ। অনেকে তামাসা করিতে গিয়া মিথ্যা কহিয়াও প্রাণ হারাইয়াছে। তবে একটী গল্প বলি শুন।

"একজন রাখাল একটী জঙ্গলের ধারে কতকগুলি ছাগল চরাইত। জঙ্গলের চারিদিকেই বিস্তৃত মাঠ। কৃষকেরা সেই মাঠে সর্ব্বদা কাজ করিত। নির্ব্বোধ রাখাল তামাসা দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে 'নেকড়ে বাঘ এসেছে নেকড়ে বাঘ এসেছে' বলিয়া চীৎকার করিত। রাখালের চীৎকার শুনিয়া কৃষকেরা আপন আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকটে যাইয়া

দেখিত যে সব মিথ্যা, কেবল হতভাগ্য রাখাল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। হতভাগ্য এই প্রকারে চারি পাঁচ বার কৃষক দিগকে প্রতারিত করে। কিছু দিন পরে এক দিন সত্য সত্যই নেকড়ে বাঘ আসিয়া রাখালের ছাগলের পাল আক্রমণ করিল; নির্ব্বোধ রাখাল আবার উচ্চৈঃস্বরে কৃষক দিগকে ডাকিতে লাগিল। এবারে আর কেহ আসিল না। বাঘ অনেক ছাগল নষ্ট করিল এবং অবশেষে হত ভাগ্য রাখালের প্রাণ বধ করিয়া পলায়ন করিল।”

স্বা। শুনিলে। আর মিথ্যা কথা কহিবে।

স্ত্রী। না আর মিথ্যা কথা কহিব না।

সত্য কথা।

স্বা। আজ কাল তোমার প্রতি আমি বড় সন্তুষ্ট।

স্ত্রী। কেন?

স্বা। কারণ তুমি আর বড় মিথ্যা কথা কওনা। দেখ দেখি স্ত্রীর গুণ স্বামীর ভালবাসাকে কতদূর আকৃষ্ট করে। যত গুণ দেখিব তত ভাল বাসিব।

মিথ্যা কথা বলায় কত দোষ এবং সত্য কথা বলায় কত গুণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছ।

স্ত্রী। মিথ্যা কথা কহিলে যে দোষ হয় আগে বুঝিনাই। সে দিন সেই রাখালের গল্প শুনিয়া অবধি মিথ্যা কথা ত্যাগ করিয়াছি। আমি এখন তাই মধ্যে মধ্যে ভাবি কেন মিথ্যা কহিতাম—মিথ্যা বলিয়া লাভই বা কি। যাহা দেখিলাম তাহা বলিব যাহা শুনিলাম তাহা বলিব আবার যাহা নয় তাহা বলিবার প্রয়োজন কি।

স্বা। আজ আমার বড় আমোদ। তুমি যে সব বুঝিয়াছ ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। স্ত্রী যদি বিদ্যাবতী হইয়া গুণবতী হয় তাহা হইলে স্বামীর সুখের আর সীমা থাকে না।

স্ত্রী। আর স্বামী যদি এই প্রকারে শিক্ষা দেয় তাহা হইলে স্ত্রীর আর সুখের শেষ থাকে না। আমি একটী কথা বলিব। বল আর কাহাকে বলিবে না।

স্বা। যদি অপরের নিকট বলিবার বিষয় হয় তবে বলিব নতুবা বলিব কেন?

স্ত্রী। তবে বলি তুমি যে অবধি আমায় উপদেশ

দিতেছ সে পর্য্যন্ত আমার তোমার প্রতি কেমন এক প্রকারের ভক্তি জন্মিয়াছে।

স্বা। তা তো হবেই। এখন তোমাকে সত্য কথার বিষয় কিছু বলি তুমি শুন।

স্ত্রী। বল।

স্বা। তুমি এখন মিথ্যা কহনা। প্রায় সত্য কহিয়া থাক। যাহারা মিথ্যা বলে তাহারা যে একেবারে সত্য কহেনা এরূপ নহে। যে সমস্ত বিষয়ে সত্য না কহিলে জীবনধারণেরও সুখ সচ্ছন্দতার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে সে সমস্ত বিষয়ে তাহারা সত্য কহে কিন্তু যে সকল বিষয়ে সত্য কহিলে আপাততঃ কোন প্রকার কষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহারা সে সব বিষয়ে মিথ্যা অনায়াসে কহিয়া থাকে। উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অনেকে মিথ্যা কহিয়া ভাবী অমঙ্গলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। যে সময়ে তাহারা মিথ্যা বলে সে সময়ে তাহারা ভবিষ্যতের বিষয় একবারও ভাবে না। পৃথিবীতে মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন কি? ওখানে গাছ রহিয়াছে সেখানে একটী মনুষ্য বসিয়া রহিয়াছে—আমি কেন বলিব ওখানে গাছ নাই—সেখানে মনুষ্য নাই। যাহা করিয়াছি—যাহা

শুনিয়াছি—যাহা দেখিয়াছি যদি আবশ্যক হয় অকপট হৃদয়ে ব্যক্ত করিব। প্রাণ যায় যাউক তথাপি মিথ্যা কহিব না। সমস্ত পৃথিবী শত্রু হয় হউক ঈশ্বরকে শত্রু ভাবিব না—ধর্ম্মকে শত্রু জ্ঞান করিব না। এ পৃথিবীতে সব সত্য সব সত্য—ইহাতে মিথ্যা টিকিতে পারে না—শূন্যেতে মারিলে ঢেলা রহে কত ক্ষণ। তবে কেন নির্ব্বোধ মনুষ্য মিথ্যা কহে। কেন নির্ব্বোধ মানুষ মিথ্যা কহিয়া কহিয়া সরল স্বভাব শিশু সন্তানের কোমল মনে পাপের বীজ বপন করে—কেন সে স্বর্গীয় শিশুর ধর্ম্মপথে কাঁটা দেয়। তাই বলি যদি যথার্থ সত্তা হইতে হৃদয়ে বাসনা থাকে যদি সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা করিতে হৃদয়ে বাসনা থাকে তাহা হইলে সতত সত্যবাদিনী হইয়া স্বামীর জীবনতোষিণী হও।

স্ত্রী। আমি একটী বড় খারাপ কাজ করিয়াছি।

স্বা। কি। কেন? কেন? কাঁদ কেন? কি হয়েছে বল না।

স্ত্রী। আমি যে দিন ল্যাভেণ্ডারকে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে কেন লিখিলাম যে 'আমি এখন

চারুপাঠ শেষ করিয়া সীতার বনবাস পড়িতেছি। আমি এখন কি করি।

স্বা। ছিছি। যা হবার তা হয়েছে। এখন এক কাজ কর।

স্ত্রী। কি করিব বল।

স্বা। ওই ডাকের কাগজ আছে—কলম আছে—দোয়াত ও আছে এখনি তোমার ল্যাভেণ্ডারকে পত্র লেখ যে আমার বড় অপরাধ হইয়াছে। আমি মিথ্যা লিখিয়াছি। অপরাধ মার্জ্জনা করিবে। পুনরায় মিথ্যা লিখিব না।

স্ত্রী। এখনি লিখিব না কাল লিখিব।

স্বা। না এখনি পত্র লেখ। পাপের দণ্ড যত শীঘ্র হয় তত ভাল।

স্ত্রী। তবে আমি পত্র লিখি।

পত্র।

ভাই ল্যাভেণ্ডার—

আমি না বুঝিয়া একটী খারাপ কাজ করিয়াছি। অপরাধ মার্জ্জনা করিবে ত। আমি একটী মিথ্যা লিখিয়াছি। আমি সীতার বনবাস পড়ি না চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পড়িতেছি। চারুপাঠ শেষ করিয়া

বোধ হয় সীতারবনবাস ধরিব। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবে। আমরা সকলে ভাল আছি। তোমরা কেমন আছ লিখিবে। ইতি

শ্রীমতী বঃ —— ——

স্বা। দেখি কি পত্র লিখিলে।

স্ত্রী। এই দেখ।

স্বা। এই তো চাই। মানুষ সকল সময়ে ধর্ম্ম পথে থাকিতে পারে না। পুণ্য পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা পদস্খলন হইবার সতত সম্ভাবনা; তজ্জন্য মনুষ্যের উচিত সহসা অজ্ঞান কৃত পাপ স্বীকার করা এবং পাপানুষ্ঠানের জন্য অনুতাপ করা। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তুমি যে এখন আপনার দোষ স্বীকার করিয়া তোমার ল্যাভেণ্ডারকে পত্র লিখিলে ইহাতে তোমার অনেক ভাল হইল।— শুধু তোমার কেন পৃথিবীরও অনেক উপকার হইল। মিথ্যাকে কদাচ উৎসাহ দেবে না। মিথ্যা কথা বলা এবং কালসর্প গলায় জড়ান উভয়ই তুল্য।

দয়া।

স্বা। সে দিন আমাদের বাটীতে যে একটী ভিখারী আসিয়াছিল তাহাকে তোমরা কেহ এক মুষ্ঠি চাউল দিলে না।

স্ত্রী। মা, খুড়িমা তখন স্নানের পর জপ করিতেছিলেন তাই ভিক্ষা দেওয়া হয় নাই।

স্বা। বাটী হইতে ভিখারীকে কিছু না দিয়া ফিরান ভাল হয় নাই। ওঁরা না হয় জপ করিতেছিলেন তুমি কেন একবার হাতধুয়ে এক মুঠা চাউল বা একটী পয়সা দিলেনা।

স্ত্রী। এবারে ভিখারী আসিলে শত কর্ম্ম ফেলিয়া ভিক্ষা দিব।

স্বা। ভিখারী দেখিলেই যে ভিক্ষা দিবে এমন আমি বলিতেছিনা যাহারা ভিক্ষা পাবার পাত্র তাহাদিগকে ভিক্ষা দিবে। সুস্থকায় বলিষ্ঠ লোকদিগকে ভিক্ষাদানে কোন ফল নাই বরং পাপ আছে। যাহাদিগের পরিশ্রমদ্বারা শরীর প্রতিপালনের ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে কদাচ ভিক্ষা দান করিবে না। এপ্রকার লোকদিগকে ভিক্ষাদান করিলে তাহাদের

আলস্যে উৎসাহ দান করা হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে চির কালের জন্য ভিক্ষাবশ করিয়া ফেলা হয়।

একটী সংস্কৃত শ্লোক শুন ঃ—

দরিদ্রান ভর কৌন্তেয়ঃ মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্
ব্যাধি তস্যৌষধম্ পথ্যম নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ।

ইহার সার কথা এই যে 'দরিদ্র দিগকে ভরণপোষণ করিবে। যাহার ধন আছে তাহাকে ধন দিবার প্রয়োজন কি। রোগীরই ঔষধের প্রয়োজন সুস্থ লোকের ঔষধের প্রয়োজন নাই।'

অক্ষয় বাবুর ধর্ম্মনীতিতে দয়া বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট রচনা আছে। সেটী আমার মুখস্থ আছে বলি শুন ঃ—

'পরের দুঃখ মোচনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে দয়া দিয়াছেন। দয়া অতি প্রধান ধর্ম্ম। যিনি কাহারও উপকার করেন তিনি মনে মনে অতি পবিত্র আমোদ অনুভব করেন এবং যিনি উপকৃত হন তিনি আসন্ন বিপদ বা উপস্থিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। দরিদ্রদিগকে অর্থদান করিলেই দয়া প্রকাশ হয় অন্য প্রকারে হয় না এমন

নহে। প্রত্যুত, দয়ালু ব্যক্তি সহস্র প্রকারে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও অপর সাধারণের দুঃখ দূর করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যতদূর সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার উপায় করা উচিত। লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়ে ও রসনা হইতে নিরস শব্দ নিঃসরণ না করিয়া দয়াও বাৎসল্যভাব প্রকাশ করা উচিত। পীড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্র দিগের কুটীরে উপস্থিত হইয়া সাধ্যানুসারে তাহাদের ক্লেশ নিবারণ করিতে যত্নবান হওয়া উচিত। জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত একান্ত মনে চেষ্টা করা এবং সর্ব্ব সাধারণের হিত কর কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকা উচিত।

যিনি এইরূপ আচরণ করিয়া কাল হরণ করিতে পারেন তিনি ধন্য, তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হন; তিনি অনাথদিগের আশীর্ব্বাদ ও পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করেন, তাঁহার মানব জন্ম গ্রহণ করা সার্থক।

স্ত্রী। এটী আমার বড় মনে লাগিয়াছে।

স্বা। তবু বোধ হয় সব বুঝিতে পার নাই।

স্ত্রী। মধ্যে মধ্যে ভাল বুঝিতে পারি নাই।

স্বা। আমি বুঝাইয়া দি শুন —

পৃথিবীতে অনেক দুঃখী। অনেকে দুঃখের জ্বালায় ছট ফট করিতেছে। কেহ বা কোন রোগের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া এক মুহূর্ত্তকে এক প্রহর বলিয়া ভাবিতেছে; এমন পয়সা নাই যে ঔষধ ক্রয় করিয়া রোগের শান্তি করে। আবার হয় তো অর্থ আছে কিন্তু এমন লোক নাই যে সেই হতভাগার রোগনিবারণে যত্নবান হয়। এই প্রকার নানা লোকের নানা অভাব; যাহাতে সে অভাব পূর্ণ হয় এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর নর-নারীর অন্তঃ করণে দয় প্রদান করিয়াছেন। পৃথিবীতে যত উপকার সব দয়া হইতে উৎপন্ন এজন্য দয়া অতি প্রধান ধর্ম্ম। দয়াধর্ম্মের দুই গুণ— যে উপকার করে তাহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় এবং যে উপকৃত হয় সে অনির্বচনীয় সুখে সুখী হয়। এক জন অন্ধ সমস্ত দিন ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া দ্বারে দ্বারে দুইটী অন্নের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে, কেহ—তাহাকে অন্ন দেয় না— কেহ তাহার বিষন্ন বদন দর্শনে প্রসন্ন হয় না; জ্যেষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে

ঘর্ম্মধারা প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই ঘর্ম্মধারার সহিত অশ্রুধারা আসিয়া মিশিতেছে এবংপ্রকার ব্যক্তি হঠাৎ তোমার দ্বার দেশে 'মাগো দয়া কর মাগো দয়া কর' বলিয়া আঘাত করিল। তখন যদি তুমি তাহাকে আশ্রয় না দাও—যদি তাহাকে অন্ন না দাও—তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা পাষাণী আর কে আছে? আর যদি তাহার কাতর স্বরে দয়ার্দ্র হইয়া তাহার অভাব যথাসাধ্য পূর্ণ কর তাহা হইলে তোমার মনে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইবে তাহা কি বর্ণনা করিব। তাই বার বার বলি উপযুক্ত ভিখারীকে কদাচ বঞ্চিত করিও না। হয় তো বলিবে যে দরিদ্র ব্যক্তি কি প্রকারে দয়া প্রকাশ করিবে; তজ্জন্য গ্রন্থ কর্ত্তা কহিতেছেন 'দরিদ্র-দিগকে অর্থ দান করিলেই দয়া প্রকাশ হয় অন্য প্রকারে হয় না এমত নহে'। যাহার বাস্তবিক দয়া আছে সে নানা উপায়ে আপনার লোকের ও অপরের দুঃখমোচন করিতে পারে।

কেমন বুঝিতেছ? আর বুঝায়ে দেব।

স্ত্রী। না। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এবার আর ভিখারী ফিরাইব না।

স্বা। এক এক জনের যদি দয়ার বিষয় শুন ত অবাক হইবে।

রুসিয়ার রাজমহিষী দ্বিতীয় কেথারাইন।

এই মহিষী আপনার দয়াগুণে পৃথিবী বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনি সর্ব্বদা বালক বালিকা পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া থাকিতেন। অনাথ বালক বালিকা পাইলেই তাহাদের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতেন। এক দিন স্কুলের ছুটীর পর তাহারই আশ্রিত একটী বালককে অতিশয় ম্রিয়মাণ দেখিয়া রাজমহিষী পুনঃ পুনঃ তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর বালক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল মাগো আজ অনেক কাঁদিয়াছি, আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক মারা গিয়াছেন, তাঁহার একটী দুঃখিনী পত্নী এবং কয়েকটী অনাথ বালক বালিকা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। তাহারা বড় দরিদ্র এমন কেহ নাই যে সাহায্য করে।

কেথারাইন বালকের এই প্রকার কাতরস্বরে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া অবগত হইলেন যে বাস্তবিক মৃত শিক্ষকের পত্নীও বালক বালিকা অতিশয় দরিদ্র।

ইহা জানিয়া রাণী অবিলম্বে কোন লোক বিশেষ দ্বারা—সেই দুঃখিনীকে ৬০০৲ ছয় শত টাকা প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে ‘তাহার বালক বালিকার শিক্ষা ও ভরণ পোষণের ভার আমি অদ্য হইতে গ্রহণ করিলাম।

স্ত্রী। আহা রাণীর কি চমৎকার দয়া।

স্বা। কিন্তু শিক্ষকের পত্নী ও বালক বালিকার দুরাবস্থা ভাবিয়া বালকের রোদন আরও চমৎকার।

চেষ্টা করিলে তোমার ও মনে ঐ প্রকার দয়ার সঞ্চার হইতে পারে। অনেকের স্বাভাবিকই অন্তঃকরণে দয়া থাকে এবং শিক্ষাগুণে ও কার্য্যগুণে উত্তরোত্তর উহা বর্দ্ধিত হয়। দয়া সকলের হৃদয়েই আছে তবে কম ও বেসী এই তফাৎ। যার দয়া কম সে শিক্ষারদ্বারা অধিক দয়ালু হইতে পারে। দয়াই বল আর মনুষ্যের যে যে গুণই বল সবই শিক্ষা ও কার্য্যদ্বারা উন্নত হয় এবং তজ্জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন শুধু টাকা উপায়ের জন্য শিক্ষা নহে। আপনার মনের উন্নতিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

স্ত্রী। অমন গল্প আর যদি জান তো বল না।

স্বা। আচ্ছা আমি আরও বলি তুমি শুন। কেবল

শুনিলে হইবে না। গল্প শুন এবং মনে মনে দয়ার ভাব হৃদয়ে আনিতে চেষ্টা কর এবং পরে কার্য্যদ্বারা সেই দয়াকে প্রকাশ কর।

সারফিলিপ সিড্‌নি।

এই ব্যক্তি বড় সাহসী এবং বিখ্যাত কবি। ইনি কোন যুদ্ধে আহত হইয়া শিবিরে নীত হয়েন। যুদ্ধে আহত হইলেই অনেকেই পিপাসার্ত্ত হইয়া থাকে—কিন্তু এমন সময়ে জল প্রায় পাওয়া যায় না। সরফিলিপের প্রবল পিপাসা নিবারণের জন্য অল্প মাত্র জল আনা হইলে একজন সামান্য সৈনিক পুরুষ আহত হইয়া শিবিরে আনীত হয়। সে ব্যক্তির ও এত প্রবল পিপাসা যে সরফিলিপ জল পানের উদ্যম করিতেছেন এমন সময়ে সেই ব্যক্তি এক দৃষ্টে ফিলিপের হস্তস্থিত জল পাত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। মহাত্মা ফিলিপ বুঝিতে পারিলেন এবং 'আমার অপেক্ষা তোমার তৃষ্ণা অধিক' এই বলিয়া—সেই জল পাত্র সেই সৈনিককে অর্পণ করিলেন। সরফিলিপ—সেই আঘাতেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হয় তিনি এমন কোন বিশেষ

কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারেন নাই কিন্তু তিনি যে সেই তৃষ্ণার্ত্ত সৈনিকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিযাছিলেন তাহাতেই তাঁহার নাম সভ্য জগতে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে।

ভূত কি।

স্ত্রী। কাল মা সন্ধ্যা বলা খিড়কীর ঘাটে বড় ভয় পেয় ছিলেন।

স্ত্রী। কিসের ভয় ?

স্ত্রী। যখন তিনি ঘাটে নামেন তখন এক জন মেয়ে মানুষের মত ঘোমটা দেওয়া কে বাঁস ঝাড়ের কাছে দাঁড়ায়ে ছিল। মা মনে করে ছিলেন বুঝি বাটীরই কেহ হইবে। তাই যাই বলিলেন। ‘ ওখানে কেন গো ও খানে কেন গো’ অমনি বিকট চিৎকারের সহিত হাসিতে হাসিতে কোথায় চলে গেল; মা আর দেখিতে পাইলেন না। তার পর মা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটীতে এলেন।

স্বা। তোমার বোধ হয় সেটী কি ?

স্ত্রী। কি আবার। সাঁকচুন্নি—ভূত।

স্বা। দূর দূর। ভূত আবার কি। তুমি ভূত বিশ্বাস কর।

স্ত্রী। ও আবার কেমন কথা। আমাদের ছোট বউকে ভূতে পেয়ে ছিল। কেন তুমি কি ভূত মান না।

স্বা। না আমি ভূত মানি না। সুশিক্ষিত লোকের মধ্যে কেহই ভূত মানে না। ভূত আছে এমন কখন বিশ্বাস করিও না।

স্ত্রী। তবে এত লোক যে ভূত দেখেছে তাদের কি সব মিথ্যা কথা। আমার কাকাকে কত বার ভূতে আট্‌কাইয়াছিল তা জান ?

স্বা। কি প্রকার বল দেখি।

স্ত্রী। এক দিন তিনি হাট হইতে একটী লোনা-ইলিস কিনিয়া আনিতেছিলেন। মাঠের মধ্যে এসেছেন এমন সময়ে একটা পুকুরের পাড় হইতে কে এক জন হন্ হন্ করিয়া আসিতে লাগিল। কাকার কাছে এসেই বলে কি না 'দেঁনা দেঁনা'। কাকা যাই বলিছেন 'কেও ? কেও ? আর কেউ কোথাও নাই। পরে কিয়দ্দূরে গিয়া দেখেন আবার কাছে আসিয়া

বলিতেছে 'দেঁনা দেঁনা'। কাকা ভয়ে মাছ ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিলেন। বাটীতে আসিয়া আমাদিগকে সব বৃত্তান্ত বলিলেন।

কেমন এখন বল ভূত নাই।

স্বা। ভূত ত নাই। সে ভূত নয়। তোমার কাকার ভ্রম। হয় তো কোন দুষ্ট লোক ও প্রকার করিতেছিল। কত দুষ্ট লোকে ঐ প্রকার ভূতের ভয় দেখায় তা জান। তবে একটী বিলাতী ভূতের গল্প বলি শুন ঃ——————

বিলাতে কোন বাটীতে একটী গৃহে প্রত্যহ সন্ধ্যা বেলা একটী মড়ার মাথা আসিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া বেড়াইত। এই প্রকার কিছু দিন হওয়ায় সে ঘরে আর কেহ প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। পরে সেই পাড়ার দুটী সুশিক্ষিত বন্ধু তামাসা দেখিবার জন্য এবং লোকের মন হইতে ভূতের ভয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে এক দিন সন্ধ্যা বেলা দুই জনে দুইটী পিস্তল লইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। সেই কুটারীর রাস্তার দিকের জানালাটী ভাঙ্গা। ঘরে প্রবেশ করিবার ক্ষণেক পরেই দেখিল, যে বাস্তবিক একটী মড়ার মাথা ভগ্ন জানালা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া গড়াইতে

৩

লাগিল। আবার সেই ভগ্ন জানালার বাহিরেই একটী বিকট মুখ দেখিতে পাইয়া এক জন বন্ধু পিস্তলের যেই আওয়াজ করিল অমনি মুখটি নিম্নে পড়িয়া গেল। পরে অপর জন সাহস করিয়া মড়ার মাথাটী ধরিল। দেখিল মাথার ছিদ্রটী গালায় আঁটা—আর মাথার ভিতরে কি একটী লড়িতেছে। পরে গালা খুলিয়া দেখিল একটী বড় ইঁদুর মাথার ভিতরে রহিয়াছে। ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহারা সকলকে বাস্তবিক ঘটনা দেখাইল, এবং সকলকে বুঝাইয়া দিল যে ইহা কোন দুষ্ট লোকের কাণ্ড। সেই অবধি সে পাড়ার অনেকে ভূতে বিশ্বাস করিত না।

স্ত্রী। আশ্চর্য্য।

স্বা। ভূত কি আমি বুঝাইয়াদিতেছি ঃ—

আমাদের চক্ষুর এবং কর্ণের এ প্রকার পীড়া হইতে পারে যে তাহাতে নানা প্রকার কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টিতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নানা প্রকার কল্পিত শব্দও শুনা যায়। ইংলণ্ডের কোন লোক উক্তরূপ রোগ বিশেষে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত বার বৎসর ঐ প্রকার নানা বিধ কল্পিত মূর্ত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে দেখিতে পাইত এবং এক জন

সর্ব্বদা এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইত ; কিন্তু তাহা-দিগের রোগ নিবারণের পরে আর তাহাদিগের সেরূপ ভ্রম উদিত হইত না।

মস্তিষ্কের পীড়া ভূত দর্শনের এক প্রধান কারণ। বার্লিন নগরে একজন কেতাবওয়ালা ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বৎসরাবধি প্রায় সর্ব্বদা আপন সম্মুখে স্ত্রী পুরুষ পশু পক্ষীর আকৃতি দেখিতে পাইত। পরে চিকিৎসকেরা যখন তাহার সেই রোগের কারণ স্থির করিয়া রক্ত মোক্ষণদ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিল তখন তাহার সে ভূত দর্শনও পলায়ন করিল।

কখন কখন স্বপ্ন হেতুও ভূত ভ্রমের উৎপত্তি হয়। এক জনের কখন কখন এ প্রকার নিদ্রা উপ-স্থিত হইত, যে, সে তাহা জানিতে পারিত না এবং সেই নিদ্রাবস্থার স্বপ্নকে সত্য বোধ করিত। স্বপ্ন ভঙ্গে ও তাহাই তাহার প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইত।

গাঢ়রূপ কোন বিষয় চিন্তা করিলেও তাহা আমা দিগর নিকট অনেক সময় প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। এক ব্যক্তির স্ত্রী বিয়োগ হইলে পর সে অতি শোকে আচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বদা সেই মৃত স্ত্রীর

রূপ চিন্তা করিত, ইহাতে কখন কখন তাহার এরূপ ভ্রম উপস্থিত হইত যেন তাহার বনিতা আসিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছে, কিন্তু যখন সে তাহাকে স্পর্শ করিবার উপক্রম করিত অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সে ভ্রম দূর হইত।

বোধ হয় ভাল বুঝিতে পার নাই।

আচ্ছা এই ঘরের মধ্যে কিকি জিনিস আছে বল দেখি ?

স্ত্রী। আলো আছে। আনলা আছে। আরও ঐ যে কত কি রহিয়াছে।

কেমন করিয়া জানিলে যে ও সব রহিয়াছে।

স্ত্রী। তোমার যে সব অন্যায় কথা দেখিতেছি। চক্ষের মাথা ত খাইনাই।

স্বা। ভাল চক্ষু দিয়া দেখিতেছ। আচ্ছা সকল স্থানেই কি চক্ষু দিয়া দেখা যায় ?

স্ত্রী। না। অন্ধকারময় স্থানে চক্ষুদিয়া দেখা যায় না।

অতএব চক্ষু যেমন দর্শনের কারণ আলোকও সেইরূপ দর্শনের কারণ। আচ্ছা বলিতে পার,

আলোক এবং চক্ষু ভিন্ন আর কি এমন জিনিস আছে যাহা না থাকিলে আমরা দেখিতে পাই না।

স্ত্রী। তা আমি জানিনা। কি?

স্বা। মন। যে জিনিস দেখি সেই জিনিসের দিকে মন থাকে তাই দেখিতে পাই। যাহা শুনি তার দিকে মন থাকে তাই শুনিতে পাই। যাহা স্পর্শ করি তাহাতে মন থাকে তাই গরম কি শীতল জানিতে পারি। মনেনাই সেদিন তোমরা আমায় এত ডাকা ডাকি করিলে তবু আমার সাড়া পেলেনা। কারণ আমার মন অন্যদিকে ছিল। মনের কার্য্য কর্ণের কার্য্যের সহিত একত্র হইতে পারেনাই তাই তোমাদের ডাকা ডাকি শুনিতে পাই নাই। তোমার কি কখন ও এমন হয় নাই। মনে কর দেখি।

স্ত্রী। ঠিক্ ঠিক্। একবার কেম অনেক বার হয়েছে যে। এক দিন আমি, ল্যাভেণ্ডার, ওডিকলমও মনের কথা সকলে মিলে তাস খেলিতেছিলাম আর আমার ঠাকুর মা আমায় ডাকিতেছিলেন আমি শুনিতে পাই নাই।

স্বা। কারণ তোমার মন তাস খেলার দিকে ছিল। শব্দ তোমার কর্ণের সেই সূক্ষ্ম চর্ম্মে ঠিক্

লাগিয়াছিল কিন্তু মন সে দিকে ছিল না বলিয়া তুমি শুনিতে পাওনাই। যখন বাহ্যেন্দ্রিয় ও মন প্রকৃতিস্থ থাকে তখন ভূত দেখিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তোমার এটী জানা উচিত যে আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন সকল সময়ে প্রকৃতিস্থ না থাকিতে পারে। চক্ষু বা কর্ণের কি পীড়া হইতে পারে না? মস্তিস্কোর ও ব্যারাম কি হইতে পারে না?

স্ত্রী। পারে।

স্বা। আমি এই খানে আছি। ইহা কি প্রকারে তুমি জানিতেছ বলিতে পার।

স্ত্রী। কেন, চক্ষুদ্বারা ও মনেরদ্বারা জানিতেছি।

স্বা। হাঁ। আমার চেহারা খানি তোমার দর্শন যন্ত্রে পড়িয়াছে, আবার মনের একটী এমন শক্তি আছে যে তদ্বরা মন বিচার করিয়া তোমার দৃঢ়রূপ প্রতীতি জন্মাইয়া দিতেছে যে ঐ দর্শন যন্ত্রে প্রতিবিম্বিত আকৃতির অনুরূপ একটী পদার্থ বাহিরে আছে। যাই প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে অমনি মনের কোন বিশেষ শক্তিদ্বারা তোমার বোধ জন্মিল যে বাহিরে একটী পদার্থ আছে। পরে হয় তো তুমি সে দ্রব্যটী স্পর্শ করিলে বা তাহাকে স্থানান্তরিত করিলে। বাস্তব

পদার্থের প্রতিবিম্ব তোমার চক্ষে সর্ব্বদাই পড়িতেছে। কিন্তু হয় তো তোমার চক্ষে এরূপ পীড়া উপস্থিত হইতে পারে যে অবাস্তব পদার্থের প্রতিবিম্ব তোমার চক্ষে পড়িতেছে অর্থাৎ বাহিরে পদার্থ নাই অথচ তুমি পদার্থ দেখিতেছ। এ অবস্থায় যদি তোমার মন প্রকৃতিস্থ থাকে তাহা হইলে আপনা আপনি চক্ষের ভ্রম দূর করিতে পার ; তখন নিশ্চয়ই তোমার এরূপ বোধ হইবে যে 'মিথ্যা আকৃতি দেখিতেছি'। হয় তো ঐ ভ্রম দূর করিবার জন্য চক্ষু রগড়াইবে অথবা ঐ মূর্ত্তিটী স্পর্শ করিতে যাইবে। আর যদি তোমার মস্তিষ্কও পীড়িত হয় তাহা হইলে ঐ অবাস্তব পদার্থের প্রতিবিম্বকে বাস্তব পদার্থের প্রতিবিম্ব বলিয়া দৃঢ় বোধ জন্মিবে। লোকে এই প্রকারেই ভূত দেখিয়া থাকে।

তোমার শরীর সর্ব্বদা ভাল থাকে না সময়ে সময়ে পীড়িত হয়। সেইরূপ হয় তো মস্তিষ্ক এক সময়ে গরম হইয়া উঠিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের দোষ জন্মিয়াছে এমন অবস্থায় হয় তো তুমি সন্ধ্যা বেলা খিড়কীর ঘাটে গিয়াছ হয় তো ব্যারাম বশতঃ একটী বিকট মূর্ত্তি দেখিলে। সেকি ভূত—সে কিছুই
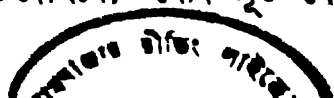
নয়—তোমার মনের ভ্রম মাত্র। এই প্রকার কর্ণের ও পীড়া হইতে পারে—কোথাও শব্দ নাই অথচ শব্দ শুনিতেছ।

কেমন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ? ভূত কি বুঝিলে।

স্ত্রী। বুঝেছি বুঝেছি। বেশ বুঝেছি তবু কেমন মনে একটী ভূতের ভয় যেন রয়েছে।

স্বা। সেটী পিতামাতার কুশিক্ষার দোষ। সেই যে ছেলে বেলায় মেয়েরা ওই জুজু ওই নেজ্ ঝোলা—ওই ভূত বলিয়া ভয় দেখাইত সে সমস্ত শুনিয়া শুনিয়া মনের এমন এক অবস্থা হইয়াছে যে কোন প্রকারে মন হইতে ভয় আর যায় না। মিথ্যা জিনিসের নাম করিয়া শিশুর কোমল মনে কুসংস্কারের বীজ বপণ করা বড় দোষ।

তোমার মনের ও ভয় শীঘ্রই যাইবে। পড়িতে পড়িতে শিখিতে শিখিতে সব কুসংস্কার যাইবে।

হাঁচি টিক্‌টিকি।

স্বা। তুমি পড় আমি একটী কাজে যাই।

স্ত্রী। আচ্ছা এস। নানা বোস বোস। টিক্‌টিকি পড়লো একটু বোস।

স্বা। ছি ছি। তোমার এমন বুদ্ধি! টিক্‌টিকি পড়ল তো ক্ষতি কি?

স্ত্রী। কৃতকার্য্য হইবে না। যাওনা দেখিবে এখন।

স্বা। এত কুসংস্কার ও তোমার মনে আছে টিক্‌টিকি একটী অতি ক্ষুদ্র জীব। ওর না আছে বুদ্ধি না আছে জ্ঞান। ও আমার ভাবী বিপদ কি প্রকারে জানিবে? আমরা বুদ্ধি—জিবী—মনুষ্য কত বিচার করিয়া কার্য্য করি কত সাবধানে চলি তথাপি ভবিষ্যতের কিছুই জানিতে পারি না। সামান্য টিক্‌টিকী কেমন করিয়া জানিবে যে আমার অমঙ্গল ঘটিবে।

স্ত্রী। তুমি মাননা কিন্তু এক দিন আমি বেশ বুঝিয়াছি যে টিক্‌টিকি পড়িলে কোথাও কোন কাজে যাওয়া উচিত নহে। কত কাজে কত বাধা পড়িয়াছে,

আমি সব চক্ষে দেখিয়াছি নিজে ভুগিয়াছি। কথায় বলে 'হাঁচি টিক্‌টিকি বাধা যে না মানে সে গাধা।

স্বা। সেটী তোমার ভ্রম। কাকতালী' কারে বলে জান?

স্ত্রী। না। কি বলনা।

স্বা। গাছে তাল পাকিয়াছে। তাল পড়িবার উপক্রম হইয়াছে এমন সময়ে একটী কাক আসিয়া তালের উপর বসিল। তাল গাছের তলার লোক মনে করিল কাক বসার দরুণই তালটী পড়িয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক, কাক তালের উপর না বসিলেও তালটী পড়িত। হাঁচি টিক্‌টিকির বাধা ও সেই প্রকার। অমঙ্গল যদি ঘটে তো হাঁচি টিক্‌টিকি না পড়িলেও ঘটিবে। আমরা ও সব মানি না। আগে ছেলে-বেলায় মানিতাম বটে। তার পর যত জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও সব কুসংস্কার ও দূরে গেল। এখন কত হাঁচি টিক্‌টিকি পড়ে তথাপি আপন কার্য্যে যাই। অমঙ্গল ত দেখি না। বোধ হয় কতকগুলি অলস ব্যক্তিতে বসিয়া এই সূত্র বেঁধে ছিল যে 'হাঁচি টিক্‌টিকি বাধা যেনা মানে সে গাধা'। পৃথিবীতে আপন কার্য্য উদ্ধারের জন্য নিজের শক্তি ও বুদ্ধি

স্বহায়, বাধা আবার কি ? আমি যদি মনে করি এই কাজটী করিব তাহা হইলে কে বাধা দিতে পারে ? ইচ্ছা থাকিলেই কার্য্যোদ্ধারের পন্থা আছে। হাঁচি টিক্‌টিকি খবরদার মেননা খবদার মেন না। নিজের শক্তি ও বুদ্ধি যাহা বলিবে তাহা করিবে কার্য্যোদ্ধার হইবেই হইবে।

সে দিন ভারত সঙ্গীতে শুন নাই ঃ ---

যাও সিন্ধু নীরে ভূধর শিখরে
গগণের তারা তন্ন তন্ন করে
বায়ু উল্কাপাত বজ্র শিখা ধরে
স্ব কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের জন্য যদি সমুদ্রে সাঁতার দিতে হয় দিবে গীরি আরোহণ করিতে হয় করিবে বজ্র বক্ষে ধরিতে হয় তাহাও ধরিবে।

আর তোমাদের হতভাগা স্ত্রীলোকদিগের কেমন বিশ্বাস যে 'হাঁচিটিক্‌টিকি বাধা যেনা মানে সে গাধা'।

স্ত্রী। তাও ত বটে। হাঁচি শারীরিক নিয়মের কার্য্য তার সঙ্গে মানুষের ভাবী অমঙ্গল—মঙ্গলের কি

সম্বন্ধ ? আর টিক্‌টিকি সামান্য ক্ষুদ্র জীব মনুষ্যের বিষয় জানিবার তাহার শক্তি কোথায় ? তুমি যে ওই ‘কাক তালি কথাটী বলিয়াছ উহাতেই সব বুঝিয়াছি।

আড়ি পাতা।

স্বা। তুমি কখন কাহার ঘরে আড়ি পাতিয়াছ।

স্ত্রী। হাঁ কত বার। কেন ?

স্বা। বড় খারাপ। আর ও প্রকার কাজ করিওনা। আড়ি পাতা অতি জঘন্য কাজ—ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্ম, যাহাদের কথা শুনিতে যাও তাহারা হয় তো জানে না যে তুমি লুকাইয়া তাহাদের সমস্ত কথা শুনিতেছ। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অনেক গোপনীয় কথা থাকিতে পারে। তুমি সে সব গোপনীয় কথা শুনিবে কেন? না বলিয়া পরের দ্রব্য লওয়া যে প্রকার চুরি, না বলিয়া পরের কথা শুনাও সেই প্রকার চুরি। সিঁধেল চোরের মত অজ্ঞাতসারে দম্পতির হৃদয়ের কথা শ্রবণ করা কতদূর অন্যায় বিবেচনা কর দেখি। তোমার হয় তো এমন একটী কথা আছে যে তাহা কেবল স্বামীকে বলিতে ইচ্ছা কর। তোমার স্বামীর নিকট অকপটে সে

সমুদয় গোপনীয় বিষয় বলিতেছ এমন সময় যদি অন্য কোন স্ত্রীলোক লুকাইয়া সেই সব শুনে আর যদি তুমি জানিতে পার যে সে সব শুনিয়াছে তখন তোমার মনটী কেমন হয় বল দেখি। তুমি কেন অপরের ঘরে আড়ি পাতিতে যাও ? ২য় দোষ এই যে আড়ি পাতিতে যাইয়া অনেক স্ত্রীলোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা। স্ত্রী হয়তো স্বামীর সহিত রসালাপ করিতেছে—অথবা কাম-ক্রীড়ায় মত্ত রহিয়াছে আর তুমি লুকাইয়া লুকাইয়া সমস্ত দেখিতেছ। সে সব নিকৃষ্ট আচার ব্যবহার দর্শনে হয়তো তোমার কাম প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া তোমায় অধীরা করিতে পারে। একবার আড়ি-পাতায় কি সর্ব্বনাশ হইয়াছিল শুনিবে।

স্ত্রী। কি বল না।

স্বা। এক ভগিণী বড় ভায়ের ঘরে আড়ি পাতিতে-ছিল। ভাই স্ত্রীর সহিত রসালাপ করিতেছে আলিঙ্গন করিতেছে কামোন্মত্ত হইয়া চুম্বন করিতেছে ক্রমে ক্রমে যখন স্ত্রীপুরুষে কাম ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল এমন সময়ে সেই হতভাগিনী ভগিনী সহসা কামাতুরা হইয়া পড়িল, ভাই বলিয়া জ্ঞান রহিল না আর এমন

সময়ে কাহারই বা জ্ঞান থাকে? সে দিন ভায়ের গৃহের দ্বার বন্ধ ছিল না। ভগিনী উন্মাদিনী প্রায় বিবস্ত্রা হইয়া দ্রুতবেগে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন সহোদরকে আলিঙ্গন করিল। শয্যার নিচে তরবার ছিল। ভাই, ভগিনীর তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া সেই তরবারে কামতুরার প্রাণ বিনাশ করিল

স্ত্রী। উঃ আমার বড় ভয় পাইতেছে। আমি আর কখন আড়ি পাতিব না।

স্বা। দেখলে আড়ি পাতার কি পরিণাম।

স্ত্রীলোকের দৈনিক কর্ম্ম।

স্বা। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বিছানা হইতে উঠিবে। উঠিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে, তাহার পর ভাল করিয়া মুখ ধুইবে। কয়লার গুঁড়া দিয়া দাঁত মাজিবে। নিমের ডাল বা আসশেওড়ার ডালে দাঁতন করিলে বড় ভাল হয়।

স্ত্রী। মেয়ে মানুষে বুঝি দাঁতন করে?

স্বা। দাঁতন করিলে যখন দাঁত ভাল থাকে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় মুখের গন্ধ যায় তখন কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেরই দাঁতন করা উচিত।

স্ত্রী। সহরে এখন প্রত্যহ দাঁতন পাব কোথা।

স্বা। দাঁতন যদি না জুটে তবে কয়লার গুঁড়ায় দাঁত মাজিবে। যদি দাঁতন পাওয়া যায় (নিমের বা আসশেওড়ার) তাহা হইলে বড় ভালই হয়। আজ কালের বাঙ্গালী বাবুদের কেমন এক ধরন হইয়াছে যে তাঁহারা দাঁতনের উপকারীতা বুঝিতে পারেন না। আসশেওড়া ও নিমের দাঁতন যে কত উপকারী তাহা তাহারা বুঝেন না কেবল টুথ পাউডার টুথ পাউডার করিয়াই ব্যস্ত। মুখ ধুইয়া গৃহমার্জ্জনা করিবে। তদ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিশেষরূপে সঞ্চালিত হইবে। সহরে অনেক স্ত্রীলোক বিছানা হইতে উঠিয়াই বিবী দিগের মত উল বুনিতে যান; তাঁহারা আপনাদিগের স্বাস্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না।

গৃহ মার্জ্জনার পর তৈল মর্দ্দন করিবে। নারিকেল তৈল না মাখিয়া—সরিসার তৈল মাখিবে। সরিসার তৈলের অনেক গুণ। উহাতে গায়ের চুলকনা, দাদ আরোগ্য হয়। তোমাকে বার বার সরিসার তৈল মাখিতে বলি তাহার এই কারণ। অনেকে তৈল না মাখিয়া স্নান করেন—এটী বড় দোষ।

স্ত্রী। কেন কি দোষ?

স্বা। আমাদের ত্বকের নিম্নে এক প্রকার তৈল-বৎ পদার্থ আছে। গাত্র ধৌত করিতে করিতে সেই তৈলবৎ পদার্থ বহির্গত হয় এবং স্নানের পর ত্বকের চাক্‌চিক্য সম্পাদন করে এবং চর্ম্মকে কোমল রাখে। যদি তৈল না মাখিয়া স্নান কর তাহা হইলে শরীরের আভ্যন্তরিক স্নেহ পদার্থ জলের সহিত ধৌত হইয়া যাইবে এবং স্নানের পর গায়ে খড়ি উঠিতে থাকিবে; গা 'খস খসে' হইবে এবং ক্রমে ক্রমে গাত্র হইতে দুর্গন্ধ উঠিবে। যদি স্নানের পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দন কর তাহা হইলে শরীরের ভিতরের তৈল আর নষ্ট হইবে না কেবল মর্দ্দিত তৈল জলে ধৌত হইয়া যাইবে এবং স্নানের পর গা চক্‌চক্ করিতে থাকিবে।

স্ত্রী। ও এতক্ষণে বুঝেছি। তাই বটে সে বিবীটার গায়ে তত বোটকা গন্ধ পেয়ে ছিলাম।

স্বা। কোথা?

স্ত্রী। আমি যখন বেথুন স্কুলে পড়িতাম তখন এক দিন এক জন বিবী আমাদের পরীক্ষা লইয়াছিল তার গায়ে বিশ্রী গন্ধ।

স্বা। তৈল না মাখাই তাহার কারণ। যাগ ও সব কথায় আর কাজনাই। যা বলি তা শুন।

স্ত্রী। কি বল।

স্বা। যদি বাটীর নিকট ভাল নদী থাকে তবে সেই নদীতে প্রাতঃ স্নান করা উচিত। নহিলে নিকটের কোন ভাল পুষ্করিণীতে স্নান করা বিধেয়। ১

স্ত্রী। সকল পুষ্করিণীতে কি স্নান করা যায়?

স্বা। যে পুষ্করিণীতে অধিক বালী আছে, সর্ব্বদা রৌদ্র থাকে, পুষ্করিণীর জলে কোন পচা জিনিস থাকে না সেই পুষ্করিণীতে স্নান করা কর্ত্তব্য। স্নান করিবার কালে শুষ্ক বস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত।

আর্দ্র বস্ত্রে কিছুকাল থাকিলেই পীড়া হইবার সম্ভাবনা। এক কথা বলিতে ভুলিয়াছি। জলে নামিবার পূর্ব্বে অগ্রে মস্তকে জল চাপড়ান উচিত।

---

১ সকল নদীতে স্নান করা উচিত নহে; যে নদীতে স্রোত বহে এবং যাহা বালুকাময়ী তাহাতেই স্নান করিবে।

যে পুষ্করিণী বালুকাময়ী এবং যাহাতে সর্ব্বদা রৌদ্র থাকে এবং যাহা প্রায়ই তরঙ্গিত্ হয় এমন পুষ্করিণীতে স্নান করিবে।

হঠাৎ জলে নামা বড় খারাপ। তোমায় বার বার বলিয়াছি 'মাথা ঠাণ্ডা ও পা সর্ব্বদা গরম রাখিবে'। এই জন্যই জলে অবগাহন করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে মাথায় জল দেওয়া যুক্তি সঙ্গত। যদি মাথায় জল না দিয়া জলে পা বুড়াইয়া কোমর উদর গলা বুড়াও তাহা হইলে শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিবে এবং তাহাতে ভয়ানক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ঐ প্রকার করায় মাথায় রক্তভার প্রযুক্ত অনেকে মারা গিয়াছে।

তুমি সাঁতার জান ?

স্ত্রী। জানি। সাঁতার এখানে কাটিনা। এখানে সাঁতার কাটিলে লোকে নিন্দা করিবে। বাপের বাটীতে সাঁতার দিয়া থাকি।

স্বা। সাঁতার দেওয়া বড় দরকার। উহাতে যেমন সমস্ত অঙ্গ সহজে সঞ্চালিত হয় এমন আর কিছুতেই নহে। প্রত্যহ রীতিমত অঙ্গ সঞ্চালন শরীর রক্ষার জন্য অতিশয় প্রয়োজন; স্নানের সময় অন্ততঃ ২ মিনিট কাল সাঁতার দেওয়া উচিত। তুমি প্রত্যহ স্নানের সময় সাঁতার দিবে তাহাতে নিন্দা হয় কি করিবে বল। ভাল কর্ম্মের জন্য যদি নিন্দা হয় তো হউক; তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

স্ত্রী। আচ্ছা কতক্ষণ জলে থাকা উচিত।

স্বা। হাঁ হাঁ বলিতে ভুলিয়াছি। ১৫ মিনিটের অধিক কাল জলে থাকা উচিত নহে।

জলে ঝাঁপ দিয়া পড়া ভাল নয়। আস্তে আস্তে জলে নামা উচিত। ঝাঁপ দিলে বা দ্রুত জলের মধ্যে যাইলে দোষ এই যে যদি জলের ভিতর কোন খোঁচা বা কাট থাকে তাহা হইলে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা।

জলে নামিয়া উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জনা করিবে; আদত গায়ে মলা থাকিতে দিবে না। আগে বলিয়াছি আদ্র বস্ত্রে কদাচ থাকিবে না স্নানের পরই শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিবে। স্নানের পর যতক্ষণ না চুল সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় ততক্ষণ সমস্ত চুল এলাইয়া রাখা উচিত।

স্ত্রী। স্নানের পর কি করিতে হইবে?

স্বা। ভ্রমণ করিলে সুবিমল বায়ু সেবনে শরীরের রক্ত পরিষ্কৃত হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলবান হয়। কিন্তু আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের তাহার যো নাই এ জন্য আমার মতে স্নানের পর পুষ্পচয়ন করা উপকারী। প্রাতঃকালে পুষ্পোদ্যানের সুগন্ধ বায়ু

সেবনে মন পবিত্র হয় এবং শরীরের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন হয়। সকলের বাটীর নিকট ৪।৫টী ফুল গাছ রাখা উচিত এবং বাটীর ভিতর ২।১টী তুলসী গাছ রাখা বড় ভাল। তুলসী গাছের সুগন্ধে বায়ু পরিষ্কার থাকে এবং যে বাটীতে গাছ থাকে সে বাটীর সকলেরই স্বাস্থ্যের বিশেষ মঙ্গল হয়। তুলসিতলায় বসিয়া এক মনে হরির নাম করায় যে কত পুণ্য তাহা আর কি কহিব। ১ মতঃ তুলসির গন্ধে রক্ত পরিষ্কৃত হয় এবং এক মনে ঈশ্বরের নাম করিলে আত্মার উন্নতি হয়।

এই সমস্ত কর্ম্মের পর রন্ধন শালার কর্ম্ম আসিয়া পড়িল।

যে সকল দ্রব্য আহার করিলে শরীর সুস্থ থাকে সেই সকল দ্রব্য আহার করিবে। এক প্রকার তরকারি প্রত্যহ প্রস্তুত না হয়। মধ্যে মধ্যে তরকারি বদলান ভাল।

তাড়া তাড়ি আহার করিবে না। আহারীয় দ্রব্য ধীরে ধীরে চর্ব্বন করিয়া উদরস্থ করিবে। ২।৩ জনে একত্রে বসিয়া মনের আনন্দের সহিত আহার করিলে বড় ভাল হয়। আহারের সময় কুচিন্তা বা সংসারিক

চিন্তায় মনো সংযোগ করিবে না ; মনে যত আনন্দ থাকে তত ভাল।

আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা খড়িকা খাইয়া থাকেন। উহাতে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক বরং অমঙ্গলই ঘটিয়া থাকে। উহাতে দাঁতের গোড়া দুর্ব্বল হয় এবং দাঁতের মাড়ি হইতে রক্ত পাত হইতে থাকে। বিনা কারণে শরীরের রক্ত বাহির করা বড় দোষ। দিন দিন ওপ্রকার করিলে দাঁতের গোড়ায় ক্ষত হইবার সম্ভাবনা।

আহারের পর অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রামের প্রয়োজন। এ সময় ২।১টী পবিত্র সঙ্গীতদ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি করিতে পারিলে স্বর্গীয় সুখ লাভ হয়।

তাহার পরই মনোনিবেশ পুর্ব্বক অধ্যয়ন করা। পড়িবার সময় অন্যদিকে মন দিবে না। যে যত মন দিয়া পড়ে সে তত শিখিতে পারে।২ একাসনে ৩ ঘণ্টারঅধিক কাল মানসিক পরিশ্রম করা যুক্তি সঙ্গত নহে। পড়িবার পর আবার বৈকালিক গৃহ পরিষ্কার করণ আসিয়া পড়িল। গৃহ পরিষ্কারের পর আপনার

২ এ বিষয়টী প্রত্যেক স্বামীরই স্ত্রীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

গাত্র পরিষ্কার করিবে। পরে রন্ধন শালার কর্ম্ম রীতিমত করিবে।

রন্ধন শেষে আহারের পর পবিত্র ভাবে ও প্রফুল্ল মনে স্বামীর নিকট আসিবে। যাহাতে স্বামীর মনে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয় তদ্বিষয়ে যত্নবতী হওয়া প্রত্যেক স্ত্রীরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সঙ্গীত বাদ্য।

স্ত্রী। তুমি একটী গীত গাও দেখি ?

স্বা। কি প্রকার সঙ্গীত গাহিব।

স্ত্রী। ব্রহ্ম সঙ্গীত গাও।

(রাগিণী ঝিঝিট—তাল এক তালা)।

স্বা। ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিনানন্দ কারী
সবে মিলি তব সত্য ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম
দেশে দেশে তব পূণ্য নাম
ভকত জন সমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি
নাহি চাহি প্রভুধন জন মান
নাহি অছে অন্য কাম
প্রার্থনা করে তোমারে যত নর নারী
তব পদে প্রভু লইনু শরণ—
কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ।
অমৃতেরই খনি পাইনু যখন,
জয় জয় তোমারি॥

স্ত্রী। কেন ব্রহ্ম সঙ্গীত তো ভাল। তবে কেন সে দিন কাকা ব্রহ্ম জ্ঞাণীদের নিন্দা করেছিলেন। আর একটী গাও।

(রাগিণী দেশ মল্লার—তাল ঝাঁপতাল)।

স্বা। হরি তোমা বিনে কেমনে জীবন ধরি
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরি
তোমারে যখন পাই আঁধারে আলোক পাই
নিমেষে হৃদয় তাপ সব পাশরি

কেমন তুমি এখন গাও।

স্ত্রী। আর একটী—গাও

(রাগিণী আলাইয়া।—তাল এক তালা।)

স্বা। দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি
তুমি মঙ্গল আলয় তুমি মঙ্গল আলয়
ধৈর্য্য দেহ বীর্য্য দেহ তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ
বিবেক বৈরাগ্য দেহ দেহ ও পদে আশ্রয়।

তুমি এখন একটী গাও। গানে লজ্জা কি। ঈশ্বর বিষয়ক গান গাহিলে হৃদয়ে কত সদ্ভাবের সঞ্চার হয় হৃদয়ের ভক্তি উথলিয়া উঠে। গান গাহিতে লজ্জা করিওনা।

স্ত্রী। না না তুমি গাও

স্বা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! তুমি স্বামীর নিকট ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীত গাহিতে লজ্জা বোধ করিতেছ

কেন? বাসর ঘরে অপরিচিত বরের কাছে লজ্জার মাথাটী খেয়ে খেউড় গাহিতে পার—পুষ্পোৎসব উপলক্ষে টপ্‌পা গাহিতে পার; উলঙ্গ হইয়া নাচিতে পার; আর প্রাণের প্রাণ স্বামীর নিকট ধর্ম্ম সঙ্গীত গাহিতে পার না। তুমি বল আমি গান জানি না সেটী মিথ্যা কথা। আমি শুনেছি তুমি সে দিন তোমার ছোট ভগিনী জ্ঞানদার পুষ্পোৎসবের সময় গান গাইয়াছিলে। কেমন এ কথাটী সত্য কি না।

স্ত্রী। সত্য বটে। তোমার কাছে গাহিতে লজ্জা করে।

তা গাই একটী——

স্বা। গাও। ভাল গান গাহিতে দোষ কি বরং না গাওয়ায় দোষ।

স্ত্রী। তবে গাই—আ—আর পা—রি—না— লজ্জা——

স্বা। তবে আমি উঠে যাই।

স্ত্রী। গাই শুন ঃ—

(রাগিণী ভৈরবী—তাল তেওট।)

শেষের সে দিন মন কয়রে স্মরণ
ভব ধাম যবে ছাড়িবে।

রোগ শয্যায় শুয়ে—নিজ পাপ স্মরিয়ে
নয়নে বারি ধারা ঝরিবে।
ভাই ভগিনী যত—কাদিবে অবিরত
শিশু সন্তান ধুলায় লুটাবে।
স্নেহময়ী জননী—হারায়ে নয়ন মণি।
গাহিয়ে তব গুণ কাঁদিবে।
প্রাণসম প্রেয়সী—অধোবদনে বসি
কাঁদিয়ে মহীতল ভাসাবে।

আর জানি না

স্বা। তুমি যে অতটা গাহিয়াছ এই আমার সৌভাগ্য।

স্ত্রী। সেই গানটী গাওনা 'কত কাল পরে—

স্বা। কত কাল পরে বল ভারতরে
দুঃখ সাগর সাঁতারে পার হবে
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
এ কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাস ভূমে পরবাসী হলে
পর দাস খতে সমুদয় দিলে
পর হাতে দিয়ে ধন রত্ন সুখে
পর লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।

পর দীপ মালা—নগরে নগরে
তমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

সঙ্গীত যেমন মনকে বিমোহিত করিতে পারে এমন আর কিছুতেই নহে। সময় বিশেষে সঙ্গীত মুহূর্ত্ত মধ্যে মনকে এ প্রকার উন্নত করিতে পারে যে শত শত নীতি বিষয়ক পুস্তক পাঠে সে প্রকার উন্নত হয় না। যে একটী ভাল ব্রহ্ম সঙ্গীত বাঁধিল সে একটী চৈতন্যের বা বুদ্ধের সৃষ্টি করিল, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সে সঙ্গীত কণ্ঠে কণ্ঠে ভ্রমণ করিতে করিতে গাহক এবং শ্রোতার হৃদয়ে স্বর্গের সুধা বর্ষণ করিতে থাকিবে।

সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে পুত্র শোক দূরে যায়—হৃদয় আনন্দে নাচিতে থাকে—মানুষ আর মানুষ থাকে না ক্ষণকালের জন্য দেবতা হইয়া যায়।

যদি এক জন ভাল গাহক ধর্ম্ম সঙ্গীত গান করে সে সঙ্গীত শ্রবণে পাপীর মন অনুতাপানলে পুড়িয়া পরিষ্কৃত হয় এবং 'সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, হে ঈশ্বর আমায় রক্ষা কর আমি আর পাপ করিব না'। সে কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে থাকে ঃ——

(গুজরাটী ভজন এক তালা ।)

কোথা আছ প্রভু—এসেছি দীন হীন
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে
প্রভু প্রভু বলে ডাকি কাতরে ।
সাড়া কি দিবেনা দীনে কি চাবে না।
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে ?
পথ যে জানিনে রজনী আসিছে
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে।
জগত জননী লহ লহ কোলে
বিরাম মাগিছে, শ্রান্তি শিশু এ
পিয়াও অমৃত তৃষিত সে অতি
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে
ত্যজি তোমারে গেছিল চলিয়ে
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ
ধরিয়ে তব হাত, ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু ! স্নেহ নয়নে
এ মুখ পানে চাও
ঘুচিবে যাতনা ;

পাইব নব বল্ল মুছিব অশ্রু জল
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা।
কোথা আছ প্রভু—

রাম প্রসাদের কালী ভক্তি বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণে পাপের ভীষণ মূর্ত্তি সিরাজউদ্দৌলার পাষাণ মন বিগলিত হইয়াছিল। নাদির সা যে সময়ে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া নরশোনিত পাতে ভূমণ্ডলকে আদ্র করিতে ছিলেন তখন ও সুমধুর সঙ্গীত তাঁহার কঠিণ প্রাণকে হরণ করিয়া ছিল।

ভক্ত যদি সুগাহকের মুখে ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহার প্রেম—পারাবার উথলিয়া উঠে।

স্ত্রী। আমার বোধ হয় স্ত্রীলোকদিগের গান গাওয়া উচিত নহে।

স্বা। স্ত্রীলোকদিগের যে গান গাওয়া উচিত তাহা ঈশ্বর স্ত্রীলোকদিগকে কোমল কণ্ঠস্বর দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। কেন স্ত্রীলোক দিগের কণ্ঠ স্বভাবতঃ অত সুমধুর? পবিত্র সঙ্গীত গানে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিয়া আত্মাকে সুবিমল স্বর্গীয় সুখ রসে

পরিপ্লুত করিবে—পুরুষের কঠিন প্রাণে কোমল ভাবের সঞ্চার করিবে—এই অভি প্রায়ে বোধ হয় পরমেশ্বর রমণীদিগকে মধুর কণ্ঠা করিয়াছেন। আর রমণীগণের হস্ত যে প্রকার কোমল পুরুষদিগের সে প্রকার নহে। কোমল হস্ত যেমন বাদ্যে পারদর্শী কঠিন হস্ত সে রূপ নহে। ঈশ্বর স্ত্রীলোকের হস্ত কোমল এবং কণ্ঠস্বর মধুর করিয়া যেন স্পষ্ট কহিতেছেন যে 'পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সঙ্গীত বাদ্যে অধিক অধিকার। অতএব হে স্বামী! তুমি তোমার স্ত্রীকে, হে পিতা! তুমি তোমার কন্যাকে, এবং হে ভ্রাতা! তুমি তোমার ভগিণীকে সঙ্গীত বাদ্য বিষয়ে শিক্ষা দাও; যদি না দাও তাহা হইলে যাহা পাপে পাপী হইবে'।

রূপের প্রতিমা সুমধুর তানে প্রেম বিমোহিতা হইয়া যদি ঈশ্বরের মহিমা গান করে তাহা হইলে সে গীত শ্রবণে নাস্তিক আস্তিক হয় এবং পাপী পাপ করিতে নিবৃত্ত হয়।

আমি আর একটী গীত গাই তুমি মন দিয়া শুনঃ—

(রাগিণী বাহার—তাল এক তালা

দেখিলে তোমারি সেই অতুল প্রেম আননে
কি ভয় সংসার শোক—ঘোর বিপদ শাসনে
অরুণ উদয়ে অাঁধার যেমন—যায় জগত ছাড়িয়ে
তেমনি দেব তোমারি জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে
ভকত হৃদয়বীত-শোক তোমারি মধুর সান্ত্বনে।
তোমারি করুণা তোমারি প্রেম হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে
উথলে হৃদয় নয়ন বারি কে রাখে নিবারিয়ে
জয় করুণাময় জয় করুণাময়
যায় যদি যাক প্রাণ তোমারি কর্ম্ম সাধনে।
দেখিলে তোমারি সেই অতুল প্রেম আননে—

স্ত্রী। একটী রাম প্রসাদী গীত গাই তুমি শুন ঃ—

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঠুংরী।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের অাঁধার যাবে ছুটে।
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে তারা বলে হব সারা
ত্যজিব সব ভেদা ভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥

শ্রীরাম প্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে, তিমির হরা॥

স্বা। আর একটী গাও

স্ত্রী। গাই

প্রসাদী সুর—তাল এক তালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি যেনেও কি তাই জাননা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস তাঁয় দিয়ে ছার
ডাকের গহনা।
জগৎকে—খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন লাজে খাওয়াইতে চাস তাঁয়, আলোচাল আর
বুট ভিজনা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাই কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষমহিষ আর ছাগল ছানা।

পরিশ্রম।

স্বা। পরিশ্রম কাহাকে কহে ?

স্ত্রী। ও আবার কেমন কথা—' মেহেনৎ করার নাম পরিশ্রম।

স্বা। পরিশ্রম কয় প্রকার।

স্ত্রী। জানিনা মেহনৎ করাই পরিশ্রম আবার কয় প্রকার তা আমি জানি না।

স্বা। পরিশ্রম দুই প্রকার ' শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রম। তুমি যাহাকে মেহনৎ' করা বলিলে উহা শারীরিক পরিশ্রম আর লেখা পড়ার জন্য যে পরিশ্রম করিতে হয় তাহাকে মানসিক পরি-শ্রম কহে পুস্তক পড়ায় অঙ্ক কসায় এবং কোন বিষয় চিন্তা করায় যে মনো সংযোগ করিতে হয় সেই মনো সংযোগ করণই মানসিক পরিশ্রম।

স্ত্রী। রাঁধিবার সময় কুটনা কুটিবার সময় যে মনোসংযোগ করা হয় সে মনোসংযোগ কি মানসিক পরিশ্রম নহে ?

স্বা। হাঁ সেও মানসিক পরিশ্রম বটে। শারী-রিক পরিশ্রমের সময় ও অল্প পরিমাণে মানসিক

পরিশ্রম হইয়া থাকে। অল্প পরিমাণে মানসিক শ্রম প্রায় প্রতি মুহুর্ত্তেই হইতেছে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানসিক পরিশ্রমের কাল, কিন্তু মানসিক পরিশ্রম বলিলে সচরাচর জ্ঞানের জন্য মনোসংযোগ করণ কেই বুঝায়।

মনুষ্য পৃথিবীতে পরিশ্রমের জন্যই জন্মিয়াছে। পরিশ্রম না করিলে শরীরের উন্নতি হইবে না এবং মন পরিচালিত না করিলে মনের উন্নতি হইবে না। উন্নতিই জগতের প্রধান লক্ষ্য। স্বভাবের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সেই দিকেই উন্নতির চিহ্ন দেখিতে পাইবে। ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাদ্বারা কোন কোন দেশের ধ্বংস হইতেছে বটে কিন্তু তদ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল সাধনই হইতেছে। প্রকৃতির পক্ষে যা নিয়ম মনুষ্যের পক্ষেও তাই—মনুষ্য প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে—মনুষ্য প্রকৃতির অংশ বিশেষ।

মনুষ্য পরিশ্রমদ্বারা আপনার উন্নতি করিবে এই উদ্দেশে পরমেশ্বর মানবকে শ্রমোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মনুষ্যর হাত দিয়াছেন শক্তি দিয়াছেন; তিনি ভূমি দিয়াছেন তাহাতে উর্ব্বরতা শক্তি দিয়াছেন। মনুষ্য পরিশ্রমদ্বারা ভূমি

কর্ষণ করিতেছে—বীজ বপন করিতেছে এবং পরিশ্রমেরফল স্বরূপ অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রনা নিবারণ করিতেছে। তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য মনুষ্য পরিশ্রম করিয়া বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন করিতেছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানবের কত অভাব কিন্তু পরিশ্রম সেই অভাব পূর্ণ করিতেছে। বিনা পরিশ্রমে কিছুই হইবে না—পরিশ্রমই পবিত্র সুখের উৎপত্তি স্থান—পরিশ্রম সৌভাগ্য জননী। এক মূহুর্ত্ত ও আলস্যে থাকিও না। সামান্য পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার নিকট যাইয়া পরিশ্রমের শিক্ষা গ্রহণ কর।

স্ত্রী। তবে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

স্বা। না না সকলেরই সীমা আছে। পরিশ্রমের সীমা ও আছে। সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিবে। প্রত্যহ ৭। ৮ ঘণ্টা মানসিক ও ৪। ৫ ঘণ্টা শারিরীক পরিশ্রম করা বিধেয়। তোমাদের শারীরিক পরিশ্রমের জন্য অন্য কোন সুবিধা নাই বটে কিন্তু গৃহ মার্জ্জনা প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্য দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে; আর মানসিক পরিশ্রমের জন্য অন্ততঃ ৩।৩ ঘণ্টা জ্ঞানালোচনা করা প্রয়োজন।

আজকাল সহরের সমৃদ্ধিশালিনী দিগের পরিশ্রম-বিষয়ে বড় দুরাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের কাজের মধ্যে বসিয়া বসিয়া শুইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া উলের কাজ করা মধ্যে মধ্যে খোস গল্প করা এবং এর ওর নিন্দা করা; হয় তো কখন বা বঙ্কিম বাবুর ২।১ খানি নভেল পড়া। উল বোনায় একটু মানসিক পরিশ্রম হয় বটে কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম একবারে ত্যাগ করা মহা পাপ। সামান্য সামান্য গৃহ কর্ম্ম (যথা ঝাঁট দেওয়া বাটনা বাটা জল তোলা প্রভৃতি) তাঁহারা করিতে ঘৃণাবোধ করেন তবে আর দাস দাসী কিসের জন্য ?

আবার সুখের উপর সুখ এই যে স্বামীরা ও সব কাজ করিতে দেন না ঃ—বাপরে! ঝাঁট দিলে প্রিয়-তমার কোমল হস্তে খাংরার কাটী ফুটিবে!! শিরিশ কুসুমসম কমণীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুখানি খাংরা ধরিবার জন্য হয় নাই!!! অমন হাত খাংরা ধরিলে স্ত্রীরত্নের গৌরবের হানি হইবে স্বামী সে কেমন করিয়া সহ্য করিবেন!!!!

পাচিকাগণ রন্ধন করিবে এবং স্ত্রী পালঙ্কে বসিয়া বসিয়া হেলিয়া২ দুলিয়া২ শুইয়া২ চাহিয়া২ উল

বুনিবেন—কোমল হস্তে কোমল লোহার কাটী লইয়া কোমল উল বুনিবেন; আর ‘জ্ঞানোপার্জ্জনায় বিদ্যাভ্যাসম’ সে বিদ্যালাভের জন্য বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়িবেন।

কিন্তু পাপের প্রতিফল—আলস্যের প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যদি বল সে প্রতিফল কোথায়?

উত্তর ঃ—

প্রসবের সময় অসহ্য যন্ত্রণাভোগই সে পাপের প্রত্যক্ষ ফল; বাপরে—মাগো গেলুম গো—ইহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

স্ত্রী। বা কোথায় কি আনিয়া ফেলিলে। ধান ভান্তে শিবের গীত যে। কোথায় আলস্য আর কোথায় প্রসব বেদনা।

স্বা। হাড়ি বাগদির ঘরের স্ত্রীলোকের প্রসবের সময় সাহেব ডাক্তর আনিতে ও হয় না, আর দয়াল বাবুকেও ডাকিতে হয় না। হাড়ি বাগদীর স্ত্রীলোকেরা দিবা রাত্র পরিশ্রম করে—তাহাদের শরীর কেমন দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ! প্রসবের সময় কয় জন ধাত্রী আসিয়া ছেলে ধরিয়া টানাটানি করে?

যাহারা পরিশ্রমী তাহাদের প্রসবের সময় কষ্ট হইতে পারে না।

যে দেশের স্ত্রী সকল অধিক পরিশ্রমী সে দেশে সূতিকা প্রথা প্রায় দেখা যায় না। পশ্চিম দেশীয় কুলীদিগের গর্ভবতী অনেক স্ত্রীকে প্রাতে কর্ম্ম করিতে যাইতে ও সন্ধ্যা কালে সন্তান প্রসব করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখা গিয়াছে। তাহারা প্রসব বেদনা কিছু মাত্র ভোগ করে না এবং সূতিকা গৃহেও বদ্ধ থাকে না, আবার পর দিবস সেই শিশুকে লইয়া কর্ম্ম করিতে যায়।

আমেরিকায় এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে তাহারা স্ত্রী পুত্র সঙ্গে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া থাকে; তাহাদের স্ত্রীগণের প্রসবের বিষয় শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে। স্বামীর সহিত কার্য্য করিতে করিতে যেমনি প্রসবের উপক্রম হয় অমনি স্থানান্তরে যাইয়া অল্প সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে এবং সন্তানকে পৃষ্ঠে লইয়া স্বামীর সহিত কার্য্য করিতে পুনঃ প্রবৃত্ত হয়।

স্ত্রী। ঠিক কথা বলিয়াছ। আমাদের ছোট বউ তাই বোধ হয় প্রসব যন্ত্রণা জানিতে পারে না।

স্বা। কিন্তু অপরিমিত পরিশ্রম বড় খারাপ। পরিমিত পরিশ্রম যেমন উপকারী অপরিমিত পরিশ্রম তেমনি অপকারী। তুমি যে আগে নিদ্রার কথা কহিলে সে নিদ্রা পরিশ্রমের দুহিতা—পরিশ্রম হইতে নিদ্রার উৎপত্তি। যে পরিশ্রমী প্রকৃত নিদ্রা সুখ সে ভোগ করে—নিদ্রা আপনি আসিয়া তাহার চক্ষে উপস্থিত হয়। আর যে অলস তাহাকে নিদ্রার জন্য কত সাধ্য সাধনা করিতে হয়। অলসের কুশুম শয্যাকে নিদ্রা অগ্রহ্য করে এবং পরিশ্রমীর ভূমি শয্যাকে নিদ্রা আদর করে।

পরিশ্রমীর যে কেমন সুখের নিদ্রা তাহা ঐই 'গজুয়া শীর্ষক কবিতায় আছে ঃ—

সামান্য পল্লির ধারে বাঁধিয়া কুটীর
গজুয়া৪ যে সুখ লভে নিদ্রায় গভীর
নৃপতি সে সুখ তরে—কত অর্থ ব্যয় করে
তবু কি ভুঞ্জিতে পারে মনের মতন
বিনা অর্থে ভোগ করে গজুয়া যেমন।

শারীরিক পরিশ্রমের ন্যায় মানসিক পরিশ্রমও নিয়মিত হওয়া উচিত।

---

৪ এক জন পরিশ্রমী রাখালের নাম।

রাম ধনু।

স্ত্রী। দেখ দেখ পশ্চিম দিকে কেমন রাম ধনু উঠিয়াছে।

স্বা। রাম ধনু কি?

স্ত্রী। রামের ধনু। নানা বলিতে ভুলিয়াছি ইন্দ্রের ধনু। ইন্দ্র ঐ ধনু লইয়া যুদ্ধ করেন।

স্বা। হা হা হা। ওকি? ওকি? রামের ধনু! ইন্দ্রের ধনু!!

স্ত্রী। তবে কি?

স্বা। উহা রামেরও ধনু নয় ইন্দ্রের ও ধনু নয়; উহা আদতে ধনুই নহে।

বৃষ্টির বিন্দু বিন্দু জলে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া রাম ধনুর উৎপত্তি করে। বৃষ্টি বিন্দু সকল যে সময়ে ঠিক সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে সেই সময়েই রাম ধনুর উদয় হয়, এই জন্য পশ্চিম দিকে সূর্য্য থাকিলে রাম ধনু পূর্ব্ব দিকে এবং পূর্ব্বদিকে সূর্য্য থাকিলে পশ্চিমদিকে উদিত হয়।

সূর্য্য কিরণ বৃষ্টি বিন্দু সকলে পতিত হইয়া একটী গোলাকৃতির উৎপাদন করে। সেই আকৃতির .অর্দ্ধ

ভাগ আমরা দেখিতে পাই সুতরাং লক্ষিত আকৃতিটী ঠিক ধনুর ন্যায় বোধ হয়।

স্নান করিতেগিয়া যদি সূর্য্যের বিপরীতদিকে কুলকুচা কর তাহা হইলে বিক্ষিপ্ত জল বিন্দু সমুহে সূর্য্য রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ক্ষুদ্রাকার রাম ধনুর উৎপত্তি করে; এটী তুমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।

কখন কখন এক দিকে দুইটী রাম ধনু দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে একটী স্পষ্ট অপরটী অস্পষ্ট।

স্ত্রী। একটী স্পষ্ট ও অপরটী অস্পষ্ট হয় কেন?

স্বা। যে জল বিন্দু সমুহের মধ্যে বা উপরি-ভাগে সূর্য্য কিরণ পতিত হয় তাহাতে অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল রাম ধনুর উৎপত্তি হয়; আর যে সকল জল বিন্দুর অধো ভাগে সূর্য্য কিরণ পতিত হয় তাহাতে অস্পষ্ট অনুজ্জ্বল ধনুর উৎপত্তি হয়।

স্ত্রী। রাম ধনুতে কয় প্রকার বর্ণ আছে।

স্বা। সাত প্রকার। ঐ দেখ লোহিত, পাটল, পীত হরিত নীল ধূমল ও বয়েলেট।

স্ত্রী। এককালীন উদিত দুইটী ধনুর আকৃতি কি সমান?

স্ত্রী। না। উপরের ধনু নিম্নের ধনু অপেক্ষা দ্বিগুণ বড়।

স্ত্রী। উপরের অনুজ্জ্বল ধনুতেও কি সাত প্রকার বর্ণ আছে?

স্বা। আছে। তবে বিশেষ এই যে নিম্নের ধনুর সর্ব্বোপরি যে লোহিত বর্ণ থাকে উপরের ধনুর সর্ব্ব নিম্নে সেই লোহিত বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; আর নিম্ন—ধনুর সর্ব্বধোভাগে যে বায়লেট রংও থাকে তাহা উপরের ধনুর সর্ব্বোপরি ভাগে দৃষ্ট হয়।

স্ত্রী। বৃষ্টি কালীন জল বিন্দু সমুহে যদি সূর্য্য কিরণ পতিত হইয়া রাম ধনুর উৎপত্তি হয় তবে রাত্রিকালে বৃষ্টির বিন্দু বিন্দু জলে চন্দ্র কিরণ পতিত হইয়াও রাম ধনুর উদয় হয় না কেন?

স্বা। কে বলিল হয় না। তবে সর্ব্বদা সকল স্থানে চান্দ্র ধনু দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডারবিসায়র নামক স্থানে এক ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় এক চান্দ্র ধনু দেখিয়াছিল। কিন্তু সৌর ধনু যে প্রকার উজ্জ্বল

চান্দ্র ধনু সে প্রকার নহে কারণ সূর্য্য কিরণ চন্দ্র কিরণ অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল ও নির্ম্মল।

আলোয়া নামক এক ব্যক্তি একদা আমেরিকার দক্ষিণাংশে এক পর্ব্বতের নিকট এক আশ্চয্য রাম ধনু দৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইবার সময় ঐ মেঘাচ্ছন্ন পর্ব্বতে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া তিনটী স্থূল ধনুর উৎপত্তি করিয়াছিল, বিশেষতঃ ঐ পর্ব্বতস্থ অদ্ভুত বর্ণ ফলিত বাস্প ভূমিতে আলোয়া এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী ৫ জন ব্যক্তির প্রতিরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। দর্শকেরা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া উল্লিখিত নৈসর্গিক ঘটনার যেমন শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলেন ইতস্ততঃ অবস্থিত হইয়াও তদ্রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐ অদ্ভুত শোভা শীঘ্র বিলীন হয় নাই।৫

৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত।

স্ত্রী। আকাশে বিদ্যুৎ খেলিতেছে

স্বা। বিদ্যুৎ কি বলিতে পার ?

স্ত্রী। যাহা বলিব তাহা হয়তো হাস্যে উড়াইবে আমি বলিব না; তুমি কি বল।

স্বা। বিদ্যুৎ অতি আশ্চর্য্য পদার্থ। ঐ পদার্থ প্রায় সকল দ্রব্যেই আছে। তোমার চুলে, কাপড়ে, পশমে, লিখিবার কাগজে, চিনের বাসনে, পান খাইবার চুনে, পত্র আঁটিবার গলায়, তোমার গাত্রের লোমে লোমে ঐ আকাশের বিদ্যুৎ রহিয়াছে। কেবল সোনা রূপা তামা প্রভৃতি ধাতুতে এবং উদ্ভিদ ও জীবের শরীরে বিদ্যুৎ দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্ত্রী। আমার বিশ্বাস হইবে কি প্রকারে ?

স্বা। যদি এখনি দেখাইতে পারি ?

স্ত্রী। তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিব।

স্বা। আমার সিন্ধুকের ভিতর যে বিড়ালের সেই চর্ম্ম আছে তাহা এবং এক গাছি রেশমের ফিতা লইয়া আইস। এই সিন্দুকের চাবি লও।

স্ত্রী। এই আনিয়াছি।

স্বা। এই চর্ম্মের কিয়দংশ বৃদ্ধাঙ্গুলিতে জড়াও আর এই ফিতাটী অপর হস্তে ধর।

স্ত্রী। এই সব করিলাম। তার পর কি করিতে হইবে?

স্ত্রী। ঐ চর্ম্ম ও ফিতাটী একবার প্রদীপে তাতাইয়া লও, তাহার পর ফিতাটী দুই অঙ্গুলের মধ্য দিয়া জোরে টান দেখি।

স্ত্রী। বা। তাইতো। আগুণের মত এ কি?

স্বা। বিদ্যুৎ আর কি।

স্ত্রী। তুমি এ বাজী শিখিলে কোথা?

স্বা। পুস্তক পড়িয়া। তুমি পড় তুমিও শিখিবে। আর অবিশ্বাস করিবে না?

স্ত্রী। না।

স্বা। শীত কালে বিড়ালের গাত্রে অন্ধকারে হাত বুলাইলে কখন কখন এ প্রকার অগ্নিবৎ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় কি না?

স্ত্রী। হাঁ হাঁ ঠিক। আমি অনেক বার যে দেখিয়াছি।

স্বা। আবার একটী মজা দেখিবে?

স্ত্রী। আবার কি। পালাই, তুমি একি বাজী

করিতে বসিলে নাকি।

স্বা। আমার বাক্স হইতে দুই টুকরা বনাত আন। আর একটু কাচ ও একটু গালা আন, আশ্চর্য্য বাজী দেখাইব।

স্ত্রী। এই আনিয়াছি কি বাজী দেখাও।

স্বা। এই কাচ লইয়া এই দুটী টুকরায় ঘর্ষণ কর।

স্ত্রী। এই তো ঘর্ষণ করিলাম।

স্বা। এই বার একটুকরা অন্য টুকরার উপর রাখ দেখি।

স্ত্রী। একি লাফাইয়া উঠিল যে! দুটীতে একত্র হইল না কেন ?

স্বা। বিদ্যুতের ধর্ম্ম। আবার এক কাজ কর। এক খণ্ডে কাচ ও অপর খণ্ডে গালা ঘর্ষণ কর। তার পর বনাতের টুকরা দুটীকে সংযুক্ত কর দেখি।

স্ত্রী। বা। এবার তো বেস সংযুক্ত হইল। একি ?

স্বা। এও বিদ্যুতের ধর্ম্ম।

শীত প্রধান দেশে যখন বাতাস বেশ শুষ্ক থাকে তখন চুল আচড়াইবার সময় কখন কখন স্ত্রীলোক-

দিগের কেশ হইত বিদ্যুতাগ্নি বহির্গত হয়। রেশমের মোজা খুলিবার সময়ও মোজা হইতে বিদ্যুত বাহির হয়।

একজন পণ্ডিত এবিষয়ের এক প্রকার চমৎকার 'বাজী' করিয়াছিলেন।

স্ত্রী। কি প্রকার?

স্বা। তিনি গন্ধকের একটী পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন এবং সেই পিণ্ড হইতে বিদ্যুৎ বাহির হইতে লাগিল। যখন ঐ পিণ্ড হইতে বিদ্যুৎ বাহির হয় তখন এক প্রকার মেঘ গর্জ্জনবৎ ঈষৎ শব্দ শ্রবণগোচর হইয়াছিল।

মেঘ ডাকে কেন বলিতে পার?

স্ত্রী। না। বল না।

স্বা। যখন দুই খানি মেঘ সন্নিহিত হয় তখন এক খানি মেঘ হইতে অপর মেঘে বিদ্যুত প্রবেশ করিবার সময় ঐ প্রকার শব্দ হইয়া থাকে। দুই নিকটবর্ত্তী মেঘের মধ্যে যদি একটীতে কম ও অপরটীতে বেসী বিদ্যুত থাকে তাহা হইলে যাহাতে বেসী বিদ্যুত আছে সেই মেঘ হইতে কিছু বিদ্যুৎ অপরটীতে যাইয়া দুই মেঘের বিদুতের পরিমাণ সমান করে। ইহা বিদ্যুতের ধর্ম্ম।

স্ত্রী। বজ্রাঘাত কি ?

স্বা। যে সময়ে বিদ্যুৎ বায়ু রাশি ভেদ করিয়া শব্দ করিতে করিতে পৃথিবীর দিকে আসে তখন সেই বিদ্যুৎকে বজ্র কহে। বজ্র ও বিদ্যুৎ এক পদার্থ।

স্ত্রী। আচ্ছা বৃষ্টির সময় বাহিরে ঘটী বাটী রাখিতে নিষেধ কেন ?

স্বা। তাহার বিশেষ কারণ আছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি কতকগুলি পদার্থে বিদ্যুৎ আছে যথা কাগজ, রেসম, পশম, লাক্ষা চুণ ইত্যাদি আর কতকগুলিতে বিদ্যুতের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যথা সোণা, রূপা, পিতল প্রভৃতি ধাতু। যে সকল পদার্থে বিদ্যুৎ আছে সে সকলের ভিতর দিয়া আর অন্য স্থানের বিদ্যুত চলিতে পারে না। এই সকল পদার্থকে অপরিচালক কহে। আর যে সকল পদার্থে বিদ্যুতের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না সে সকল পদার্থেরভিতর দিয়া বিদ্যুত পরিচালিত হয়। এসকল পদার্থকে পরিচালক কহে। পরি- চালক পদার্থে অপর স্থান হইতে বিদ্যুৎ প্রবেশের সতত সম্ভাবনা; অপরিচালক পদার্থের পক্ষে সে

সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই বৃষ্টির সময় বা মেঘ গর্জ্জনের সময় বাহিরে ঘটী বাটী রাখিতে নিষিদ্ধ।

স্ত্রী। বিদ্যুতের কি দ্রুত গতি!

স্বা। এতদ্রুত যে যদি এক স্থানে একবারে ১০ হাজার লোক পরস্পরের হাত ধরিয়া দাড়াইয়া থাকে এবং যদি এক জনকে কোন প্রকারে বৈদ্যুতিক আঘাত লাগে তাহা হইলে ঠিক্ এক সময়ে সেই ১০ হাজারকে আঘাত লাগিবে।

স্ত্রী। তারের খবর তাই অত শীঘ্র যায়।

স্বা। হাঁ।

স্ত্রী। আমার এক কাকা বজ্রাঘাতে মারা যান।

স্বা। বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার কতকগুলি উপায় আছে বলি শুন।

এটী মনে রাখিও যে নিকটে উচ্চস্থান থাকিলে নিম্নস্থানে কখন বজ্র পতিত হয় না। মেঘ গর্জ্জনের সময় কোন উচ্চ স্থানে, বৃক্ষের তলে বা উচ্চ গৃহ তলে থাকা উচিত নহে। মেঘাবৃত দুর্য্যোগ সময়ে প্রাণ রক্ষার জন্য মৃত্তিকাতলে যথা খানায়, ডোবায়, বা পুষ্করিণীর গর্ভে যাওয়া উচিত নহে; কারণ যেমন মেঘ হইতে নিচে বজ্র পতিত হয় সেইরূপ নিম্নস্থল হইতে

কখনং বিদ্যুৎ বহির্গত হইয়া শব্দ করিতে করিতে মেঘেরা... গমন করে। যদি বিদ্যুতালোকের অবিলম্বে কড় কড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে নিকটে বজ্রপাতের সম্ভাবনা; এমন সময়ে ভূমিতে শয়ন করিলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। মেঘ ডাকিবার সময়ে সঙ্গে যদি কোন প্রকার ধাতু পদার্থ থাকে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিবে। এমন সময়ে কম্বল বা রেশমের বস্ত্রে শরীর ঢাকিলে বিপদের ভয় থাকে না। বজ্র পতনের সময় কাগজে শরীর আবৃত করিলেও প্রাণ বাঁচিবার সম্ভাবনা।

যদি ঘোড়ার গাড়িতে যাইতে যাইতে পথি মধ্যে বজ্রপাতের সম্ভাবনা দেখিতে পাও তখন গাড়ির নিম্নে যাইলে প্রাণ রক্ষা পাইতে পারে।

ভূমি কম্প।

স্ত্রী। একি! হঠাৎ ঘরের দেয়াল নড়িল কেন? ঐ দেখ ঘরের আনালার কাপড় দুলিতেছে। ঐ যে শাক্ ঘণ্টা বাজিতেছে।

স্বা। ভূমি কম্প হইল।

স্ত্রী। ভূমি কম্প হয় কেন ?

স্বা। বলিতেছি। অগ্রে আমার কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্ত্রী। কি প্রশ্ন বল।

স্বা। পৃথিবীর আকার কি প্রকার ? ইহার ভিতরটী বা কি প্রকার ? সে দিন সব বলিয়া দিয়াছি দেখি কেমন মনে আছে।

স্ত্রী। পৃথিবীর আকার গোল। কিন্তু ঠিক্ গোল নহে। উত্তর ও দক্ষিণ দিক চাপা। ঠিক যেন একটী প্রকাণ্ড কমলা লেবু। পৃথিবীর ভিতরে নানা প্রকারের স্তর (থাক) আছে। হয়তো কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত চা খড়ির স্তর তাহার নিম্নেই হয়তো গেরি মাটীর স্তর তাহার নিম্নে হয়তো প্রস্তর বিশেষের। কোন স্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে হয়তো গভীর বালুকাস্তর দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার নিম্নে হয়তো কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত হাড়ের স্তর, এই প্রকারে স্তরের পর স্তর চলিয়া গিয়াছে। যদি একটী গর্ত্ত খুঁড়িতে খুঁড়িতে ক্রমাগত পৃথিবীর নিম্নদিকে যাওয়া যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যত নিম্নে যাইতেছি তত তাপের পরিমাণ বাড়িতেছে। ক্রমে২ এত উত্তাপ

বোধ হইবে যে আর যাইবার যো নাই শরীর পুড়িতে থাকিবে নিশ্বাস বদ্ধ হইবে। ১০০ শত হাত পরিমিত নিম্নে এত উত্তাপ। ২০০ শত হাত নিম্নে কত উত্তাপ অনুমান কর। এ প্রকার ১০।১৫ ক্রোশ নিম্নে এত উত্তাপ যে সে স্থানে প্রস্তর খণ্ড পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ বাষ্প হইয়া যায়।

স্বা। এখন ভূমি কম্পের কারণ বুঝাই। পৃথিবীর ভিতর নানা স্থানে নানা পদার্থের স্তর আছে। কোন স্থানে গন্ধকের স্তর। পৃথিবীর ভিতর কোন কোন স্থান আবার শূন্য—গর্ভ—সে স্থান কোন বাষ্প বিশেষে পরিপূর্ণ। যদি সহসা কোন কারণ বশতঃ ঐ বাষ্প জ্বলিয়া উঠে তাহা হইলে ঐ প্রজ্জ্বলিত বাষ্প বহির্গমনের জন্য চারিদিকে তেজে আঘাত করিতে থাকে সেই আঘাতে উপরিস্থিত ভূমি কম্পিত হয়,—এই কম্পনই ভূমি কম্প। ভূমি কম্প দ্বারা নানা প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কত বৃহৎ বৃহৎ নিবিড় অরণ্য তৃণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কত বেগবতী নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কত কত গভীর খাত পর্ব্বত-শিখর হইয়া পরিশোভিত হইয়াছে। কত

কত পর্ব্বত শিখর গভীর সাগরে পরিণত হইয়াছে কতকত অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে পর্টুগালের রাজধানী লিসেবন নগরে ভয়ঙ্কর ভূমি কম্পের উৎপাৎ হয়। এই ভূমি কম্পে সহস্রক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান আন্দোলিত হয়। উহাদ্বারা অসংখ্য প্রাণী প্রাণত্যাগ করে এবং অসংখ্য অট্টালিকা ভূমি সাৎ হয়।৬ দুই একটী নদীর স্রোত বন্দ হইয়া যায় এবং একটী উষ্ণ প্রস্রবণ শুষ্ক হয়।

ভূমি কম্পদ্বারা কখন কখন কোন কোন স্থল চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে এমনস্থলে অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ না হইয়া কুণ্ডলাকার ধারণ করিতে থাকে এবং সরল বৃক্ষ শ্রেণী সকল চক্রাকারে পরিণত হয়। উহা দ্বারা এক ক্ষেত্রের বৃক্ষাদি অন্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এক স্থানের দ্রব্য অন্য স্থানে নীত হয়। যে স্থলে পুষ্করিণী ছিলনা—বাগান ছিল না সে স্থলে হয়তো পুষ্করিণী ও বাগান অন্য স্থান হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘোরতর ভূমি কম্পদ্বারা কখন কখন এ প্রকার ঘটে যে পৃথিবীর এক স্তর অন্য স্তরে প্রবেশ

— ৬ চারুপাঠের প্রথম ভাগে উষ্ণ প্রস্রবণে বিবরণ আছে।

করে। এমন স্থলেই প্রায় এক স্থানের বস্তু অন্য স্থানে পাওয়া যায়।

ভূমি কম্প কালে কখন কখন মৃত্তিকাতে স্থানে স্থানে ছিদ্র হইয়া যায় এবং সেই ছিদ্র দিয়া নানা প্রকার খনিজ পদার্থ বহির্গত হয়। লিসবনের ভূমি কম্পে এই প্রকার ঘটিয়াছিল।

স্ত্রী। ভূমি কম্প কত ক্ষণ থাকে ?

স্বা। ঠিক্ নাই। ১ মিনিট, ২ মিনিট, ৫ মিনিট, ১ ঘণ্টা, এক মাস, এবং আমেরিকায় কোন কোন সময়ে ৩ মাস ধরিয়াও ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে।

স্ত্রী। আচ্ছা এখন কোথাও কি ভূমি কম্প হইতেছে ?

স্বা। কারণ হইলেই কার্য্য ঘটিবে। এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন সকল সময়েই ভূমি কম্প হইতেছে। যখন আমাদের নিকটে হয় তখনই জানিতে পারি।

বিবাহ।

স্ত্রী। ঠাকুরপোর একটী পরমা সুন্দরী পাত্রীর সহিত বিবাহ দিতে হইবে। ঠাকুর পো বলে লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত মেয়ে না পাইলে বিবাহ করিব না। মেয়েটী শিক্ষিতা হওয়া চাই। ঠাকুরপোর বিবাহ

দিলেই হয়। ওদের ছোট বউ কেমন সুন্দরী রং যেন চাঁপা ফুলের।

স্বা। খাঁদা। ঠোঁট পুরু। কপাল উচু। পা খড়ুমে। চিরুণদাঁতী।

স্ত্রী। তা রং ভাল হলেই সব দোষ ঢাকা পড়ে।

স্বা। নুলো হইলে ও।

স্ত্রী। তা কেন? কথায় বলে সব দোষ হরে গৌরঃ।

স্বা। সুন্দরী স্ত্রীলোক কাহাকে কহে তাহা জাননা মিথ্যা তর্ক কর। সোনার মত রং হইলেই সুন্দরী হয় না। তাহা হইলে তোমাকে এত দিন কাল রাখিতাম না—কালর উপর গিল্টী করাইতাম।

যদি মাটির একটা 'ঢিপি' পারা মুখ; তাহার এক পার্শে একটা ঢিপি পারা নাক, নাকের দুপাশে দুইটা—'খোবর' পারা চোখ, আর গলার দুই পাশে দুইটা লম্বা লম্বা হাত গড়ি, এবং সেই বিচিত্র মুর্ত্তিটীতে সোণার রং মাখাই, তাহা হইলে সে মুর্ত্তিটী কি সুন্দর দেখায়? আর যদি একটী ভাল মুখ—তাহাতে রীতিমত নাক—উৎকৃষ্ঞ চক্ষু এবং ভূজ কক্ষ বক্ষ উৎকৃষ্ঞরূপে গঠিত করা হয় এবং তাহাতে যদি কাল

রং মাখান হয় তাহা হইলে কি সেই মূর্ত্তিটী সুন্দর দেখায় না? কৃষ্ণা কাল ছিলেন—তিনি কি সুন্দরী ছিলেন না? নীল পদ্ম—অপরাজিতা ফুল কি সুন্দর নহে? কাল মেঘ কি সুন্দর দেখায় না?

মুখ চোখ, নাক, হাত, পা, বক্ষ, কক্ষ প্রভৃতির গঠন সুন্দর হইলেই স্ত্রীলোক সুন্দরী হইল। তাহার উপর যদি আবার রং ভাল হয় তাহা হইলে আরও সুন্দরী হইল।

স্ত্রী। যদি গুণ থাকে রূপ নাই বা থাকিল।

স্বা। সৌন্দর্য্য চাহিনা—সৌন্দর্য্যের আবশ্যকতা নাই একথা কেহ কখন বলিতে পারিবেন না। বাহিরের চেহারা যদি কুশ্রী হয় আর যদি ভিতরে গুণ থাকে তাহা হইলে সে গুণই সৌন্দর্য্য—কিন্তু সে সৌন্দর্য্য ভিতরের—সে সুন্দরতা মনের। মনের সৌন্দর্য্য যেমন গুণ বাহিরের সৌন্দর্য্য তেমনি সুশ্রী। যেমন মনের সৌন্দর্য্য না থাকিলে মন অতি হেয় বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ শারীরিক সৌন্দর্য্য না থাকিলে শরীরের একটী হীনাবস্থা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি শরীর সুশ্রী হয় এবং মন ও সৌন্দর্য্যময় হয় তাহা হইলে বড় ভালই হয়। গোলাপ ফুল

দেখিতে যে সুন্দর উহার গন্ধ ও তেমনি, সুন্দর। পদ্ম সরোবরে ফু তাহার শোভা সংবর্দ্ধন করে এবং সুশীতল গন্ধে চারি দিক আমোদিত করে। পদ্ম দর্শনে সুন্দর, আঘ্রাণে সুন্দর, স্পর্শনে ও সুন্দর।

তবে যদি কেহ গুণবান হইয়াও কুশ্রী হয় তাহার গুণই তাহাকে সৌন্দর্য্যময় করে—সে আপনাকে সুন্দর না দেখুক কিন্তু সমুদয় জগৎকে সুন্দর দেখে। কুশ্রীদ্বারা কোন ক্ষতি হয় না কিন্তু কু মনদ্বারা অনেক সর্ব্বনাশ হয়।

স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যের আধার। একজন কবি কহিয়াছেন স্ত্রীলোক প্রকৃতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দর অংশ। অতএব স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য থাকা অতি আবশ্যক। যদি কোন স্ত্রী কুশ্রী হয় তাহা হইলে সে স্বাভাবিক নিয়মের কতক পরিমাণে বাহিরে পড়িয়াছে। তোমার যদি একটী পা খোঁড়া হয় তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে কোন দোষের ফলে ঐ খোঁড়া পা হইয়াছে। তেমনি যদি নাকটী খাদা হয় চক্ষু দুটী কুটুরে হয়—কপাল উচু হয় তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে কোন দোষের ফলে ঐ সকল দোষের উৎপত্তি হইয়াছে।

সুন্দরী কাহাকে বলে বুঝিলে ?

স্ত্রী। তবে ঠাকুরপোর জন্য একটী পরমাসুন্দরী পাত্রী আপনার পসন্দমত স্বয়ং দেখিয়া রাখ।

স্বা। তাহার ত বিবাহের এখন ও সময় হয় নাই। এখন যদি বিবাহ দি তাহা হইলে বাল্য বিবাহে উৎসাহ দেওয়া হয়। বাল্য বিবাহের বিষময় ফল। বিবাহ কাহাকে বলে বুঝিতে না পারিয়া, স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম না হইয়া বিবাহ করা অতি মূর্খতার কর্ম্ম। অগ্রে আপনাকে বিবাহের জন্য উপযুক্ত কর পরে বিবাহ করিও। অগ্রে সাঁতার শিখ পরে অগাধ জলে লম্ফ প্রদান করি ও।

অপক্ক বীজ বপন করিলে যেমন তদুৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হয় না সেইরূপ অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিলে সে সন্তান কখন ও বলবান হয় না। হয়তো সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া পিতা মাতাকে শোকানলে প্রজ্জ্বলিত করিয়া যায়। বিবাহ অতি উচ্চ পবিত্র বিষয়। পরমেশ্বর আমা-দিগকে কাম, আসঙ্গলিপ্সা, অপত্য স্নেহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে

মনুষ্য সমাজ বদ্ধ হইয়া স্ত্রীপুত্র কন্যা প্রভৃতি আত্মীয় সমভিব্যাহারে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। যখন কাম দিয়াছেন তখন স্ত্রী চাই যখন আসঙ্গ লিপ্সা দিয়াছেন তখন বন্ধু সহবাস চাই যখন অপত্য স্নেহ দিয়াছেন তখন সন্তান চাই। বিবাহ অতি শুভকরী পদ্ধতি। কিন্তু মনুষ্য বুঝিতে না পারিয়া এই বিশুদ্ধ প্রণালীকে নানা প্রকারে কলঙ্কিত করিয়াছে।

যখন পাত্রীর এরূপ জ্ঞান ও বুদ্ধি হইবে যে সে অনায়াসে পাত্রের চরিত্রাদি বুঝিতে সক্ষম এবং নানা প্রকার পবিত্র সুখে স্বামীকে সুখী করিতে ক্ষমবতী তখনই তাহার বিবাহ করা উচিত। পাত্রের পক্ষেও ঐ নিয়ম। যাঁহারা আজীবন একত্রে সহবাস করিবেন তাহাদের উভয়ের চরিত্র, আচার ব্যবহার, [illegible] বিষয়ক মতামত বিশেষরূপে অবগত হওয়া কর্তব্য। আমি যাঁহাকে আমার অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিব —আমার সহধর্ম্মিণীস্বরূপে গ্রহণ করিব, তিনি সে প্রকারে গ্রহণের উপযুক্ত কি না বিশেষরূপে বিবেচনা করা বিধেয়। যিনি এ নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন তাঁহাকে চির কাল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। এই

হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশ এবিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। ৫।৬ বৎসরের বালকের সহিত ৬।৭ মাসের বালিকারও বিবাহ সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। 'আমার যদি মেয়ে হয় আর তোমার যদি পুত্র হয় তাহা হইলে তাহাদের বিবাহ দেব' এরূপ কথাও স্ত্রীলোকদিগের মুখ হইতে সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। কি লজ্জার বিষয়! কি লজ্জার বিষয়! পাত্র ও পাত্রীর মনের মিল হওয়া বড় আবশ্যক। যদি স্ত্রীপুরুষের মানসিক ভাব এক প্রকার না হয় তাহা হইলে উভয়কে যাবজ্জীবন অসহ্য যন্ত্রনানলে দগ্ধ হইতে হয়।

স্ত্রী। বৃদ্ধবয়সে বিবাহ ভাল কি মন্দ?

স্বা। ভাল নয়। যেমন অতি প্রাচীন বীজোৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হয় না সেইরূপ প্রাচীন বয়সের সন্তান বলবান হয় না। যে সময়ে ইন্দ্রিয় সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে সে সময়ে বিবাহ করা কদাচ উচিত নহে। অনেকে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া অল্প বয়স্কা স্ত্রীকে দুঃসহ বৈধব্যানলে নিক্ষেপ করিয়া পরলোক প্রস্থান করেন। স্ত্রীপুরুষের মনোমিলন না হইলে বিবাহ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম। বৃদ্ধ স্বামী ও যুবতী ভার্য্যা এদৃশ্য অতি শোকাবহ। বৃদ্ধের

মনের সহিত যুবতীর মনের কখন মিল হইতে পারে না। বৃদ্ধ যুবতী ভার্য্যার মনোমত স্বামী হইতে পারে না এজন্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী প্রায় ব্যভিচারিণী।

স্ত্রী। সে দিন বামুন মামার মেয়েটীর কি দশা হইল। আহা মেয়েত নয় যেন দূর্গা প্রতিমা।

স্বা। নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ কন্যাদায় হইতে উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশে ৯০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত ১০ বৎসরের বালিকার বিবাহ দিল। ঘাটের মড়ার সহিত বিবাহ দিলেইতো হইত। কি আক্ষেপের বিষয়! কি পরিতাপের বিষয়! মেয়েটী ৩ দিন পরেই বিধবা হইয়াছে।

স্ত্রী। আমাদের গ্রামে নশিরাম বামুন আছে; সে ৬০ বৎসর বয়সে একটী ১৪ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিয়াছে। মেয়েটীর নাম 'রাম মণি'। রাম মণি যা বলে নশি রাম তাহাই করে। রাম মণী যেন নশি রামকে ভেড়া বানাইয়াছে।

স্বা। রামমণীকে বড় 'ভেড়া বানাইতে হয় নাই নসিরাম আপনিই ভেড়া হইয়াছে। সাধে বৃদ্ধ স্বামী যুবতী স্ত্রীর ভেড়া হয়। স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে

যে সকল সুখ প্রার্থী তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় সুখ এক প্রধান। বৃদ্ধ সে সুখে স্ত্রীকে সুখী করিতে অক্ষম সুতরাং যাহাতে উপায়ান্তরে স্ত্রীর মনস্তুষ্টি হয় তজ্জন্য সতত প্রস্তুত থাকে।

স্ত্রী। আচ্ছা আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি যদি পাত্র পাত্রীর মনোমিলন চাই, তাহা হইলে বিবাহের অগ্রে উভয়ের দেখা শুনা ও আলাপ পরিচয় আবশ্যক।

স্বা। তাহার আর সন্দেহ কি। তাহা না হইলে পরস্পরের চরিত্র ও আচার ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান লাভ কি প্রকারে হইবে।

স্ত্রী। আচ্ছা এমন তো ঘটিতে পারে যে 'পাত্র পাত্রীর মধ্যে এক জন অপরের রূপে বিমোহিত হইয়া দোষের বিষয় ভুলিয়া যাইতে পারে।

স্বা। এ প্রকার সতত ঘটিবার সম্ভাবনা। পিতা মাতার এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা বিধেয়। পাত্রীর কর্ত্তৃ পক্ষের কর্ত্তব্য তন্ন তন্ন করিয়া পাত্রের চরিত্রাদি বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া, এবং সেই পাত্র পাত্রীকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত কি না বিশেষরূপে দেখা।

স্ত্রী। স্ত্রীলোকে কত বয়সে এবং পুরুষেরই বা কত বয়সে বিবাহ্ করা উচিত।

স্বা। এবিষয়ে অক্ষয় বাবু ধর্ম্মনীতিতে কি লিখিতেছেন শুন ঃ—

"জর্ম্মনি দেশে এ বিষয়ের এক শুভ করী রীতি প্রচলিত আছে। তথায় পুরুষের ২৬ ও স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে পাণি গ্রহণে অধিকার হয় না। তদ্ভিন্ন পুরুষের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ, মানস করেন তাহার স্ত্রীপরিবার প্রতিপালনের সামর্থ্য ও উত্তর কালে অবস্থোন্নতির আশা ও সম্ভাবনা আছে কি না শান্তি রক্ষক ও ধর্ম্ম যাজকের নিকট তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। আমাদের দেশে ও তদনুরূপ কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকা আবিশ্যক নতুবা কোন কালে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হইবার আশা নাই। কন্যা-পাত্রের বয়ঃক্রমের বিষয় বিবেচনা করা যে কর্ত্তব্য নানা দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এ নিয়ম সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন।

লাইকার্গস নামক গ্রীস দেশীয় ব্যবস্থাপক এইরূপ নিয়ম করেন যে পুরুষের ৩৭ বৎসর বয়ক্রমের

পূর্ব্বে এবং স্ত্রীলোকের ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিবাহ করা বিধেয় নহে। এরিষ্টলের মতে স্ত্রীলোকের ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিবাহ করা বিধেয় নহে। প্লেটো এই প্রকার ব্যবস্থা দেন যে পুরুষের পক্ষে ৩০ অবধি ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ২০ অবধি ৪০ বৎসরের মধ্যে সন্তানোৎপাদনের নিরূপিত কাল। আগষ্টস নামক রোমক রাজ্যেশ্বরের রাজত্ব কালে পুরুষেরা ৬০ বৎসর ও স্ত্রীরা ৫০ বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক হইলে বিবাহ করিতে পারিত না। অধুনাতন পণ্ডিতদিগের মধ্যে ডাক্তর হিউকলণ্ড বলেন স্ত্রীলোকের পক্ষে অষ্টাদশ বৎসর বিবাহের মুখ্য কাল। সকল দেশের সকল ব্যক্তির পক্ষে যে ঠিক্ একরূপ নিয়ম নিরূপিত থাকে ইহা আমাদিগের অভিমত নহে। আমাদিগের দেশের ন্যায় উষ্ণ দেশের অবলাদিগের ১০।১১ বৎসর বয়সেই সন্তানোৎপাদিকা শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। রুষ, নারওয়ে, আইসলণ্ড প্রভৃতি শীত প্রাধন দেশীয় অনেকানেক স্ত্রীলোকের ১৮।১৯, অথবা ২০ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে সন্তানোৎ পাদিকা শক্তি থাকে না, কিন্তু টামস পার নামক সুপ্রসিদ্ধ দীর্ঘ জীবি ব্যক্তি

১২০ বৎসর বয়ঃক্রমে বিবাহ্ এবং ১৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে ও স্ত্রীসহযোগ ও করিয়াছিলেন। লঙ্গবিল নামক এক ফরাশিশ—৯৯ বৎসর বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া ১০২ বৎসরের সময়ে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকের স্ত্রী-ধর্ম্ম রহিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্লীনি লিখিয়াছেন কর্ণিলিয়া নাম এক স্ত্রীর ৬২ বৎসর বয়সে সন্তান জন্মিয়াছিল। বেলেক্স নামে এক জন চিকিৎসক ৬৭ বৎসর বয়স্কা এক স্ত্রীর প্রসব বেদনার সময় চিকিৎসা করিয়াছিলেন। অতএব সকল দেশের সকল লোকের শারীরিক প্রকৃতি একরূপ নহে সুতরাং সকল দেশীয় সকল ব্যক্তির পক্ষে ঠিক্ একরূপ ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু সকলের এই অংশের শুভদায়ক নিয়ম প্রতি পালন করা কর্ত্তব্য যে শারীরিক প্রকৃতির পূর্ণাবস্থা না হইলে এবং জরাবস্থায় বিবাহ কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নহে”। আমাদের দেশে মেয়ের পক্ষে ১৪ বৎসর এবং পুরুষের পক্ষে ২১ বৎসর বিবাহের মুখ্য কাল।

স্ত্রী। আচ্ছা মুসল মান ওইংরাজেরা যে খুড়তুত জাঁটতুত ভগিণীকে বিবাহ করে সে নিয়মটী কি ভাল?

স্বা। না সে নিয়মটী অতিশয় অমঙ্গল দায়ক। নিকট সম্পর্কীয় স্ত্রীপুরুষের বিবাহ স্বাভাবিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। যেমন একক্ষেত্রে ক্রমাগত এক প্রকার বীজ বপন করিলে সে ক্ষেত্রে ভাল শস্য জন্মেনা সেইরূপ নিকট সম্পর্কীয় স্ত্রীর গর্ভোৎপন্ন সন্তান কখন বলিষ্ঠ হয় না। যে বংসে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে সে বংশ লোপ পাইয়াছে।

স্ত্রী। স্ত্রীপুরুষের মনোমিলন অতিশয় আবশ্যক।

স্বা। প্রিয়তমে! যদি স্ত্রীর সহিত স্বামীর মনোমিলন হয় তাহা হইলে সে দম্পতি অপেক্ষা পৃথিবীতে অধিক সুখী আর কে আছে? স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীস্বামীর সহধর্ম্মিণী। যে স্ত্রীর কোমল বক্ষস্থলে মস্তকস্থাপন করিয়া সংসারের ভ্রুকুটি বিস্মৃত হইতে পারি, যে স্ত্রীর অমৃত বাক্য শ্রবণে হৃদয় সরোবর শান্তি বারিতে পরিপূর্ণ হয় এবং যে স্ত্রীকে— হৃদয়ের অতি নিগূঢ় স্থানে যতনে স্থান দিয়া সমস্ত জগত আনন্দময় বলিয়া প্রতীয়মান হয় সে স্ত্রী অপেক্ষা এসংসারে অমূল্য সম্পত্তি আর কি আছে। স্ত্রী স্বামীর অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস, এবং প্রাণের প্রাণ।

তুমি হয়তো পৃথিবীর কত লোকের প্রতি হিংসা কর কিন্তু বল দেখি তোমার হিংসা আমায় দেখিলে কেন নম্রভাব ধারণ করে? কেন সে হিংসা আমায় দেখিলে মস্তক অবনত করে? যেখানে ভালবাসা সেখানে হিংসা, দ্বেষ ক্রোধ থাকিতে পারে না; যে খানে ভালবাসা সেখানে ক্লেশ তিষ্ঠিতে পারে না—সেখানে কেবল আনন্দ—সেখানে অতুল পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই থাকিতে পারে না।

স্ত্রী। এক এক জনের কপালে আবার এমন ঘটে! আহা! ও বাটীর বড় দিদি কেমন সুশীলা কিন্তু বড় ঠাকুর দিবা রাত্র বেশ্যালয়ে পড়িয়া থাকেন।

স্বা। স্ত্রীছাড়িয়া যে বেশ্যা লইয়া পড়িয়া থাকে সে নরকের কীট—সে পৃথিবীর বোঝা।

যতদিন সৌভাগ্য ততদিন বেশ্যার প্রণয় স্থায়ী; কিন্তু সতীস্ত্রী তাহার জীবন যৌবন ধন মান সমস্তই প্রিয়তম স্বামীর হস্তে অর্পণ করে। সে জানে স্বামীই তাহার একমাত্র আশ্রয় স্বামীই তাহার একমাত্র বন্ধু স্বামীই তাহার জীবনের সৌভাগ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সে স্বামীর আজ্ঞা পালনে আপনাকে কত সুখী বিবেচনা করে। সে স্বামীর মনস্তুষ্টি করিতে

অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার গাত্র হইতে স্খলিত ও পতিত হয়। আবার ঐ দ্বিতিয় পুরুভূজ উক্ত প্রকার পতিত হইবার পুর্ব্বেই উহার শরীরে আর একটী পুরুভূজ এবং কখন কখন সেই তৃতীয় পুরুভূজের গায়ে আর একটী পুরুভূজ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যদি একজন অসুস্থ থাকে তাহা হইলে স্ত্রীসহযোগ বড় গর্হিত। রুগ্ন শরীরে সন্তানোৎপাদন করিলে সে সন্তান চির রোগী হইবার সম্ভাবনা।

যে প্রকার অসুস্থ শরীরে স্ত্রীসহযোগ নিসিদ্ধ সেই রূপ অসুস্থ মনে স্ত্রীসহযোগ ও বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ। যে সময়ে মন নানা প্রকার সংসারিক চিন্তায় প্রপীড়িত থাকে অথবা কোন কারণ বশতঃ নিরানন্দ থাকে সে অবস্থায় স্ত্রীসহযোগ করিবে না। সন্তানোৎপাদন কালে পিতা মাতার মনের অবস্থা যে প্রকার থাকে উৎপন্ন সন্তানের মনের ভাব ও সেই প্রকার হয়। যে সময়ে মনের প্রফুল্লতা না থাকে সে সময়ে সন্তানোৎপাদন করিলে সে সন্তান স্বভাবতঃ বিমর্ষ ও নির্ব্বোধ হয়। যদি কেহ মাতাল অবস্থায় স্ত্রীসহযোগ করে তাহা হইলে তদুৎপন্ন সন্তান বয়সে মাতাল

স্ত্রী। আচ্ছা আমাদের দেশে তুলেদের একটী ছেলে জন্মিয়াছিল তাহার ৪টী হাত আর দুটী মাথা। ইহার কারণ কি ?

স্বা। ঈশ্বরের নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে তাহার প্রতিফল অবশ্য পাইতে হইবে। অনেক স্বামী অনেক দিন স্ত্রী ছাড়া থাকিয়া পরে যখন স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন তাহাদের কামানল ভয়ানক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। স্ত্রী হয়তো ঋতুস্নাতা এমন সময়ে স্ত্রীসহযোগ করিলে ঐ প্রকার অ-স্বাভাবিক সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা। ঋতুর সময়ে স্ত্রীসহযোগ বিশেষ বিগর্হিত কর্ম্ম। এ সময়ে প্রত্যেক স্ত্রীর বিশেষরূপে সাবধান হওয়া উচিত, যেন কোন প্রকারে স্বামীসহযোগ না হয়।

ঋতুকালীন সহযোগদ্বারা উৎপন্ন সন্তান অ-স্বাভাবিক হইবার অধিক সম্ভাবনা। যদি অ-স্বাভাবিক না হয় হয়তো নির্ব্বোধ, অলস, বিকলাঙ্গ এবং জড় প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতে পারে।

কোন সময়ে একটী স্ত্রীলোক একটী আশ্চর্য্য সন্তান প্রসব করিয়াছিল। তাহার ৪ হাত ২ মস্তক এবং ২ পাদ।

আর একটী স্ত্রীলোক এক সন্তান প্রসব করে তাহার উপরি ভাগ তাহার প্রসূতির উপরি ভাগের মত নিম্নাংশ ঠিক কুকুরের নিম্নভাগের মত।

স্ত্রী। শেষোক্ত ঘটনার কারণ কি।

স্বা। কারণ নিশ্চয়ই আছে। কারণ না থাকিলে কার্য্য থাকিতে পারেনা। সে স্ত্রীলোক কুকুরের সহিত সহোযোগ দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছিল। ইহাই কারণ।

স্ত্রী। উঃ। এমন স্ত্রীলোক আছে। কি ভয়ানক কি ভয়ানক এযে বিশ্বাস হয় না।

স্বা। বিশ্বাস করিতে হইবে। যাহা হউক এখন একটী আশ্চর্য্য যমজ কন্যার বিষয় শ্রবণ কর।

আমেরিকা হইতে ইংলণ্ড দেশে যে এক অদ্ভুত যমজ কন্যা প্রেরিত হয় তাহার তুল্য আশ্চর্য্য যমজ সন্তান কেহ কখন সন্দর্শন করে নাই ঐ কন্যদ্বয়ের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চ বৎসর উহারা অতি বুদ্ধিমতি ও প্রসন্ন মুখী এবং দেখিতে কৃষ্ণবর্ণা উহাদিগের উভয়ের পশ্চাৎ ভাগ হইতে এক প্রকার মাংশ উৎপন্ন হইয়া শরীরের নিম্নদেশকে একত্র সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু কটিদেশের উপর মস্তক পর্য্যন্ত কাহর ও সহিত কাহার ও কোন সংযোগ নাই। মুখ নাসিকা গ্রীবা

মস্তক প্রভৃতি সমুদয় ঊর্দ্ধভাগ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র, কেবল নিম্নদেশ সংযুক্ত মাত্র। কিন্তু উহাতে তাহাদিগের কাহার ও কোন ক্লেশ নাই উভয়েই সচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে পারে। জগদীশ্বর উহাদিগের উভয়ের শরীরকে এমন আশ্চর্য্য কৌশলে সংযুক্ত করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা উহাদিগের গমনা গমনের কোন ব্যাঘাত ঘটেনা যখন একটী কন্যা পুরোভাগে চলিতে থাকে তখন তৎপশ্চাতের কন্যাকে দেখিলে বোধ হয় যেন পুরোগামিনী কন্যা উহার কটিতে রজ্জু বন্ধন করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে উহাকে পশ্চাৎভাগে আকর্ষণ করিয়ালইয়া যাইতেছে। উহাদিগের উভয়ের কোন ভিন্ন সঙ্কল্প ও ভিন্ন কার্য্য না থাকাতে পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে বস্তুতঃ এক প্রাণী বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন।*

স্ত্রী। আশ্চর্য্য।

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়াছে কি না জানিবার উপায়।

স্বা। অনেক রমণী গর্ভবতী হইয়া মূর্খতা প্রযুক্ত মনে করে বুঝি কোন বিশেষ পীড়া হইয়াছে। তাহারা পীড়া মনে করিয়া নানা প্রকার ঔষধ সেবন দ্বারা গর্ভটী নষ্ট করে। অনেক স্ত্রীলোক অজ্ঞতাবশতঃ ঔষধ সেবনদ্বারা গর্ভনষ্ট করে আবার অনেকে গর্ভবতী হইয়াছে জানিতে পারিয়াও লজ্জাবশতঃ স্বীকার করেনা সুতরাং তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কোন পীড়া বিশেষ স্থির করিয়া চিকিৎসকের শরনাপন্ন হয় নির্বোধ চিকিৎসক ও বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার ঔষধ সেবন করিতে দেন এবং পরে তদ্দ্বারা গর্ভটী নষ্ট হয়।

নিম্ন লিখিত কয়েকটী উপায়দ্বারা স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইয়াছে কি না জানিতে পারা যায়।

গর্ভবতী স্ত্রীর

(১) ঋতু বন্দ হয়।

(২) চক্ষের শিরা সকল একটু স্ফীত হয়। শিরা গুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) স্ত্রীলোকের প্রস্রাপ একটী কাচের গ্লাসে ধরিয়া তিন দিন রাখিবে পরে একটী তোয়ালে তাহাতে ভিজাইবে। যদি দেখিতে পাও যে তোয়ালেতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার পোকা লাগিয়াছে তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে স্ত্রীলোকটী গর্ভবতী হইয়াছে।

(৪) যদি স্ত্রীসহযোগের পর স্ত্রীলোকের শরীর শীতল বলিয়া বোধ হয় (অর্থাৎ যদি শীত করে) তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে স্ত্রীলেটী গর্ভবতী হইয়াছে।

(৫) স্ত্রীলোকের বক্ষস্থলের শিরা সকল স্বভাবতঃ যে অবস্থায় থাকে তাহা অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) শরীর দুর্ব্বল হয় মুখের বর্ণ ভিন্ন প্রকারের হয়।

(৭) শীতল জল পান করিবার সময় স্তনদ্বয় শীতল বলিয়া বোধ হয়।

(৮) নানা বিধ দ্রব্য খাইবার ইচ্ছা হয়।

(৯) দর্পণে মুখ দেখিবার সময় চক্ষের শিরাগুলি স্পষ্ট দেখা যায় এবং চক্ষের আকার বিভিন্ন আকারের হয়।

গর্ভে পুত্র কি কন্যা জন্মিয়াছে তাহা জানিবার উপায়।

১। ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রী-লোকের কন্যা জন্মিলে গর্ভ অধিক ভারি বলিয়া বোধ হয়।

২। পুত্র সন্তান জরায়ুর ডাইন দিকে অবস্থিতি করে অতএব যদি ডাইন দিকে সন্তান নড়ে বা ডাইন দিক ভারি বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে যে পুত্র জন্মিয়াছে।

৩। পুত্র জন্মিলে উদর গোল হয় এবং অধিক-তর উচ্চ হয়।

৪। দক্ষিণ স্তন অধিক শক্ত হয়।

(এই সমস্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ হইলে জানিতে হইবে যে কন্যা সন্তান জন্মিবে)।

৫। একটী পাত্রের জলে গর্ভবতীর স্তনের এক বিন্দু দুগ্ধ ফেলিয়া দিলে যদি দুগ্ধ বিন্দু ঠিক গোলাকারে জলের তলে পতিত হয় তাহা হইলে নিশ্চয় জানিতে হইবে যে কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে। আর

যদি দুগ্ধ বিন্দু জলের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে জানিতে হইবে যে পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।

কাব্য ও কবি।

স্বা। তুমি কয় খানি কাব্য পড়িয়াছ ?

স্ত্রা। বাঙ্গালায় যে কয় খানি ভাল ভাল কাব্য আছে সমুদয়ই পাঠ করিয়াছি। মাইকেলের 'মেঘ-নাদ বধ', বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা কাব্য পাঠ করিয়াছি। হেম বাবুর কবিতাবলী ও বৃত্রসংহার পড়িয়াছি। নবীন বাবুর পলাশির যুদ্ধ ও পড়িয়াছি।

স্বা। বিদ্যাপতি পড় নাই? তবে কি পড়িয়াছ? আচ্ছা মেঘনাদ বধের কোন কোন স্থান তোমার খুব ভাল লাগিয়াছে।

স্ত্রী। প্রমীলার লঙ্কাপ্রবেশ, সীতা ও সরমার কথোপকথন, প্রমীলার চিতারোহণ, যজ্ঞাগারে মেঘ-নাদ বধ এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ।

স্বা। প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশটা মুখস্থ রাখা উচিত।

স্ত্রী। মুখস্থ আছে ঃ—

পশিব নগরে
বিকট কটক, কাটি জিনি ভুজ বলে
রঘু শ্রেষ্ঠে এ প্রতিজ্ঞা বীরাঙ্গনা মম
নতুবা মরিব রণে যা থাকে কপালে।
দানবকুল সম্ভবা আমরা দানবী
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে
দ্বিষত শোনিত নদে নতুবা ডুবিতে।
অধরে ধরিলো মধু গরল লোচনে
আমরা ; নাহিকি বল এ ভুজ মৃণালে
চল সবে হেরি রাঘবের বীরপণা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পনখা পিসী
মাতিল মদন মদে

স্বা। আর থাক। চুপ চুপ। মাইকেল সোণার পত্তন করিয়া পিত্তল দিয়া শেষ করিয়াছেন। মাই-ক্লেলের যদি ঐ সকল দোষ না থাকিত তাহা হইলে আজ তিনি কালীদাস সেক্ষপীয়রের দলের লোক হইতেন।

স্ত্রা। কেন? কেন? ওখানে কি দোষ?

স্বা। শেষের পংক্তিটী পাঠে প্রমীলাকে কি প্রকার বলিয়া বোধ হয়। প্রমীলা বীর রসে

মাতিয়াছেন তাই মাতুন ; বীর রসের মধ্যে কবি আবার আদি রসের অবতরণ করিলেন কেন?

মাইকেলের কাব্যের স্থানে স্থানে এমন এক একটা দোষ আছে যে সে দোষ অমার্জ্জনীয়।

হেম বাবুর কিছু মুখস্থ আছে?

স্ত্রী। অনেক। লজ্জাবতীলতা, একটী পাখীর, প্রতি, আবার গগণে কেন সুধাংশু উদয়রে, পদ্মের মৃণাল, ভারত সঙ্গীত।

স্বা। অনেকগুলির তো নাম করিলে। কোনটী তোমায় খুব ভাল লাগিয়াছে?

স্ত্রী। ‘কোন একটী পাখীর প্রতি’ এটী আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।

স্ত্রী। ডাকরে আবার পাখী ডাকরে মধুর
তোর সুললিত গান—শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ
অমৃতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর
ডাকরে আবার ডাক সুমধুর স্বর।
বলিয়ে বদন তুলে বসিয়ে রসাল মূলে
দেখিনু উপরে চেয়ে আশায় আতুর
ডাকরে আবার পাখী ডাকরে মধুর।

কোথায় লুকায়েছিল নিবিড় পাতায়
চকিত চঞ্চল আঁখি না পাই দেখিতে পাখী
আবার শুনিতে পাই সঙ্গীত শুনায়
মনের আনন্দে বসে তরুর শাখায়
কে তোরে শিখালে বল এসঙ্গীত নিরমল
আমার মনের কথা জানিলি কোথায় ?
ডাক্‌রে আবার ডাক্ পরাণ জুড়ায়।
অমনি কোমল স্বরে সেওরে ডাকিত
কখন ও আদর করে—কভু অভিমান ভরে
মধুর ঝঙ্কার করে লকায়ে থাকিত
কি জানিবি পাখী তুই কত সে জানিত।
ধিক্ মোরে ভাবি তারে আবার এখন।
ভুলিয়া সে প্রেম জাগ ভুলিয়া সে নব রাগ
আমারে ফকির করে আছে সে যখন
ধিক্ মোরে ভাবি তারে আবার এখন।
মনে করি ভুলি ভুলি—তবু কি ভুলিতে পারি
না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন।

স্বা। আর থাক। এই বাস্তবিক কাব্য। শুনিতে শুনিতে মন প্রাণ নাচিয়া উঠে। ‘ডাক্‌রে আবার পাখী ডাক্‌রে মধুর’ এই পংক্তিটী পড়িলেই বোধ হয় যেন পাখীর মধুর ডাক শুনিয়া কবি আনন্দে বিভোর

হইয়া, আবার শুনিতে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন 'ডাক্‌রে আবার পাখী ডাক্‌রে মধুর।

স্ত্রী। আবার গগণে কেন 'সুধাংশু উদয়রে' এটীওতো খুব ভাল।

স্বা। তার আর সন্দেহ কি। যে কখন কোন রমণীর প্রেমে পড়িয়া—রমণীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ সে রত্নকে হারাইয়াছে তাহার হৃদয়ের চিত্র খানি যে কি অদ্ভূত ও শোকাবহ তাহা কবি আশ্চর্য্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি কেহ হেম বাবুর কবিত্বের পরিচয় লইতে চান তবে 'হতাসের আক্ষেপ' শীর্ষক কবিতাটী এক বার পাঠ করুন।

স্ত্রী। আচ্ছা তুমি বল দেখি মাইকেলের কবিতা ভাল কি হেম বাবুর কবিতা ভাল।

স্বা। কোথায় হেম কোথায় মাইকেল। হেম স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া বেনীবাদন করিতেছেন। বাস্তবিক কাব্য মাইকেলে অধিক নাই। মাইকেলের নিজের ভাব খুব অল্প। হেম বাবুর কাব্যে পূর্ণচন্দ্রের সুধা—বিকশিত পদ্মের সুশীতল আঘ্রাণ এবং ককিল-কণ্ঠ—বিনিন্দিত নুপুর ঝঙ্কার আছে। মাইকেলের

কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কই? মাইকেল প্রাণের কথা লিখিয়াছেন কোথা?

ছিন্ন তুষারের প্রায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা বায়ু প্রহারে।'

আবার বৃত্রসংহারের একস্থানেঃ—

নিস্ফল বাসনা হৃদয়ে যাহার—কিবা স্বর্গপুরী কিবা মর্ত্ত আর
যে খানে সে খানে নিয়ত হাহা।
কিবা সে ভূপতি কিবা সে ভিখারী
কাঙ্গালী সে জন যেখানে বিহারি
প্রাণের শূন্যতা ঘুচেনা কভু॥

এরূপ প্রাণের কথা মাইকেলের কোন কাব্যে আছে? বঙ্কিম বাবু যে কহিয়াছেন 'হেম বাবুর এক পংক্তিতে যাহা আছে অনেক কবি শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না' একথা যথার্থ বটে।

মাইকেল এমন একটী চরিত্র চিত্রিত করিতে পারেন নাই যাহার বিষয় ক্ষণকাল বসিয়া চিন্তা করি। মাইকেলের রাবণের চরিত্র দেখ এবং হেমচন্দ্রের বৃত্রের চরিত্র দেখ। রাবণ কেবল মেয়েমানুষের মত কাঁদিতেছেন ও সিংহের ন্যায় মধ্যে মধ্যে আস্ফালন

করিতেছেন; কিন্তু হেমের বৃত্র কি অদ্ভুত! কি চমৎকার!! বৃত্র যে সময়ে সভায় প্রবেশ করিতেছেন সে সময়ের কি সুন্দর উজ্জ্বল বর্ণনা ঃ—

প্রবেশিল সভাতলে অসুর দুর্জ্জয়
চারিদিকে স্তুতি পাঠ জয় শব্দ হয়।
ত্রিনেত্র, বিসাল বক্ষ, অতি দীর্ঘ কায়
বিলম্বিত ভুজদ্বয় দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত পুষ্প হার বিচিত্র শোভায়।
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাসঃ
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ
নিশান্তে গগণ পথে ভাস্বর ছটায়
বৃত্রাশুর, প্রকাশিল তেমতি সভায়।

হেম বাবুর বর্ণনা যে কি উজ্জ্বল কি অদ্ভূত কবিত্ব পূর্ণ তাহা কয় পংক্তি দ্বারা তোমায় দেখাই ঃ—

কহিলা দানব পতি " কহহে ঋক্ষভ
কি দেখিলা কত নিশি কিবা অনুভব ? "
কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য ' শুন, দৈত্য নাথ
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ
দিকেদিকে চারিদিকে ঈষৎ প্রকাশ
জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজ্বলে আকাশ,

নক্ষত্র উল্কার জ্যোতি নহে সে আকার
জানি ভাল দেব অঙ্গে জ্যোতি যে প্রকার
ভ্রমনা হইল কভু ক্ষণকাল তায়
চিনিলাম দেব অঙ্গ-জ্যোতি সে শোভায়
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশ দিকে
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার
উঠিছে আকাশ প্রান্তে ঘেরি চারিধার।
বহু দূরে এখন ও সে জ্যোতির উদয়
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।"

আর হেম বাবুর উপর অধিক বলিব না। তিনি বৃত্রসংহারে যে শচীর সৃষ্টি করিয়াছেন সে চরিত্র প্রত্যেক নারীর অনুকরণায়। উহা অপেক্ষা উচ্চ পবিত্র রমণী চরিত্র পৃথিবীর কোন কবি দিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।

স্ত্রী। আচ্ছা নবীন বাবুর উপর তোমার কি প্রকার মত?

স্বা। নবীন বাবু এক জন উচ্চ শ্রেণীর কবি। ইংরাজীতে বায়রন যে প্রকার বাঙ্গালায় নবীন বাবুও সেই প্রকার। পলাসীর যুদ্ধ ও রঙ্গমতীর 'স্থানে

স্থানে নবীন বাবু বৈদ্যুতিক প্রবাহের অবতরণ করিয়াছেন। রাণী ভবাণীর চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। নবীন বাবুর অবকাশ রঞ্জিনী পড়িয়াছ?

স্ত্রী। 'আর্য্য'! নিষ্ঠুর এ নাম কেন শুনিলে আবার
মরুভূমে পিপাসায়—যে জন জ্বলিছে হায়
' সুশীতল জল' কানে কেন কহ তার
কেন মৃগ তৃষ্ণিকার কর আবিষ্কার।
আবার ঃ—অনন্ত বিষাদ ভাণ্ড তরুণ যুবক
বসি শ্বেত পুচ্ছ করে
স্বেদসহ অশ্রু ঝরে
কহনা তাহার কাণে এই আর্য্য নাম
বিষাদ সাগরে তার উঠিবে তুফান।

নবীন বাবুর কবিতা আমায় বড় ভাল লাগে।

স্বা। কাহার ভাল না লাগে? বর্ত্তমান সময়ে কোন কবি উহার মত মন মাতাইতে পারেন না। নবীনের এক পাতা কবিতা ও এক গ্লাশ মদ উভয়ই তুল্য।

স্ত্রী। বিদ্যাপতির কবিতা কি খুব ভাল।

স্বা। অতি চমৎকার! অতি চমৎকার। বিদ্যাপতি কবিকুলের রাজা একটী শুনিবে।

প্রেমের বিষয়।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হিঁশনলুঁ
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইলু
না বুঝনু কৈছন কেলি
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবু হিয়ে জুড়ান না গেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুগমন
অনুভব কাহুনা পেয়
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

ইহা অপেক্ষা সুগভীর ভাব বাঙ্গালা কবিতা পড়িয়া কে কোথায় পাইয়াছেন?

স্ত্রী। কবি কাহাকে কহে?

স্বা। মনে মনে সকলেই কবি। তবে যে সুন্দর ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে তাহাকেই লোকে কবি কহে। মনে কর রাম শ্যাম ও যদু

প্রাতঃকালে কোন পর্ব্বতোপরি ভ্রমণ করিতে গিয়াছে। পূর্ব্বাকাশ সূর্য্যোদয়ে নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। সেই রঞ্জিত আকাশের ছায়া নির্ম্মল জল প্রবাহে প্রতিবিম্বিত হইয়া জলাশয়ের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। তিন জনেই এই দৃশ্যটী দর্শন করিল। রাম চখের দেখাই দেখিয়া আসিল। রাম যাহা দেখিয়াছিল তাহা মনে বেশ অঙ্কিত করিয়াছিল কিন্তু সে দৃশ্যের ছবি খানি আর কাহাকেও দেখাইতে পারিল না। এমন স্থলে রাম মনে মনে কবি। কিন্তু এপ্রকার মনে মনে কবিকে কবি বলে না।

শ্যাম তুলি, রং লইয়া একখানি কাগজে সে দৃশ্যের এমন এক খানি ছবি আঁকিল যে সে ছবিটী অবিকল সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুরূপ। এমন স্থলে শ্যাম চিত্র-কর। আর যদু তুলি লইল না রং লইল না কেবল এক খানি কাগজে একটী কলম দিয়া কয় পংক্তি লিখিল; সেই পংক্তি যে পাঠ করিতে লাগিল সেই যেন মনের চক্ষে সেই প্রাতঃকালীন দৃশ্য দেখিতে লাগিল। এমন স্থলে যদু কবি। এখন বুঝিলে কবি কাহাকে কহে।

শ্রী। হা বুঝিয়াছি।

স্বপ্ন।

স্ত্রী। কাল একটী বড় চমৎকার স্বপ্ন দেখিয়াছি।

স্বা। কি প্রকার স্বপ্ন ?

স্ত্রী। যেন তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে। আমি একটী পুষ্করিণীতে হলুদ মাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছি। সে পুকুরে বড় বড় পদ্ম ফুল ফুটিয়াছে। আমি যেন এপদ্ম হইতে ওপদ্মে লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছি এমন সময় দেখি তুমি স্নান করিতে আসিতেছ। তোমায় দেখিয়াই যেন আমার বড় লজ্জা হইল আর আমি জলে ডুবিয়া গেলাম। তুমি যেন আমার ডুব গালিয়া তুলিলে।

স্বা। আচ্ছা স্বপ্ন দেখে কেন বল দেখি ?

স্ত্রী। জানি না।

স্বা। শুন। দিবসে যে বিষয় দেখি বা শুনি এবং যে বিষয় গাঢ়রূপে চিন্তা করি রাত্রে প্রায় সেই বিষয়ের স্বপ্ন দেখি। কখন কখন এরূপ ঘটে যে ঐ অভিনব ঘটনা ও অভিনব চিন্তার সহিত পূর্ব্বের কোন ঘটনা ও অভিনব চিন্তার সহিত পূর্ব্বের কোন ঘটনা বা চিন্তা মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব স্বপ্নের উৎপত্তি করে।

এডিনবরা নগরে কোন চিকিৎসালয়ে এক পীড়িতা স্ত্রী স্বপ্নে এমন কতকগুলি রোগীর নাম করিত যে তাহার মধ্যে এক জন ও সে সময়ে সে চিকিৎসা-লয়ে ছিল না। কিন্তু পরে অনেক অনুসন্ধান করায় জানা গেল যে দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন ঐ স্ত্রীলোক আর একবার ঐ চিকিৎসালয়ে কোন পীড়ার শান্তি করিতে আসিয়াছিল এক্ষণে সে স্বপ্নে সেই সময়ের কতকগুলি রোগীর নাম করিত।

২।—কোন কোন সময়ে শারীরিক অবস্থার সহিত মানসিক ভাব মিশ্রিত হইয়াও স্বপ্নের উৎপত্তি হয়।

গ্রেগোরি সাহেব বলেন যে এক সময়ে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলে পর তিনি গরম জলে পা রাখিয়া শয়ন করেন। পরে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন যেন এটনা পর্ব্বতের উপর বেড়াইতেছেন এবং তাঁহার পা দুখানি অতিশয় উত্তপ্ত বোধ হইতেছে। এই সাহেব এক সময়ে বিসুবিয়স পর্ব্বতে গিয়াছিলে এবং তথায় ভ্রমণ করিবার সময় তাঁহার পদতলে ভয়ানক উত্তাপ লাগিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি

স্বপ্নে বিস্নবিয়াস পর্ব্বতে ভ্রমণ না করিয়া এটনা পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে ছিলেন।

স্ত্রী। এরূপ হইল কেন ?

স্বা। কারণ এই যে তিনি স্বপ্ন দেখিবার পূর্ব্বে এক খানি পুস্তকে এটনা পর্ব্বতের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। সুতরাং এটনা পর্ব্বতটীর বিষয় তাঁহার মনে বিশেষরূপে জাগরুক ছিল এবং পূর্ব্বোল্লিখিত শারীরিক অবস্থা হেতু স্বপ্নে এটনা পর্ব্বতই আসিয়া উপস্থিত হইল।

শারীরিক অবস্থা প্রযুক্ত গ্রেগোরি সাহেব আর এক সময়ে আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়া ছিলেন।

শীতকালে এক সময়ে শয়ন করিবার পর স্বপ্ন দেখিলেন ভয়ানক শীতে কাতর হইয়া হড্সন্ উপসাগরের খাঁড়িতে বাস করিতেছেন। পরে জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার গাত্রে বস্ত্র নাই এবং তৎপ্রযুক্ত তিনি শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন। এই স্বপ্ন দর্শনের কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ সাহেব ঐ খাঁড়ির ভয়ানক শীতের বিষয় এক খানি পুস্তকে পাঠ করিয়া ছিলেন। সেই পুস্তকে পঠিত বৃত্তান্তের সহিত

তাঁহার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার সংযোগ হইয়া এই স্বপ্নের উৎপত্তি হয়।

৩। কোন কোন সময় দুই জন লোক এক প্রকার স্বপ্ন অবলোকন করে।

স্ত্রী। কেন?

স্বা। কারণ এই যে যখন দুই জন ব্যক্তি এক প্রকার অবস্থায় পতিত হইয়া কিম্বা এক প্রকার ঘটনা অবলোকন করিয়া এক প্রকার বিষয় চিন্তা করে তখনি নিদ্রাবস্থায় তাহাদের মনে এক প্রকার স্বপ্নের আবির্ভাব হয়।

৪। কখন কখন সামান্য ঘটনা হেতু ভয়ানক স্বপ্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রিড্ সাহেব লিখিয়াছেন, যে এক বার, তাঁহার পীড়ার সময় মাথায় বিষ লেপন করিলে তাঁহার অতিশয় যাতনা হওয়াতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যেন কতিপয় দস্যু হস্তে পতিত হইয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার মস্তকে ভয়ানক প্রহার করিতেছে।

৫। কাহার কাহার এ প্রকার প্রকৃতি থাকে যে নিদ্রাবস্থায় তাহাদের কর্ণ যাহা কিছু বলা যায় তাহারা তাহাকে স্বপ্ন জ্ঞান করে।

পূর্ব্বোক্ত গ্রেগোরি সাহেব লিখিয়াছেন যে এক সময়ে লুইস বর্গ নামক স্থানে এক দল সেনা যাত্রা করিয়াছিল ঐ সেনার মধ্যে এক জনের এরূপ প্রকৃতি ছিল যে সে নিদ্রা যাইলে তাহার কর্ণে যে কথা বলা যাইত সে তাহাকে স্বপ্ন বোধ করিত। কোন সময়ে তাহার সঙ্গীগণ তাহার হস্তে একটী পিস্তল দিয়া তাহার কর্ণে একটী ভয়ানক বিবাদের কথা বলিতে লাগিল এবং যখন তাহারা সেই বিবাদের প্রতিপক্ষীয় দলের উপস্থিত হইবার কথা বলিল অমনি সে পিস্তলের আওয়াজ করিল। আর এক সময় তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহার কানে কানে কহিল 'তুমি জাহাজ হইতে সমুদ্রের জলে পড়িয়াছ'। ইহা শুনিবামাত্র সে আপনার হস্তপদ সঞ্চালন পূর্ব্বক সন্তরণ দিবার ন্যায় অঙ্গ ভঙ্গি করিতে লাগিল। পরে তাহারা কহিল 'তুমি সাবধান হও, তোমাকে হাঙ্গরে দংশন করিতে আসিতেছে'। এই কথা বলিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ জল মগ্ন হইবার মানসে ঝম্প প্রদান করাতে আপন শয়ন হইতে জাহাজের উপর পরিচ্যুত হওয়ায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল।

৬। অনেকের বুদ্ধি জাগ্রতাবস্থায় যাহা সম্পন্ন

করিতে না পারে স্বপ্নেতে অবলীলাক্রমে তাহা নির্ব্বাহ করে। এমন অনেক লোক আছে যে তাহারা কঠিন কঠিন অঙ্ক দিবসে কষিতে পারে না কিন্তু রাত্রে হঠাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া স্বপ্নাবস্থায় অঙ্ক কষিতে বসে এবং দিবসে যাহা অতি কঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছিল স্বপ্নাবস্থায় সেটী অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া থাকে।

এক উকিল কোন এক মোকদ্দমা লইয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া ছিল। কিছু দিন পরে তাহার স্ত্রী এক রাত্রে দেখিল যে তাহার স্বামী হঠাৎ নিদ্রা হইতে উঠিয়া আপনার লিখিবার স্থানে গমন করিয়া কতকগুলি কাগজ পত্র লিখিয়া শয়ন করিল। পর দিন প্রাতঃকালে ঐ উকিল তাহার পরিবারকে কহিল যে আমি কল্য স্বপ্ন দেখিয়াছি যে আমার অধীনস্থ মোকদ্দমার বিষয় আমি সুচারুরূপে বোধগম্য করিয়াছি এবং তদ্বিবিষয়ে আপনার পরিষ্কার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি। উহার স্ত্রী উহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া উহার আপন হস্ত লিখিত পূর্ব্ব রাত্রের সেই সমস্ত কাগজ পত্র উহাকে প্রদান করিল, এবং সে ব্যক্তি তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল।

বিধবা বিবাহ।

স্বা। আজ মুখখানা অত ভারি ভারি কেন?

স্ত্রী। আর সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

স্বা। কি? কি? কি?

স্ত্রী। আমার ছোট ভগিনী বিধবা হইয়াছে।

স্বা। বয়স বুঝি এই বার না তের বৎসর।

স্ত্রী। আর যতই হউক চিরকালটী মহাকষ্ট ভোগ করিতে হইবে। আহা! মা মরেছেন না বেঁচেছেন। মা থাকিলে আজ জামায়ের শোকেই মরিতেন।

স্বা। আবার বিবাহ দিলেইত হয়।

স্ত্রী। সে আবার কেমন কথা। পাগল হইলে নাকি? যাও যাও এখান হইতে যাও। ভাল লাগেনা। দুঃখের সময় তামাসা?

স্বা। তামাসা কিছুই করিতেছি না। আমি এত নির্দ্দয় এত পাপী নহি যে বালবিধবার নিদারুণ অবস্থার বিষয় লইয়া তামাসা করিব। যখন স্বামী গিয়াছে তখন ইহ জীবনের সকল সুখই গিয়াছে। স্বামী স্ত্রীলোকের সংসার সাগরের এক মাত্র তরণি

সে তরণী যখন জলে ডুবিয়াছে তখন আর উপায় নাই, তাহাকে চির কাল অনন্ত ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু যদি তার মগ্ন তরির পরিবর্ত্তে আর এক খানি তরি দেওয়া যায় তাহা হইলে কি তার কষ্ট যায় না। পুরুষের স্ত্রী যায় আবার স্ত্রী পায়, কিন্তু স্ত্রীর স্বামী যাইলে স্ত্রী আবার স্বামী পাইবে না কেন? স্বামী স্ত্রীলোকের ইহ জীবনের সমস্ত সুখের উপায়, স্বামী-বিহনে স্ত্রী দশদিক শূন্য দর্শন করে, অতএব যদি বালবিধবার আবার বিবাহ দেওয়া যায় তাহা হইলে কি তার পূর্ব্বের সুখ বজায় হয় না? সে কি দশ দিকে অন্ধকারের পরিবর্ত্তে আলোক দেখে না?

স্ত্রী। সব স্বীকার করি কিন্তু তাহা হইলে আর স্ত্রীর সতিত্ব থাকে না।

স্বা। আমি সকল বিধবাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি না। যে বিধবার বিবাহ না দিলে ব্যভি-চারিণী হইবার সম্ভাবনা এবং যাহার বিবাহ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা আছে এমন বিধবারই বিবাহের বিষয় বলিতেছি। যার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই সে সতী-সাবিত্রী। যার মৃতস্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি, অনন্ত প্রেম, এমন সতীকে বিবাহ করিতে বলাও যা,

আর তাহার মাথায় বজ্রাঘাত করাও তা। যে বাস্তবিক সতী সে কি আর বিবাহ করিতে চায়? তার মৃত স্বামীই ধ্যান, তার মৃত স্বামীই জ্ঞান, মৃত-স্বামীই পূজ্য দেবতা। এ প্রকার সতীর বিবাহের বিষয় আমি বলিতেছি না। যে বিধবার বিবাহে ইচ্ছা আছে তাহার বিবাহ না দিলে সে দুশ্চরিত্রা হইয়া সমাজের পাপ প্রবাহ স্ফীত করিতে পারে।

স্ত্রী। স্ত্রীলোক স্বাভাবিক লজ্জশীলা মনের কথা সকলকে বলিতে যায় না।

স্বা। কন্যা বিধবা হইবার ছয় মাস বা এক বৎসর পরে পিতা মাতার কর্ত্তব্য যে বিবাহে কন্যার মত আছে কি না বিশেষরূপে জানা। কন্যার মা এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করিলেই জানিতে পারেন। কন্যার সখী দিগের নিকট হইতে কন্যার মনের ভাব অনায়াসে জানিতে পারা যায়।

স্ত্রী। কিন্তু আমরা হিন্দু। হিন্দু শাস্ত্রে কি বিধবা বিবাহের বিধি আছে।

স্বা। পরাশর মুনি এ বিষয়ে বিধি দিয়াছেন—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধিয়তে॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত।

আর যদি শাস্ত্রে উল্লিখিত না থাকিত তাহা হইলে বিচার দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে বিধবা বিবাহ ন্যায়ানুগত কি না। এ বিষয়ে তার্কিক চূড়ামণি অক্ষয় কুমার দত্ত যে কয়টী অকাট্য যুক্তি দিয়াছেন তাহা তোমায় দেখাই।

এই দেখ তিনি কি লিখিতেছেন ঃ—স্ত্রী বিয়োগ হইলে পুরুষেরা পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়া যদি পাপগ্রস্ত না হয় তবে স্বামীর মৃত্যু হইলে, স্ত্রীরা পুনর্ব্বার অন্য পতির পাণিগ্রহণ করিলে কি নিমিত্ত অধর্ম্ম দোষে দূষিত হইবে তাহা কোন ক্রমে নির্দ্ধারণ করা যায় না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই স্বভাব এ বিষয়ে তুল্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়। ঐ উভয় জাতিরই কাম আছে, স্নেহ আছে, প্রীতি আছে; ধর্ম্ম জ্ঞান আছে ইহাতে এক জাতিই বা কি জন্য উদ্বাহ বন্ধনে অধিকারী হইল এবং অপর জাতিই বা কি জন্য সে বিষয়ে বঞ্চিত রহিল তাহা কোন মতেই অনুভূত হয় না। ব্যভিচার দোষ স্ত্রীপুরুষ

উভয় জাতির পক্ষেই গুরুতর পাতক বলিয়া ধর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই। যখন এক জাতি পুন-র্ব্বার বিবাহ করিয়া উক্ত পাতকে লিপ্ত না হয় তখন অন্য জাতি দ্বিতীয় বার বিবাহিত হইলে তাহারও পাপগ্রস্ত হইবার কোন কারণ উপলব্ধ হয় না। যদি অপত্যোৎপাদন ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন উদ্বাহ বন্ধনের উদ্দেশ্য হয় তবে অবীরা অবলারা ঐ সমস্ত সুবিহিত কার্য্য সম্পাদনার্থ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে কি নিমিত্ত অধিকারিণী নহে তাহা কোন রূপেই প্রতীত হয় না। পরমেশ্বর আমাদিগকে যদর্থে যে বৃত্তি দিয়াছেন তদর্থে সেই বৃত্তি নিয়োজন করা কর্ত্তব্য। কোন বৃত্তির এক বারে রোধ বা উৎসেদ করা তাঁহার অভি প্রেত নহে। আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদয় বিহিত বিষয়ে নিয়োজিত না হইলে অবিহিত বিষয়ে অনুরক্ত হইয়া উঠে। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া যদি পুরুষ দিগের পুনঃ সংস্কার ধর্ম্ম সঙ্গত কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় তবে পতি বিয়োগ হইলে স্ত্রীদিগের ও পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণ হওয়া বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

স্ত্রী। আচ্ছা যদি বিধবা বিবাহ্ শাস্ত্র সম্মত তবে ভারতে বিধবা বিবাহ্ প্রচলিত নহে কেন ?

স্বা। প্রাচীন কালে ভারতে বিধবা বিবাহ্ প্রচলিত ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ্ করা যায়। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। মহাভারত পড়িলেই জানিতে পারিবে যে অর্জ্জুন বিধবা বিবাহ্ করিয়াছিলেন।

স্ত্রী। তুমি সে দিন বিধবা বিবাহ্ বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলে সেটী আমার শুনিতে ইচ্ছা করে আচ্ছা তুমি সে বক্তৃতাটী পড় না আমি শুনি।

স্বা। তবে শুন ঃ—

ভাই ভগিনীগণ !

আজ আমি তোমাদিগের নিকট একটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। হিন্দুসমাজে ইহার নাম করিলে অনেকে খড়্গ হস্ত হইয়া থাকেন কিন্তু অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবিষয়ের পোষকতাও করিয়া থাকেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের দেশে এ বিষয় লইয়া মহা আন্দো-লন করিয়াছিলেন এবং আবার করিতেছেন। তিনি কতকগুলি বিধবারমণীর বিবাহ দিয়াছেন এবং

গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া বিধবা বিবাহের আইন বিধি বদ্ধ করিয়াছেন। বিধবা দিগের অসহ্য যন্ত্রণার বিষয় কেহ বোধ হয় এক বারও চিন্তা করেন না। ইহার কারণ এই যে আমরা স্বার্থপর, আমরা পরের দুঃখে দুঃখিত হইতে শিখি নাই আমাদের শিক্ষা যে প্রকার কার্য্যও চিন্তা ও সে প্রকার। আমরা আপন বই জানি না—স্ত্রীবই চিনি না—আপনার সুখের জন্যই ব্যস্ত—আপন সুখের জন্যই চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত। আমি চব্যচস্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার ভোগে প্রমত্ত রহিয়াছি আর আমার বাটীর পার্শ্বে এক জন বিধবা অন্নাভাবে কাতর হইয়া দশ দিক শূন্য দেখিতেছে। বস্তুতঃ আমরা পরের জন্য ভাবিনা—আপনার হইলেই হইল। কত বিধবা অনাহারে মারা যাইতেছে, কত বিধবা অর্থাভাবে সন্তানের ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া পর গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কত প্রকারে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতেছে, তাহা আমরা ভাবিনা। ভাবিব কি? আমরাই যে মহা পাতকি—মহা অত্যাচারী, আমরা যে কত বিধবার অশ্রু জলের কারণ—কত নিরাশ্রয়া বাল বিধবার মর্ম্মবেদনার হেতু।

ভাই ভগিনীগণ!

একবার ভাবিয়া দেখ কত বিধবা রিপুযন্ত্রণায় অধীর হইয়া আত্মীয়গণের কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়া কুপথে পদার্পণ করিতেছে। আমাদের কত ভগিনী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতেছে কত ভগিনী লৌকিক মান রক্ষার্থ ভ্রূণ হত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিতেছে। এক বার কাণ পাতিয়া শুন কি হৃদয় বিদারক হাহাকার রব হিন্দু-সমাজের চারিদিক হইতে উত্থিত হইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে। এক বার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত কর—হৃদয়ে দয়ারসের সঞ্চার কর—তাহার পর ভাবিয়া দেখ কত অবলা অনাহারে মনের কষ্ট মনে চাপিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। এ সব দেখিয়া এ সব শুনিয়াও কি পাষাণ হৃদয় ফাটিবে না—প্রাণ হুহু করিয়া কাঁদিবে না।

যদি না কাঁদিয়া থাকে তো এস—কল্পনা পথে এস—কল্পনার চক্ষে দেখ, এক ক্ষুদ্র পল্লীর একটী পার্শ্বে এক সামান্য কুটীর। সেই কুটীরের দ্বারে একত্রিংশৎবর্ষ বয়স্কা রমণী একটী অষ্টম বর্ষিয়া বালিকার কবরী বাঁধিয়া দিতেছে। প্রত্যহ যে

প্রকারে কবরী বাঁধিয়া দিত আজত তত যত্নবতী নহে! আজ মায়ের মুখে সে হাসি নাই কেন? মেয়ের প্রতি সে আদর সম্ভাষণ নাই কেন?

ভাই ভগিনী! যদি পার দেখ দেখি মায়ের হৃদয়ের স্তরে স্তরে জামাতৃ শোকের আগুণ হুহু করিয়া জ্বলিতেছে কি না? প্রাণসমা বালিকা কন্যার ভাবী দশা ভাবিতে ভাবিতে সে শোকাগ্নি অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইতেছে কি না। ঐ দেখ মায়ের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইতেছে। আবার দেখ চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল—এক বিন্দু উষ্ণ জল বালিকার পৃষ্ঠে পতিত হইল। আর ঐ বালিকা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে 'মা কাঁদিস কেন?'। মা কি উত্তর দিবে? মা বলিল 'না মা কিছু নয়'। বালিকার মন এই উত্তরে শান্ত হইল; মা আবার কবরী বাঁধিতেছেন। কবরী বাঁধা শেষ হইল, মা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছে এমন সময়ে বালিকা জিজ্ঞাসা করিতেছে 'কই মা আজ আমায় সিঁদুর পরয়ে দিলে না'। হায়রে মায়ের প্রাণে সে প্রশ্ন সর্পের ন্যায় দংশন করিল। মা কি উত্তর দিবে ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছে না, জামায়ের শোকে বুক ফাটিছে।

আর শোকের বেগ হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। বালিকা এখন বুঝিল যে তাহারই কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বালিকার কোমল চক্ষে অশ্রু বিন্দু দেখা দিতেছে—বালিকার কোমল প্রাণে একটু ব্যথা লাগিয়াছে।

হে হিন্দু! হে তার্কিক! এক বার এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যটী দেখ এবং তাহার পর বল এ বালিকার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না।

স্ত্রী। থাক আর বলিতে হইবে না। বিধবা বিবাহ হওয়া যে উচিত তাহা বেস বুঝিয়াছি। আমার ভগিনীর বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

স্বা। নিশ্চয়ই চেষ্টা করিব।

বই খানি হস্ত হইতে ভূমে পড়িল কেন ?

স্বা। বই খানি হাত হইতে ভূমে পড়িল কেন?

স্ত্রী। সকল দ্রব্যই ভূমে পড়ে। কেন আবার কি?

স্বা। সকল কার্য্যেরই কারণ আছে। একটী জিনিস পুড়িতেছে উহার কারণ আগুণ। যাহাতে

আগুণ লাগিবে তাহাই পুড়িবে। তোমার উদরের পীড়া হইল কারণ তুমি অতি—ভোজন করিয়া ছিলে। এই প্রকার সকল কার্য্যেরই কারণ আছে। কারণ ছাড়া কার্য্য নাই। ইহা স্বীকার করত।

স্ত্রী। হাঁ অবশ্য স্বীকার করি।

স্বা। সকল কার্য্যেরই যখন কারণ আছে তখন এই বই খানি যে ভূমে পড়িল ইহার কি কিছু কারণ নাই?

স্ত্রী। কোথাও থাকিবার স্থান যদি না পায় তবে অবশ্য পড়িবে।

স্বা। কোথাও থাকিবার স্থান যদি না পায় তাহা হইলে ভূমিতেই আসিবে কেন?

স্ত্রী। নতুবা থাকিবে কোথা? থাকিবার ত একটী স্থান চাই। ভূমিবই আর থাকিবার স্থান পায়না তাই ভূমিতে আসিয়া পড়ে।

স্বা। উহা কেমন করিয়া জানিল যে ভূমি বই উহার থাকিবার আর স্থান নাই? উহা চেতন না অচেতন?

স্ত্রী। অচেতন।

স্বা। অচেতন পদার্থ কখন আপনি এক স্থান

হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে? অচেতন পদার্থের নড়িবার বা চলিবার কি শক্তি আছে?

স্ত্রী। না। অচেতন পদার্থের নড়িবার বা চলিবার শক্তি নাই। উহা আপনি একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পরেনা।

স্বা। তবে বই কি প্রকারে আপনি ভূমিতে পড়ে।

স্ত্রী। জানি না।

স্বা। অচেতন পদার্থ আপনি কিছুই করিতে পারে না। উহাকে যেমন অবস্থায় রাখ তেমনি অবস্থায় থাকিবে। উহাকে চালাও চলিবে থামাও থামিবে ঘুরাও ঘুরিবে।* যে স্থানে উহা আছে সে স্থান হইতে টান অন্য স্থানে আসিবে।

স্ত্রী। সব স্বীকার করি কিন্তু বই খানিকে ত কেহ টানে নাই তবে কেন ভূমে আসিয়া পড়িল?

স্বা। এখন পথে এস। এই বার সব ঠিক্ হইবে। তুমি বলিতেছ বই খানিকে কেহ টানে

---

* জড় পদার্থের ধর্ম্ম এই উহাকে চালাও বরাবর চলিবে। তবে একটী ঢিল ছুড়িলে যে আবার ভূমে পড়ে তাহার কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ এবং বায়ুর প্রতি বন্ধক। স্বামী স্ত্রীকে এ বিষয়টী বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবেন।

নাই। কিন্তু না টানিলে উহার ত নড়িবার ক্ষমতা নাই। অবশ্য উহাকে কেহ টানিয়াছে।

স্ত্রী। কে টানিল?

স্বা। যাহাতে আসিয়া পড়িয়াছে তাহাই টানিয়াছে।

স্ত্রী। ভূমি?

স্বা। হাঁ। পৃথিবী নিশ্চয়ই উহাকে টানিয়াছে।

স্ত্রী। পৃথিবী কি প্রকারে টানিবে? পৃথিবীও ত অচেতন পদার্থ। অচেতন পদার্থ আপনি কিছুই করিতে পারে না।

স্বা। অচেতন পদার্থ আপনি কিছুই করিতে পারে না বটে কিন্তু জগদীশ্বর পৃথিবীকে এবং সমস্ত পদার্থকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। জগতের যাবতীয় পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। তোমার দেহ আমার দেহকে আকর্ষণ করিতেছে আমার দেহ তোমার দেহকে আকর্ষণ করিতেছে। এই ঘরের যাবতীয় পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; তবে যে জিনিস যত বড় সে জিনিসের আকর্ষণ তত অধিক। পৃথিবী অন্যান্য সকল পদার্থ অপেক্ষা অতিশয় বৃহৎ এজন্য ইহার

আকর্ষণ অন্যান্য পদার্থের আকর্ষণ অপেক্ষা এত অধিক যে সকল পদার্থই ইহাতে আসিয়া পড়িতেছে অর্থাৎ ইহারই আকর্ষণই আমরা অনুভব করিতে পারি। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত সারআইজাকনিউটন প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেন। তিনি এক দিন একটী বাগানে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একটী আতা বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইল। অমনি নিউটনের চিন্তাশীল মন সেই দিকে যাইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন আতাটী অচেতন পদার্থ উহার চলিবার বা নড়িবার কোন ক্ষমতা নাই তবে উহা কি প্রকারে ভূতলে পতিত হইল। পরে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন 'পৃথিবীর শক্তিদ্বারাই উহা ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং এই আকর্ষণ শক্তিদ্বারা যাবতীয় পদার্থ ভূতলে পড়িতেছে।

এখন বুঝিলে বই খানি হাত হইতে ভূমে পড়িল কেন ?

স্ত্রী। হাঁ বুঝিয়াছি।

ঈশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

স্বা। তুমি কত বড় বৃক্ষ দেখিয়াছ?

স্ত্রী। অশ্বত্থ বট আমাদের দেশে বড় বৃক্ষ। অশ্বত্থ বট অপেক্ষা বৃহত্তর বৃক্ষ আর দেখি নাই।

স্বা। কিন্তু আমি তোমাকে একটা বৃক্ষের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্য হইবে।

স্ত্রী। কি প্রকার বৃক্ষ?

স্বা। আফ্রিকা দেশে বেওবেব্ নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহা অপেক্ষা বড় বৃক্ষ আর নাই। উহার বেড় সচরাচর ৬০।৬৫ হাত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের মধ্যে কোনটা ৪০০০ কোনটা বা ৫০০০ বৎসর জীবিত থাকে।

মরু ভূমি কাহাকে বলে জান?

স্ত্রী। জানি যেখানে ক্রমাগত বালি ধূধূ করিতেছে। কোথা ও জল পাওয়া যায়না। রৌদ্রের তেজ অতিশয় প্রখর।

স্বা। মরুভূমিতে আদতে বারি পাওয়া যায়না। কিন্তু ঈশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টি। এই জল শূন্য বালুকা—ময় মরু—ভূমিতে পান্থ পাদপ নামে এক

প্রকার বৃক্ষ আছে সেই বৃক্ষ সতত জলে পরিপূর্ণ। পথিকগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইলে এই বৃক্ষের অনুসন্ধান করিতে থাকে। এইবৃক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহার সুশীতল জল নিঃসৃত করিয়া পান করে।

আর এক প্রকার বৃক্ষের বিষয় বলি শ্রবণ কর। সচরাচর আমরা গোরু মহিষ ছাগল মেষ প্রভৃতি জন্তুর দুগ্ধই পান করিয়া থাকি কিন্তু আমেরিকায় গোপাদক নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার স্কন্ধ হইতে অতি উৎকৃষ্ট দুগ্ধ নির্গত হইয়া থাকে।

স্ত্রী। সেখানকার লোকেরা তাহা পান করে?

স্বা। নিশ্চয়। সে দুগ্ধ অতি সুমিষ্ট।

স্ত্রী। আর কি আশ্চর্য্য বৃক্ষের বিষয় জান বল।

স্বা। আচ্ছা বৃক্ষের ফলে নবনীত প্রস্তুত হয় ইহা কখন শুনিয়াছ?

স্ত্রী। এ প্রকার বৃক্ষ আছে না কি?

স্বা। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তাহার অভাব নাই। আফ্রিকা দেশে মেদ—বৃক্ষ নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার ফলে উৎকৃষ্ট নবনীত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি একবার বিবেচনা করিয়া দেখ।

স্ত্রী। আর আশ্চর্য্য বৃক্ষ কি আছে।

স্বা। মেঘ হইতে বারি বর্ষণ হইয়া থাকে কিন্তু বৃক্ষ হইতে বারিবর্ষণের বিষয় কখন শুনিয়াছ।

স্ত্রী। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য। সে আবার কি প্রকার?

স্বা। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরু নামক দেশে এক প্রকার অদ্ভূত বৃক্ষ আছে।

এই বৃক্ষের বায়ু হইতে বাষ্প আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে, এই শক্তি প্রভাবে চারিদিক হইতে বাষ্প আকর্ষণ করিয়া শরীরস্থ করিতে থাকে এবং সময় বিশেষে শরীরস্থ বাষ্পকে জলে পরিণত করিয়া বৃষ্টির ন্যায় চারিদিকে বর্ষণ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গ্রীষ্মের পরিমাণের যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ঐ বৃক্ষ তত অধিক পরিমাণে বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যখন গ্রীষ্ম প্রভাবে সমুদয় নদ নদী শুষ্ক হইয়া যায় তখন এত অধিক বারি বর্ষণ করে যে বৃক্ষের জলে নিকটস্থ ভূমি খণ্ড জলসিক্ত হইয়া জলা ভূমির মত হইয়া পড়ে।

স্ত্রী। যে দেশে জলাভাবে কৃষি কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে সে দেশে এই বৃক্ষ রোপিত হয় না কেন?

স্বা। ক্রমে হইবে।

স্ত্রী। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য বৃক্ষ আর হইতে পারে না।

স্বা। ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য বৃক্ষ আছে। আমি একটীর বিষয় বলি শুন।

সচরাচর জীবেই জীবাহার করিয়া থাকে কিন্তু বৃক্ষ জীবাহার করিয়া থাকে একথা কখন শুনিয়াছ?

স্ত্রী। সত্য নাকি? চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

স্বা। বিশ্বাস কর। আমি সত্য বলিতেছি। আমার এক জনবন্ধু আমেরিকায় স্বচক্ষে এই বৃক্ষ দেখিয়াছেন।

স্ত্রী। কি প্রকার বৃক্ষ?

স্বা। সে বৃক্ষ অতি আশ্চর্য্য। উহার পাতায় কয় গাছি করিয়া শুঁয়া আছে। যদি কোন কীট ঐ শুঁয়া স্পর্শ করে তাহা হইলে পাতাটী কীটকে লইয়া গুটাইয়া যায় এবং পাকস্থলীর আকার ধারণ করে। পরে পাতার ভিতর হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া ঐ কীটকে জীর্ণ করিতে থাকে। কীট জীর্ণ,

হইলে পর পাতাটী আপনি আবার খুলিয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বৃক্ষের বিষয় আর বলিব না। একটী আশ্চর্য্য লতার বিষয় বলিয়া দুই একটী আশ্চর্য্য প্রাণীর বিষয় বলিব।

স্ত্রী। কি প্রকার আশ্চর্য্য লতা।

স্বা। ইউরোপে রোণ নামে এক নদী আছে। ঐ নদীতে এক প্রকার লতা জন্মে। এই লতা আবার দুই জাতীয়। পুরুষ লতা ও স্ত্রী লতা। দুই জাতিরই শিকড় নদী গর্ভে প্রথিত থাকে। স্ত্রী লতা হইতে একটী মঞ্জরী বহির্গত হয়, এই মঞ্জরীতে একটী ফুল ফুটিয়া নদীর জলের উপর ভাসিতে থাকে। এই মঞ্জরীর এক আশ্চর্য্য গুণ আছে—নদীর জল যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে ঐ মঞ্জরিটীও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ নদীর জল যখন বাড়ে মঞ্জরীটীও বাড়ে এবং যখন কমে মঞ্জরীটীও কমে।

পুরুষ জাতীয় লতা হইতে যে মঞ্জরী বহির্গত হয় তাহা পুষ্প সহিত জলের মধ্যেই থাকে কিন্তু যখন ফুলটী সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন মঞ্জরী হইতে

বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে স্ত্রীপুষ্পের সহিত একত্র হয়।

স্ত্রী। তুই একটী আশ্চর্য্য জীবের বিষয় বল।

স্বা। পুরুভূজ নামে এক প্রকার কীট আছে ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিলে এক এক খণ্ড এক একটী নূতন পুরুভূজ হয়। চারুপাঠ প্রথম ভাগ পাঠ করিলে এ কীটের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবে।

আর এক প্রকার অদ্ভূত জন্তু আছে। ইহা দেখিতে ঠিক্ টিক্‌টিকির মত। ইহাকে ইংরাজীতে সেলেমেণ্ডার কহে, বাঙ্গালায় আগ্নেয় গোধা বা অগ্নি কীট বলিলেও বলা যায়। এই কীট আগুনে পুড়েনা বরফের ভিতর রাখিলে ও মরে না। প্রজ্জ্বলিত আগুনের ভিতর দিয়া ইহা অনায়াসে চলিয়া আসে। এবং দীর্ঘকাল উহাকে বরফের ভিতর রাখিলে উহা জীবিত থাকে। উহার এক আশ্চর্য্যগুণ এই যে উহার যে কোন অংশ ছেদন কর না কেন সে অংশ পুনরায় উৎপন্ন হইবে। এক বার কাট দুই বার কাট যতবার কাট ততবার কর্ত্তিত অংশ উৎপন্ন হইবে—অস্থি সহিত মাংস কাটিয়া লও আবার উৎপন্ন হইবে।

যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী।

স্বা। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী না হইলে সুখ হয় না। স্বামী বিদ্বান আর স্ত্রী মূর্খা, স্বামী সত্য-বাদী স্ত্রী মিথ্যাবাদিনী, স্বামী বিনয়ী স্ত্রী ক্রোধপরায়ণা ও সতত কলহ প্রিয়া, স্বামী একেশ্বরবাদী স্ত্রী ৩৩ কোটী দেবতা বাদিনী ইহা আমাদের ঘরে ঘরে দেখিতে পাই। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা না হওয়াই ইহার কারণ। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী ইহার অতি উচ্চ আদর্শ আজ তোমায় দেখাইব।

স্ত্রী। কি প্রকার।

স্বা। বুদ্ধ দেবের নাম শুনিয়াছ?

স্ত্রী। যিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন।

স্বা। আর?

স্ত্রী। যিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন।

স্বা। আর?

স্ত্রী। আর কিছু জানি না। উঁহার স্ত্রীর নাম কি?

স্বা। গোপা—। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী।

স্ত্রী। বক্তৃতা কর। মনে কর এখানে ৫।৬ শত

লোক আছে—আর তুমি টেবিলের কাছে দাঁড়ায়ে লেকচার দিতেছ।

স্বা। আচ্ছা আমি বক্তৃতা করি তুমি শুন।

* আজ ভারত শক্তিহীন। যে মহাশক্তি প্রভাবে এক সময়ে ভারতের উন্নতি জ্যোতি বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন জন সমাজের মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল সে মহাশক্তির লেশমাত্র আর ভারতে নাই। বস্তুতঃ যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশের পর অন্ধকার গাঢ়তর বলিয়া বোধ হয় ভারতের অন্ধকার ও সেই প্রকার গাঢ়তর বোধ হইতেছে।

সে শক্তি কি? যে শক্তি প্রভাবে ইউরোপীয়গণ ও আমেরিকাবাসীগণ বিজ্ঞানের উচ্চতর সোপান আরোহণ করিতেছেন, বিদ্যুতাগ্নিকে কিঙ্কররূপে পরিণত করিয়াছেন, ৬ দিনে ৬ মাসের পথ যাতায়াত করিতেছেন, সমুদ্রের তলদেশ দিয়া প্রশস্ত পথ প্রস্তুতের প্রয়াস পাইতেছেন এ কি সেই শক্তি? না—এ সে শক্তি নহে—এ সে শক্তির সহিত তুলনীয় নহে।

* এ বক্তৃতার ভাষা সহজ নয় বটে, কিন্তু আশা করি স্ত্রীকে যত্নের সহিত ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিবেন।

বাহ্য জগৎ যে শক্তির ক্রীড়া ভূমি এ সে শক্তি নয়। অন্তর্জগৎ যে শক্তির ক্রীড়া প্রাঙ্গণ এ সে শক্তি। সে শক্তি প্রকাশের জন্য ধনের প্রয়োজন হয় না ধনকে ত্যাগ করিতে হয়। সে শক্তি অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করে না—অন্যের সাহায্যকে পরিত্যাগ করে। সে শক্তি পরিমিত নহে—অপরিমিত—তাহার সীমা নাই—তাহার গতি অনন্তের দিকে। সে হৃদয়ের শক্তি—প্রাণের শক্তি—চরিত্রের মহা বিক্রম। বুদ্ধি-বলে জ্ঞান-বলে বা বাহুবলে সমস্ত ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইলাম সে এক শক্তি, আর পর্ণকুটীরের ধূলি শর্য্যায় শয়ন করিয়া জন সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া ক্রোধের মহা পরাক্রমকে পরাস্ত করিলাম, লোভের মোহিনী মুর্ত্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করিলাম এবং কামের বিশ্বধ্বংসিনী শক্তিকে অভিভূত করিলাম এ অন্য প্রকারের শক্তি। এ শক্তি হৃদয়ে যার সে রাজার রাজা এবং দাসের দাস। সামান্য পর্ণকুটীর তাহার স্বর্গ স্বরূপ—ভূমি শয্যা ধনাঢ্যের পুষ্প শর্য্যাপেক্ষা সুখ-দায়িনী ও শ্রান্তি সন্তাপ হারিণী। দিনান্তে বৃক্ষের ফল ভক্ষণে তাহার যে অনুপমা তৃপ্তি পলান্ন ভক্ষণে ধনীর সে তৃপ্তি কোথায়? আমি যাহার জীবন বিষয়ে

বক্তৃতা করিতেছি তিনি এই মহা শক্তির প্রধানতম সাধক।

ভারতবর্ষের উত্তরে তুষারাবৃত হিমালয়। এই হিমালয়ের পাদদেশে পবিত্র কপিল বস্তু। এই নগরে মহামায়ার গর্ভে শুদ্ধদনের ঔরসে সিদ্ধার্থ জন্ম গ্রহণ করেন। জননী প্রসবের কিয়দ্দিবস পরে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন সুতরাং বিমাতা গৌতমীর উপর শিশুর প্রতিপালনের ভার পতিত হইল, গৌতমীও মায়ের অধিক স্নেহে সপত্নী সন্তানের লালন পালন করিতে লাগিলেন। শিশু গৌতমীর স্নেহের কোলে শুক্ল পক্ষের শশধরের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

সিদ্ধার্থ জনক জননীর অনেক আরাধনার অনেক সাধ্য সাধনার ফল সুতরাং যে দিন তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন সেই দিন হইতে পিতা মাতার হৃদয়ে নূতন সুখধারা বহিতে লাগিল। এত দিন রাজার সন্তান ছিল না সুতরাং সুখ ও ছিল না শান্তিও ছিল না। সন্তান হইল না বলিয়া রাজার মহা দুঃখ। রাজ্য ভাল লাগে না, আহার ভাল লাগে না, নিদ্রা ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না। পৃথিবী যেন দুঃখময়ী, রাজ সিংহাসন যেন কণ্টকময়।

বস্তুতঃ শুদ্ধোদন সন্তান পিপাসায় অধীর হইয়া ছিলেন—সে পিপাসা এত দিনের পর শান্ত হইল। দুঃখময়ী পৃথিবী সুখময়ী বেশে প্রতীয়মান হইল কণ্টকময় সিংহাসন পুষ্পময় বলিয়া বোধ হইল। সন্তানের মুখচন্দ্র দর্শনে হৃদয়চকোর পরিতৃপ্ত হইল। আনন্দে হৃদয় নাচিতে লাগিল—স্নেহেহৃদয় গলিয়া গেল—চক্ষে আনন্দাশ্রুর ধারা বহিল—বক্ষস্থল ভাসিল —শুদ্ধোদন আনন্দসাগরে একেবারে ডুবিলেন। বহু দিনের পর দরিদ্রের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল—বস্ত্রহীন বস্ত্র পাইল—অন্নহীন অন্ন পাইল—অভাবীর অভাব পূর্ণ হইল। সিদ্ধার্থের জন্মে নগর কোলাহলময়-প্রজা সকল আনন্দময়। কিন্তু এ আনন্দ কয় দিনের জন্য ?

জ্যোতিষিক গণনাদ্বারা রাজা অবগত হইলেন পুত্র সংসারে থাকিবে না পৃথিবীর মুক্তির জন্য সন্ন্যাসী হইবে। রাজা সতত সতর্ক যাহাতে পুত্রের হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার না হয়; যেন না পুত্র নগরের বাহিরে গমন করে, কারণ জ্যোতিষিকগণ গণনাদ্বারা বলিয়াছেন যে ৪টী দৃশ্য দর্শনে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগী হইবেন। সে ৪টী দৃশ্য এই ঃ—১ম

বৃদ্ধ, ২য় রোগী, ৩য় শব এবং ৪র্থ সন্ন্যাসী। যাহা হউক রাজা পুত্রের শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন পুত্রও অল্প কাল মধ্যে অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন। জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমারের চিন্তাশীলতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যখন হৃদয়ে কোন প্রশ্নের উদয় হয় অমনি ঘোর চিন্তায় ডুবিয়া যান। বাল্য বয়সে এত চিন্তা শীলতা কখন কাহারও দেখা যায় নাই। সে আশ্চর্য্য গভীর চিন্তা। সে চিন্তা সাগরে যখন সিদ্ধার্থ ডুবিতেন তখন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান থাকিত না। ক্রমে যত জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই সংসার তাঁহার নিকট অসার বলিয়া বোধ হইল। এ সংসারে কিছুই চির-স্থায়ী নহে সকলই পরিবর্ত্তন শীল। এই আছে এই নাই। আজ যাহা আছে কাল তাহা থাকিবে না। আজ যাহাতে সুখ কাল তাহাতে দুঃখ। আজ যাহাকে মনুষ্য সুখের আশ্রয় ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতেছে কাল তাহা দুঃখের আগাররূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই সকল বিষয় তাঁহার মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না। নিত্য

পদার্থ খুঁজিয়া পান না। রাজার দিব্য প্রাসাদ বহু মূল্য যান, উত্তম বেশভূষা, উপাদেয় পানীয় ও ভোজ্য দ্রব্য সিদ্ধার্থের মনাকর্ষণ করিতে পারিল না বরং এই সকল বিলাস দ্রব্য তাঁহার চক্ষে বিষবৎ প্রতীয়মান হইল। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শে মনুষ্য প্রমর্ত্ত; সিদ্ধার্থ তাহাতে অসুখী—সুখের জিনিস সিদ্ধার্থ খুঁজিয়া পান না। সমাজের যে দিকে দৃষ্টি পাত করেন সেই দিকেই দুঃখ ও যন্ত্রণার রোদন ধ্বনি—চারি-দিকে অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার ময়ী মরুভূমি।—সুখ নাই—নিরবচ্ছিন্ন সুখের চিহ্ন মাত্রও নাই; যাহা আছে তাও অনিত্য—সম্পূর্ণরূপে দুঃখের সহিত জড়িত।

পুত্রের এই সকল ভাব দর্শনে পিতা ভীত ও শঙ্কিত হইলেন। কিসে পুত্র সংসারাশক্ত হয় এই বিষয়ের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রীগণ বলিল, মহাশয় সিদ্ধার্থের, বিবাহ দিন সকল ভয় দূরে যাবে। বিবাহের শিকল লৌহের শিকল অপেক্ষাও দৃঢ়তর, এ শিকলে বদ্ধ করিতে পারিলে আর ভয় নাই এই স্থির করিয়া রাজা কুমারের বিবাহ বিষয়ে মতামত জানিবার জন্য মন্ত্রীগণকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন।

কুমার বলিলেন ৭ দিন পরে ইহার উত্তর দিব। কুমারের জীবনের মহা সমস্যা উপস্থিত। কি করিবেন কিছু স্থির করিতে পারিতেছেন না। মহা বিপদে পড়িলেন। হৃদয়সাগরে প্রশ্ন তরঙ্গের পর প্রশ্ন তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। মহা চিন্তা ঝটিকায় হৃদয় সাগর আন্দোলিত হইল। এক দিন ভাবিলেন সংসারী হইয়া কি করিব? সংসারে সুখ কোথায়? এত দিনে ও ত কিছু সুখ পাইলাম না তবে আর সাংসারিক সুখের আবশ্যক কি? গহন বনে রিপু সকলকে দমন করিব, গভীর ধ্যানে মগ্ন হইব এই আমার প্রাণের মহা তৃষ্ণা, স্ত্রী কি এতৃষ্ণা দূর করিতে সমর্থ হইবে? আর এক দিন ভাবিলেন শত কীট দংশনে বাহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত, পৃথিবীও আপনার দুঃখে যাহার হৃদয় জর্জ্জরিত; কিসে পৃথিবীর দুঃখ দূরে যাইবে এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত যাহার জীবনের মহান উদ্দেশ্য, মায়া মোহ প্রভৃতি বন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ যাহার জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য সে কি কখন বিবাহ করিতে পারে? আর এক দিনভাবিলেন হৃদয় মন, সর্ব্বস্ব দান না করিলে মানবের অশেষ দুর্গতি ঘুচিবে না—আপনার সুখে জলাঞ্জলি না দিলে জীবনে

কিছু হইবে না। কিন্তু আমার এক আত্মা আমি ইহা কয় জনকে দিব—পৃথিবীকে না স্ত্রীকে? পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে প্রহরে প্রহরে এই সকল গভীর চিন্তা তাঁহার হৃদয় প্রাকে আলোড়িত করিতে লাগিল। এক দিনে সকল সংশয় ঘুচিয়া গেল—সিদ্ধার্থ গভীর চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ভাবিলেন, সংসারে থাকিয়াই মুক্তি লাভ করিতে হইবে, সংসারই ধর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত স্থান। ধর্ম্ম সাধনের জন্য যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করে তাহারা ভ্রমে পরিপূর্ণ। সকলেই যদি সংসার পরিত্যাগ করে তাহা হইলে সৃষ্টি থাকে না। বনে প্রলোভন নাই সুতরাং সে স্থানে ধর্ম্ম পালন সহজ কথা। যদিপ্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিলাম তবে আর আমার হৃদয়ের শক্তি কোথায়? স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিবৃত হইয়া, লোভকে পদদলিত করিয়া, কামের বক্ষে প্রচণ্ডাঘাত করিয়া—স্নেহকে বশীভূত করিয়া, সংসারে বসিয়া যোগী হইতে হইবে। আপনি যাহাতে সংসারে যোগী হইয়া অপর সাধারণকে যোগী করিতে পারি তাহারই উপায় দেখিতে হইবে, অতএব আমার বিবাহ প্রয়ো-

জন। অনেক চিন্তার পর সিদ্ধার্থ এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

অনন্তর মাতুল পুত্রী গোপার সহিত বিবাহ হইল। মনের মত স্ত্রী পাইয়া সিদ্ধার্থ মহাসুখী হইলেন— স্ত্রীর প্রেমে ডুবিতে লাগিলেন; আর সে সব ভাব মনে নাই, গোপাকে পাইয়া সব ভুলিয়াছেন। কিন্তু আগ্নেয় গীরি আর কত দিন শান্ত থাকিবে?

কুমার এক দিন শয্যায় নিদ্রিত আছেন—রজনী প্রভাতা প্রায় হইয়াছে এমন সময়ে বন্দিনীগণ কুমারের নিদ্রাভঙ্গের জন্য মাঙ্গলিক গীত আরম্ভ করিল। সে গীতের ভাব এই প্রকার ঃ—

ত্রিভূবন জ্বরার জ্বালায় অস্থির, রোগের অত্যাচারে প্রপীড়িত এবং দুঃখতাপে সতত প্রজ্জ্বলিত। মরণের আগুণ চারিদিকে জ্বলিতেছে, এ পৃথিবীর পরিত্রাণ কি সে হইবে? এ জগৎ শারদীয় মেঘের ন্যায় অস্থায়ী ও অনিত্য, এ পৃথিবী জন্মও মৃত্যুর রঙ্গ ভূমি। বেগবতী গিরিনদীসম এ মানব জীবন নভোমণ্ডলস্থ চপলার ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। মৃগ যেমন লোভে পড়িয়া ব্যাধের জালে জড়িত হয় সেই-

রূপ নরনারী সকল সুন্দররূপ, মনোহর শব্দ, স্নিগ্ধ গন্ধ, রস ও স্পর্শ সুখে অভিভূত হইতেছে। * *

হে মুনে॥ এ পৃথিবীর যাহাতে উদ্ধার সাধন হয় তাহা কর।

চন্দ্র পশ্চিমাকাশের নিম্ন দেশে ডুবিতেছে এবং উষাদেবী পূর্ব্বাকাশ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে এমন সময়ে বিহঙ্গ কলরব মিশ্রিত স্ত্রী কণ্ঠ বিনির্গত এই উচ্চভাব পরিপূর্ণ সঙ্গীত কুমারের শ্রবণে অমৃত বর্ষণ করিল। এই গাথার মোহিণী মৃতসঞ্জীবণী শক্তি কর্ণ ভেদ করিয়া কুমারের হৃদয়ের তারে তারে ঝঙ্কার তুলিল—বৈরাগ্যের বাদ্য তালে তালে হৃদয়ে বাজিতে লাগিল, কুমার এক মনে সে বাদ্য শ্রবণে অভিভূত বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। মৃত মনে জীবন সঞ্চারিত হইল—ক্ষণ কালের জন্য কুমার আত্মহারা হইলেন—বদ্ধ নিশ্বাস হইলেন; আপনাকে ভুলিলেন, জগৎ ভুলিলেন, পিতা মাতার স্নেহ, গোপার প্রেম, সকলই ভুলিলেন, কুমার হৃদয়ের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিলেন—ঘোর চিন্তায় ডুবিলেন। ভাবিতেছেন—গভীররূপে ভাবিতেছেন কিসের ভাবনা? ঐ দেখ

কুমারের বাহ্য জ্ঞান নাই অথচ মধ্যে মধ্যে উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস যেন মর্ম্ম গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া নাশাপথে অগ্নি শিখা জ্বালিতেছে; নিমিলিত চক্ষু ভিতরে রক্তাভ হইতেছে এবং ঘুরিতেছে, শরীর থাকিয়া থাকিয়া সিহরিত ও কণ্টকিত হইতেছে; চক্ষু হইতে অবিরত জল ধারা বহিয়া বক্ষস্থল ভাসাইতেছে। আর গোপাকে ভাল লাগে না, সংসার ভাল লাগে না। হৃদয়ে যে বলবতী তৃষ্ণা সে তৃষ্ণা কিসে নিবারিত হইবে? সিদ্ধার্থ দেখিলেন তিনি দিন দিন ঘোর সংসারী হইতেছেন,—মায়া দণ্ডে দণ্ডে সংসার ভূমে বদ্ধমূল হইতেছে; অতএব এই বার সাবধান হওয়া উচিত, আর নয়, বিষবৃক্ষ অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে হইবে। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে কুমার কোন নির্জ্জন-প্রদেশে ধ্যান করিতে বসিলেন। ধ্যানের অদ্ভুত শক্তিতে তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হইল সংসার-সুখ ক্রমে বিরক্ত কর হইয়া উঠিল। এ পৃথিবীতে সকলই অনিত্য, সকলই পরিবর্ত্তনশীল। এ মনুষ্য জীবন কাষ্ঠ ঘর্ষোৎপন্ন অগ্নি সদৃশ—ইহার উৎপত্তি ও বিলয় স্থান কোথায় তাহা কেহ স্থির করিতে পারে না। কিন্তু এই অনিত্য পদার্থের মধ্যে নিশ্চয়ই

এমন কোন নিত্য পদার্থ আছে যাহা প্রাপ্ত হইলে মানুষ চিরশান্তি লাভ করিতে পারে। যদি সে নিত্য পদার্থ আমি লাভ করিতে সমর্থ হই আমি মানুষের নিকট নূতন আলোক আনিতে পারি; যদি আমি নিজে মুক্তহই অপর সকলকে নিশ্চয়ই মুক্তির পথ দেখাইতে পারি; এরূপ ভাবিতে ভাবিতে কুমার গভীর চিন্তায় ডুবিয়া যাইতেন।

এইরূপ চিন্তায় কুমারের দিন কাটিতে লাগিল। একদিন আর থাকিতে পারিলেন না, মানবের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইলেন এবং সংসার ত্যাগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রিয়তমা গোপাকে সবিনয়ে বলিলেন, প্রিয়ে! আমায় ছাড়িয়া দাও—আমার প্রতি সদয়া হও আর আমি বৃথা সংসার সুখে লিপ্ত থাকিতে পারিনা। জ্বালা ও যন্ত্রণার আগুণ চারিদিকে ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে, নিরাশ্রয় নরনারী গণ সেই আগুণে পুড়িতেছে এবং যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছে। কেহ তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করেনা কেহ একবার তাহাদের মুখ পানে তাকায় না, প্রিয়ে! আর কি আমি থাকিতে পারি, আমার প্রাণে শান্তি নাই, সুখ নাই, সচ্ছন্দতা নাই, পৃথিবীর মুক্তির উপায় খুঁজিতে যাই

আমায় বিদায় দাও। আমি সংসারের অনিত্য সুখ লালসায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। আজ হইতে পৃথিবীকে আমার শয়ন শয্যা হইতে দাও, পর্ব্বত কে আমার মস্তকের উপাধান হইতে দাও, নদীর স্বচ্ছ সলিলকে আমার পানীয় হইতে দাও এবং বনের ফল মূলকে আমার আহার হইতে দাও। নবনারী আমার ভ্রাতা ভগিণী এবং সমুদয় পশু পক্ষী আমার বন্ধু হউক। প্রিয়ে আমার প্রতি সদয়া হও। এই বলিতে বলিতে কুমার কাঁদিয়া ফেলিলেন—প্রিয়তমার প্রেমময় মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে কাঁদিলেন গোপাও স্বামীর সে অবস্থা দর্শনে অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের বিষম যন্ত্রণায় পরিচয় দিলেন। অনন্তর সাধ্বী গোপা ভাবিলেন স্বামীর পথে কাঁটা দিবেন না, যাহাতে স্বামী সুখী হন তাহাই করিবেন। এই ভাবিয়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

আগুণ জ্বলিলেই বাতাস বহে, যত বাতাস বহে তত আগুণ জ্বলে যত আগুণ জ্বলে তত বাতাস বহে। সিদ্ধার্থের হৃদয়ে বৈরাগ্যের আগুণ ধুধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল আর চারিদিক হইতে বাতাস আসিয়া সে আ-

গুণকে পলে পলে প্রবলতর করিতে লাগিল। সে পাতার আগুণ নয় যে ক্ষণিক পরেই আপনি নিবিয়া যাইবে। ৪টী দৃশ্য দেখিয়া সিদ্ধার্থ জীবনকে শতধিকার দিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, মনুষ্য কি প্রকারে সুখে মত্ত ধনে পাগল ও অহংকারে গর্বিত হয়। যে মানব জীবনের এক দিকে ব্যাধি সতত ভ্রুভঙ্গি করিতেছে, জরা শুভ্র কেশ ও গলিত চর্ম্ম হস্তে লইয়া যুবার রূপ মাধুরিকে মলিন করিতেছে; মৃত্যু সতত করাল বদন ব্যাদন করিয়া ভ্রুকুটী সহকারে মনুষ্য জীবনকে আক্রমণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে সে মানব জীবনে সুখ কোথায়? হায়! কেন মনুষ্য এ সব দেখিয়াও অহংকারে মাতিয়া যায়—যৌবনে ধর্ম্মান্ধ হয় এবং সাংসারিক অনিত্য সুখ ভোগে আসক্ত হয়। মুক্তির উপায় আমাকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে, মনুষ্যের উদ্ধারের পন্থা ভাল করিয়া অন্বেষণ করিতে হইবে।

হৃদয়ে এই প্রতিজ্ঞার বজ্র বাঁধিয়া সিদ্ধার্থ কোন নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিলেন। ভাবিলেন আর সংসারে থাকা যুক্তি সঙ্গত নহে। কিন্তু কি প্রকারে সংসার ত্যাগী হইবেন। এমন পিতা মাতার

অমৃতময় স্নেহ এবং নিরাশ্রয়া সরলা গোপার সরল প্রেম যে তাঁহার অন্তরের স্তরে স্তরে শিকড় বসাইয়াছে সে শিকড় কি প্রকারে উৎপাটন করিবেন। কিন্তু উৎপাটন করিতে হইবেই হইবে, কারণ লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী নর নারীর রোগ শোক মোচনের উপায় সাধন না করিলে যে তাঁহার জীবনে এক কণা সুখ নাই। পিতা কাঁদে কাঁদুন, মা কাঁদে কাঁদুন, প্রেম-বিহ্বলা গোপা স্বামীবিহীনা হইয়া তরুশূন্যা লতার ন্যায় সংসার ধূলায় ধূসরিত হয় হউক, কিন্তু কোটী২ নর নারীর অশ্রু জল, দীর্ঘ নিশ্বাস, মলিন বেশ ও হাহাকার ধ্বনি আমি আর দেখিতে পারি না;—এই ভাবিয়া সংসার ত্যাগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

যখন শুদ্ধোদন অবগত হইলেন যে, পুত্র সন্ন্যাসী হইবেন তখন তিনি দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। জীবনোদ্যানে কত আশা কলিকা প্রস্ফুটোন্মুখ হইয়া-ছিল সে সকল শুকাইতে লাগিল। যাহাতে পুত্র নগর বহির্দ্দেশে যাইতে না পারে তদ্বিষয়ে সতর্ক হইলেন। নগরে প্রহরীর সংখ্যা বাড়াইলেন চারি-দিকে দ্বারবান নিযুক্ত হইল পুত্রকে আর একলা রাখিয়া বিশ্বাস হয় না। পুত্র যাহাতে সংসার সুখে

আসক্ত হন তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। নগরের প্রসিদ্ধা বারবণিতাগণ সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া নানাপ্রকার হাব ভাব প্রকাশ করিতে করিতে কুমারের চারিদিকে বেষ্টন করিতে লাগিল। নানা প্রকার গায়ক ও বাদক মধুরতর সঙ্গীতে ও বাদ্যে যুবার চিত্তাকর্ষণে নিযুক্ত হইল। সংসারের যাবতীয় প্রলোভনের মেলার মধ্যে যুবাকে স্থাপিত করা হইল। সে দিকে আকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং সে সকল দৃশ্যে যুবার বৈরাগ্যানল আরও প্রবলতর বেগে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল; সংসারের প্রতি তাঁহার অধিকতর ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল অচলের ন্যায় স্থির রহিল।

অনন্তর সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া, পিতা-মাতার হাহাকার ধ্বনিতে কর্ণপাত না করিয়া; নব-প্রসূত পুত্রের নূতন স্নেহকে পদদলিত করিয়া ঘোর নিশাকালে কুমার অশ্বারোহণে নগর পরিত্যাগ করিলেন। ছন্দক নামক এক জন সারথি কুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। সংসারের মায়া-পাশ অতি দুশ্ছেদ্য তাহাকে শীঘ্র ছেদ করা যায় না। যে সময়ে কুমার অশ্বারোহণে নগর পার হইয়া যাইতে-

ছেন তখন তাঁর হৃদয় এক অন্তর্জগতীয় যুদ্ধের প্রাঙ্গণ ভূমি—সাংসারিক মায়া এবং বৈরাগ্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ ক্ষেত্র। এ যুদ্ধ অস্ত্র বল মানে না, বাহুবল চায় না, বুদ্ধি ও জ্ঞান বলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এ ঘোর সংগ্রাম, প্রেমের তীক্ষ্ণ তরবার চায়, বৈরাগ্যের মহা-শক্তি আবশ্যক করে। এ যুদ্ধে যে আপনার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, আপনার মঙ্গলা মঙ্গলের জন্য না ভাবিয়া জগতের উদ্ধারের জন্য, দুঃখানল তাপিত ক্লান্ত মানবের পরিত্রাণের জন্য প্রেম ব্যাকুলিত হইয়া গভীর চীৎকারে পৃথিবী কাঁপাইতে পারে ; পাপীর অন্ধকারময় হৃদয়ে পুণ্যের জ্যোতি আনয়ন করিতে পারে : এবং ধর্ম্মের জয়পতাকা চারিদিকে উড্ডীন করিতে পারে, সেই প্রকৃত বীর। নেপোলিয়ন, সিজর, আলেকজেণ্ডার এ বীরের নিকট কীটস্য কীট। সমুদ্রের সহিত শিশির বিন্দুর যে প্রকার তুলনা এ প্রকার ধর্ম্ম বীরের সহিত নেপোলিয়ন, সীজরের সেই প্রকার তুলনা। আজ বুদ্ধের হৃদয় ক্ষেত্রে অনবরত সেই মহা যুদ্ধ চলিতেছে। গোপার সেই স্নেহ সেই সরল প্রেম মনে পড়িতেছে আর হৃদয় সংসারে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। পিতা

মাতার অনুপম স্নেহ মনে পড়িতেছে আর অমনি হৃদয় প্রাণ সংসারের জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছে। কিন্তু যখন পৃথিবীর কোটী কোটী নর নারীর দুঃখ তাপের বিষয় মনে হয় আর সে সব সংসারের স্নেহ মায়া অতি সামান্য অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকার যুদ্ধ চলিতে চলিতে প্রেম ও বৈরাগ্যেরই জয় লাভ হইল। কুমার অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। আপনার অলঙ্কারাদি—ছন্দককে প্রদান করিয়া এক বস্ত্রে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। ক্ষণেকদূরে যাইয়া ভাবিলেন 'আমার এ সুন্দর বহু মূল্য বস্ত্রের প্রয়োজন কি ? এখন কাষায় বস্ত্রের প্রয়োজন, এখন কোপীন ধারী হইতে হইবে। কিন্তু কাষায় বস্ত্র কোথায় পাইবেন এই ভাবনায় অস্থির হইতেছেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন এক ব্যাধ কাষায় বস্ত্র পরিধানে সন্মুখে আসিতেছে অমনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভাই ! তেমার বস্ত্র আমায় দাও আমার বস্ত্র তুমি লও। ব্যাধ সে বহু মূল্য বস্ত্র লইয়া সামান্য কাষায় বস্ত্র কুমারকে প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। কুমার সে বস্ত্রকে দুই খণ্ড করিলেন। এক খণ্ডে পরিধান ও অপর খণ্ডে উত্তরীয় হইল।

যিনি সসাগরা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতেন তিনি আজ স্বেচ্ছায় পথের ভিখারী হইলেন। যিনি চব্যচস্যলেহ্যপেয় বিবিধ সুখ ভোগে কালাতিপাত করিতেন আজ তিনি সে সমুদয় অসার বোধে বনের তিক্ত ফল মূল আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। যিনি সতত অমাত্য বন্ধু বান্ধব ও দাস দাসী পরিবৃত হইয়া জন সমাজে মহাসুখে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন তিনি অহ্লাদের সহিত ভীষন হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ গহন বনে একাকী প্রবেশ করিতে চলিলেন। যাঁহার বক্ষ দেশে হিরক মণ্ডিত অসি ঝলসিত হইত, ছিন্ন কাষায় উত্তরীয় সে বক্ষের শোভা সংবর্দ্ধন করিতে লাগিল। যাঁর এক হস্তে রাজ দণ্ড ও অন্য হস্তে শানিত তরবার অপূর্ব্ব শোভাসম্পাদন করিত, আজ তাঁর এক হস্তে কমণ্ডলু ও অপর হস্তে ভিক্ষা পাত্র বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। যিনি মনে করিলে না না প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যে গাত্র মার্জ্জনা করিতে পারিতেন, আজ তিনি সে সুন্দর কোমল দেহে ভস্ম লেপন করিলেন। ধন্য দেব! ধন্য তোমার প্রেম!! ধন্য তোমার বৈরাগ্য!!!

তাহার পর কি প্রকারে কঠোর তপ্যসায় শরীর

ক্ষয় করেন এবং কিপ্রকারেই বা ধর্ম্ম প্রচার করেন সে বিষয়ে কিছুই বলিব না। এখন বুদ্ধ কতবড় লোক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ।

স্ত্রী। কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! রাজার ছেলে রাজ্য লোভ ত্যাগ করে পথের ভিখারী হইলেন।

স্বা। যাহার মনে লোভ থাকে সে কি আপনার উন্নতি করিতে পারে। লোভ যে ত্যাগ করিতে পারে সেই ত মনুষ্য। যাহা হউক এখন গোপার কথা কিছু বলি—পুর্ব্বেই বলিয়াছি শুর্দ্ধোদন সিদ্ধার্থের ভাব গতিক দেখিয়া বিবাহ দেওয়াই স্থির করিলেন। করিয়া, নানাস্থান হইতে পাত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মাতুল কন্যা গোপার সহিত বিবাহ সম্পন্ন হইল।

গোপা বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী ছিলেন। কি প্রকারে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয় তাহা বেস জানিতেন। তিনি ঘোমটা দিতেন না। শ্বশুর ও শ্বাশুড়িকে দেখিয়া ও ঘোমটা দিতেন না বলিয়া সকলে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। যখন চারিদিকে নিন্দা উঠিয়াছে—গোপা বড় নিলর্জ্জা গোপা বড় নিলর্জ্জা—তখন এক দিন

সর্ব্ব জনের সম্মুখে ঘোমটা দেওয়ার বিরুদ্ধে কয়েকটী সার কথা বলিয়া সকলকে নিস্তব্ধ করিয়া দিলেন।

স্ত্রী। কি বলিয়া নিস্তব্ধ করিলেন।

স্বা। তিনি বলিলেন ধার্ম্মিক লোকে যে অবস্থায় থাকেন তাহাতেই তাঁর শোভা। গুণ বান ব্যক্তি কুশের বস্ত্রই পরিধান করুন, শত ছিদ্র বস্ত্রই পরিধান করুন, কৃষ্ণ কায়ই হউন তিনি আপনার তেজে আপনি শোভা পান। ধর্ম্মই মনুষ্যের আবরণ ধর্ম্মই মনুষ্যের সৌন্দর্য্য। নানা অলঙ্কার বিভূষিত বালক ও যদি পাপাসক্ত হয় তাহা হইলে তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য বৃথা। হৃদয় যাহার পাপে পরিপূর্ণ বাহ্যিক আচ্ছাদন তাহার কি করিবে? সে অমৃত—মুখ—বিষকুম্ভ। শারীরিক দোষ যাহার সংযত, বাক্য যাহার নিয়মিত, ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত, চিত্ত বৃত্তি যাহার নিরুদ্ধ ও মন যাহার প্রসন্ন তাহার ঘোমটায় মুখ ঢাকিবার প্রয়োজন কি? যাহাদিগের লজ্জা নাই সম্ভ্রম নাই, যাহা দিগের চিত্ত বশীভূত হয়নাই, ইন্দ্রিয় সকল দুর্দ্দমনীয়, শত অবগুণ্ঠনে আবৃত হইলেই বা তাহাদের রক্ষা কোথায়? আত্মবল যাহার চিত্ত, পতিতে যাহার প্রাণ, তাহারা চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়

সর্ব্বজন সমীপে প্রকাশিত হইলেই বা ক্ষতি কি? যে আপনাকে অপনি রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা নতুবা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহ মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীগণ অরক্ষিতা। চরিত্র আমার দুর্ভেদ্য আবরণ, গুণ সমূহ আমার দুর্জ্জেয় দুর্গ, ধর্ম্ম আমার রক্ষক, বসনাবলুণ্ঠনে আমার প্রয়োজন কি? এইরূপ সতেজ বাক্যে গোপা অবগুণ্ঠণ ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে আপনার মত প্রচার করিয়া সকলকে নিস্তব্ধ করিলেন।*

স্ত্রী। যাহার এমন গুণবতী স্ত্রী তাহার সুখ অনন্ত, তাহার হৃদয় শান্তি নিকেতন। গোপা স্বামীর নিকটে ছায়ার ন্যায় সতত থাকিতেন। স্বামী যা বলেন স্ত্রী আনন্দের সহিত তাহা করেন। উভয়ের হৃদয় অভিন্ন, উভয়ের এক আশা এক লক্ষ্য। উভয়ে উভয়কে সুখী করিবার জন্য সতত ব্যস্ত। সিদ্ধার্থ এত দিন সংসার পথে একা ছিলেন এখন একটী সংঙ্গিনী পাইলেন। কেমন সংঙ্গিনী! এমন সংঙ্গিনী কে পায়? স্বামীর হৃদয়ে যখন যা ইচ্ছা হইতেছে স্ত্রী সাধ্যমত সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন।

---

* ললিত বিস্তর ১২শ অধ্যায়।

স্বামীর ইচ্ছা সংসার ত্যাগ বরেন স্ত্রীর ইচ্ছা ও তাই। স্বামী সংসারে থাকিয়া সুখী নহেন—সংসার স্বামীর নিকট বিষের আগার স্বরূপ, সুতরাং স্ত্রী আর সংসারে রাখিবার জন্য স্বামীকে কোন বাধা দিলেন না। স্বামী পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য সন্ন্যাসী হইবেন ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় সাধ্বী রমনীর পক্ষে আর কি আছে? স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া বনে গেলেন স্ত্রী সন্ন্যাসিনী বেশে গৃহে রহিলেন। যেই শুনিলেন স্বামী দেশ ত্যাগী হইয়াছেন স্ত্রী অমনি কেশদাম ছিন্ন করিলেন, গায়ের গহনা দূরে নিক্ষেপ করিলেন, রাজ বস্ত্র দূরে ফেলিয়া একখানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। এই দিন হইতে গোপা ভূমি শয্যাসার করিলেন, উপাদেয় দ্রব্য ভোজন ত্যাগ করিয়া কখন একাহার কখন ও বা অনাহারে দিনপাত করিতে লাগিলেন। আজ হইতে আহার পরিত্যাগ করিয়া আপনার সুন্দর দেহে ভস্ম লেপন করিতে লাগিলেন। গোপা সধবা হইয়া ও বিধবার ন্যায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। স্বামী সকল ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন পতিব্রতা কামিনী যৌবনে সন্ন্যাসিনী হইলেন। যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী

মেঘ বৃষ্টি শিল শিশির কুজ্ঝটিকা।

স্ত্রী। আকাশে ভয়ানক মেঘ হইয়াছে শীঘ্র বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

স্বা। এতক্ষণ আকাশ কেমন নির্ম্মল ছিল; একটুও মেঘ ছিল না, হঠাৎ এত মেঘ কোথা হইতে আসিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিল?

স্ত্রী। জানি না।

স্বা। বাস্প কাহাকে বলে জান?

স্ত্রী। জানি। ধোঁয়ার মত।

স্বা। শীতকালে প্রাতঃকালে পুকুরের জল হইতে ধোঁয়ার মতঃ যাহা উঠে, মুখ হইতে ধোঁয়ার মত যাহা বহির্গত হয় তাহাই বাষ্প। জল অত্যন্ত তরল হইলে বাষ্পের আকার ধারণ করে। এই প্রকার বাষ্প অনবরত চারিদিক হইতে উঠিয়া বায়ুর সহিত মিশিতেছে। আদ্র স্থান হইতে, জলাশয় হইতে, সমুদ্র হইতে, সকল সময়েই বাস্প উঠিতেছে।

স্ত্রী। সকল সময়ে ত পুকুরের জল হইতে বাষ্প উঠিতে দেখি না।

স্বা। সকল সময়ে দেখিতে পাও না তাহার কারণ এই যে যখন ঐ বাষ্প একটু ঘন অবস্থায় থাকে তখনই দেখিতে পাও। শীতে বাষ্প ঘন হইয়া, জলাশয় হইতে, মুখের ভিতর হইতে উঠিতে থাকে, তজ্জন্য দেখিতে পাই নতুবা দেখিতে পাইতাম না।

স্বা। শীতকালে অধিক বাষ্প উঠে বোধ হয়।

স্বা। না। যখন অধিক তাপ তখন অধিক উঠিতে থাকে, শীতকালে অল্প পরিমাণেই উঠিতে থাকে তবে শীতের প্রভাবে ঘন হইয়া যায় তাই দেখিতে পাই। গ্রীষ্মকালেই অধিক বাষ্প উঠিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে আদ্র বস্ত্র শীঘ্র শুষ্ক হয় কেন বলিতে পার ?

স্ত্রী। না।

স্বা। কারণ, সূর্য্যের উত্তাপে বস্ত্রের জল বাষ্পে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। কিন্তু গ্রীষ্ম কালে যত শীঘ্র আদ্র বস্ত্র শুষ্ক হয় শীত কালে তত শীঘ্র হয় না। কারণ এই যে গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের তাপ অতিশয় প্রখর হওয়ায় বস্ত্রের জলীয় ভাগ শীঘ্র শীঘ্র বাষ্প হইয়া যায় এবং শীত কালে তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে।

স্ত্রী। বায়ু কি সতত বাষ্পে পরিপূর্ণ?

স্বা। হাঁ। গ্রীষ্ম কালে কাচের গ্লাসে বরফ ফেলিলে গ্লাসের বাহিরের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়; সে সকল জল বিন্দু কোথা হইতে আসিল?

স্ত্রী। কোথা হইতে?

স্বা। গ্লাসের চতুপার্শ্বস্থ বায়ুতে যে বাষ্প ছিল তাহাই ঘন হইয়া জল বিন্দুরূপে গ্লাসের চারিদিকে সংলগ্ন হইয়াছে।

শিশিরের উৎপত্তি ও এই প্রকারে।

স্ত্রী। শিশির কি প্রকারে হয়?

স্বা। তুমি বল না?

স্ত্রী। যাহা বলিব হাস্যে উড়াইবে।

স্বা। বৃক্ষের পত্রে, ঘাস বনে যে শিশির দেখিতে পাও তাহার কারণ এই যে পত্র এবং ঘাসের নিকটস্থ বায়ুর বাষ্প শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া ঘন হইয়া পত্র ও ঘাসে পড়িয়া থাকে। কচু পাতায় যে শিশিরের জল দেখিতে পাও তাহা অধিক উচ্চ হইতে পড়ে নাই পাতার সন্নিকটস্থ বায়ুর বাষ্পই ঘন হইয়া শিশির হইয়াছে।

এখন বাষ্প জমিয়া কি প্রকারে শিশির হয় তাহা বুঝিলে।

স্ত্রী। হাঁ বুঝিয়াছি।

স্বা। বায়ু রাশি সতত বাষ্পে পরিপূর্ণ কিন্তু সকল সময়ে সমান পরিমাণে বাষ্প থাকে না। বায়ু রাশি বাষ্পে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এমন সময়ে যদি কোন স্থান হইতে শীতল বাতাস বহিতে থাকে তাহা হইলে ঐ বাষ্প ঘণীভূত হইয়া মেঘ হয়। আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শীতল বাতাস বহিলে মেঘ ঘন হইয়া জলে পরিণত হয়। জল বায়ু অপেক্ষা ভারী সুতরাং ভূমে পতিত হয়। ইহাই বৃষ্টি।

বৃষ্টি বিন্দু পড়িতে পড়িতে যদি অধিক শীতল হয় তাহা হইলেই জমিয়া শীল হয়।

মেঘ ও কুজ্ঝটিকা এক পদার্থ। উপরে হইলেই মেঘ এবং নীচে হইলেই কুজ্ঝটিকা।

চীন দেশে মধ্যে মধ্যে বালুকা বৃষ্টি হইয়া থাকে।

স্ত্রী। সত্য না কি?

স্বা। হাঁ। চীন দেশের নিকট যে একটী বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে সেই মরুভূমি হইতে ঘুর্ণি

বায়ুযোগে বালুকারাশি উড়িয়া মেঘের ন্যায় আকাশাচ্ছন্ন করে এবং বৃষ্টির ন্যায় পড়িতে থাকে।

স্ত্রী। বায়ুর এত ক্ষমতা!

স্বা। ঘূর্ণি বায়ু প্রভাবে কখন কখন সমুদ্রের মৎস্য ৪।৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়।

এক সময়ে মান্দ্রাজের নিকট শর্করা বৃষ্টি হইয়াছিল।*

পেত্নি কি।

স্বা। ভূত কি তাহা পূর্ব্বে তোমায় বুঝাইয়াছি।

স্ত্রী। কিছুই নহে মনের ভ্রম মাত্র।

স্বা। এখন পেতনি কি তাহা বুঝাইতে হইবে।

স্ত্রী। ভূতযোনি ত কখনই নয়। কিন্তু মনের ভ্রম যদি হয় তাহা হইলে সকলেই এক সময়ে দেখিবে কেন? এক জনের না হয় মনের ভ্রম হইলে হইতে পারে। না হয় দুজনেরই হউক এ তো তা নয় অনেক স্ত্রীলোক একত্রে দেখিয়াছি। এক বার দপ্ করিয়া

* Journal of the Asiatic Society No. 2. 1855.

জ্বলিয়া উঠে আবার নিবিয়া যায়, আবার জ্বলিয়া উঠে আবার নিবিয়া যায়। আমাদের মধ্যে এক জন খুব মোটা ছিল তার সাহস মন্দ নয়। সে বিধবা। সে মাগী আলোর দিকে ছুটিতে লাগিল। মাগী যত ছুটে আলো ও তত ছুটিতে ছুটিতে পালায়। এ কি ?

স্বা। আলেয়া। জোনাকি পোকা যেমন রাত্রে আলো দেয় এ আলো ও সেই প্রকার।

স্ত্রী। জানোয়ার নাকি ?

স্বা। না জানোয়ার নয়। আচ্ছা বল দেখি জোনাকি পোকার অলো কি আগুণ ?

স্ত্রী। না। আগুণ হইলে ধরিলে হাত পুড়িয়া যাইত। উহা আগুণ নয়। সত্য কি না ?

স্বা। হাঁ। উহা আগুণ নহে

স্ত্রী। তবে কি ?

স্বা। জোয়ানি পোকার শরীর হইতে এক প্রকার জ্যোতি ঠিক আগুণের ন্যায় দেখায়। তোমরা যাহাকে পেতনি বল উহা এক প্রকার বাম্প। ফস ফরস ও হাইড্রজন নামক পদার্থ মিশ্রিত হইয়া ঐ প্রকার আলোক উৎপত্তি করে। বাতাস লাগিলেই

জ্বলিয়া উঠে। উহা অতিশয় হালকা, এজন্য সামান্য বাতাসেই সঞ্চালিত হয়। যখন কেহ উহার দিকে যায় তখন উহাতে বাতাস লাগে, সুতরাং সঞ্চালিত হয়। জন্তুর শরীর বা বৃক্ষ লতাদি পচিলে তাহা হইতে ঐ বাস্প উৎপন্ন হয় শ্মশানে বা গোর স্থানে মৃত দেহ বা অস্থি পচিতে থাকে, সুতরাং ঐ সকল স্থান হইতে ঐ বাস্প প্রায় নির্গত হইয়া বায়ু ভরে ইতস্ততঃ চলিতে থাকে। ঐ বাস্প স্ফীত হইয়া কখন কখন বা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আবার একত্র হয়। অনেক পথিক রাত্রিকালে জলা ভূমিতে পথ ভুলিয়া ঐ আলোককে লোকালয়ের প্রদীপের আলোক মনে করিয়া সেই দিকে যায়। যত যায় আলোক ও বায়ু সঞ্চালিত হইয়া স্থানান্তরিত ও বিচলিত হইতে থাকে। এই প্রকারে অনেক পথিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিশেষ উপদেশ।

১। যে মনে করে আমি অনেক জানি, সেই প্রকৃত নির্বোধ; এবং যে মনে করে আমি কিছুই জানি না, সে বাস্তবিক জ্ঞানী। গ্রীস দেশীয় পণ্ডিত সক্রেটিস বলিতেন 'আমি এই জানি যে কিছুই জানি না'।

২। এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন 'মিথ্যা কথার পা নাই' অর্থাৎ মিথ্যা আপনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। অনেকে একটী মিথ্যা ঢাকিবার জন্য আর একটী মিথ্যা কহিতে গিয়া থাকেন কিন্তু উহাতে মিথ্যা রক্ষা করা দূরে থাকুক বরং মিথ্যাকে প্রকাশ করিয়া ফেলেন। এক ব্যক্তি গ্রীস দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এরিষ্টটলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'মহাশয় মিথ্যা কথায় ফল কি? ইহাতে এরিষ্টটল উত্তর করিয়াছিলেন 'এই ফল যে সত্য কহিলেও কেহ আর বিশ্বাস করে না'।

৩। সত্যকে যদি জিজ্ঞাসা করি 'হে সত্য! তোমার মিত্র কে এবং তোমার শক্রই বা কে'? তাহা হইলে সত্য এই উত্তর দেয় 'সময় আমার পরম মিত্র এবং কুসংস্কার আমার পরম শত্রু; যে আমায় ভাল

বাসে—আমার আদর করে, সে, সময়কে ভাল না বসিয়া—সময়ের আদর না করিয়া থাকিতে পারে না।

রাশি রাশি ধন দেও অমূল্য সময়
এক বার গেলে আর আসিবার নয়
নিতান্ত নির্বোধ যেই শুধু সেই জন
অমূল্য সময় করে বৃথায় যাপন।

৪। শরীরের অলঙ্কার যেমন সোণা রূপা, তেমনি মনের অলঙ্কার জ্ঞান প্রেম ও ভক্তি। যাহার হৃদয়ে জ্ঞান প্রেম ও ভক্তি আছে সেই মনুষ্য নচেৎ পশু। পশুর যদি জ্ঞান প্রেম ও ভক্তি থাকিত তাহা হইলে সে আর পশু থাকিত না—মানুষ হইত। সতী স্ত্রী সোণা রূপার গহণার জন্য স্বামীর নিকট আবদার করে না, ঈশ্বরের নিকট প্রেম জ্ঞান ও ভক্তি গহনার জন্য মহা আবদার করিয়া থাকে।*

৫। অজ্ঞান কুসংস্কারকে প্রসব করে এবং কুসংস্কার নানাবিধ পাপ রাশিকে প্রসব করে অতএব অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে আসিতে চেষ্টা করিবে। অজ্ঞান অন্ধকার এবং জ্ঞান আলোকস্বরূপ। যাঁহারা স্ত্রী-দিগের শিক্ষার বিরোধী জ্ঞান তাঁহাদিগকে বলেন 'তোমারা কি আলোক ভাল বাস না'।

* অর্থাৎ প্রেম জ্ঞান ও ভক্তির জন্য প্রত্যহ নিয়মিতরূপে সরল—হৃদয়ে উপাসনা করে।

স্ত্রী যখন জননী হইবে, তখন সন্তান তাহাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কত কি প্রশ্ন করিবে (যথা—মা—আকাশে ও সব কি উঠিয়াছে। বৃষ্টি কোথা হতে এল ইত্যাদি) সেই সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য সন্তান যখন মহা হাঙ্গাম উপস্থিত করিবে তখন জননী শিক্ষিতা না হইলে কি প্রকারে সেই স্বর্গীয় সরল শিশুর প্রশ্নোত্তর করিবেন।

সন্তানের প্রতিপালনের জন্য জননীর কত দায়িত্ব তাহা এক বার ভাবিয়া দেখ।*

---

* আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি একটী শিশু তাহার জননীর নিকট আবদার করিতেছিল। কি জন্য যে আবদারের কান্না কাঁদিতেছিল তাহা আমি জানি না। মা সন্তানকে ভুলাইবার জন্য নানাপ্রকার পদার্থ দেখাইতে দেখাইতে কয়েক খানি ছবি দেখাইতে লাগিল। একটা ছবিতে দুইটী মুসলমান উপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে—মাতা যাই সন্তানকে বলিল ‘দ্যাখ্ দ্যাখ্ ওরা কেমন ঈশ্বরের উপাসনা করছে দ্যাখ্ দ্যাখ্। অমনি শিশু জিজ্ঞাসা করিল ঈশ্বর কই? কই ঈশ্বর কই ঈশ্বর? মা—কখন বলিতে লাগিল ঈশ্বর আকাশে, ঈশ্বর কালীঘাটে—কিন্তু শিশু—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—কই ঈশ্বর কোথা পরমেশ্বর আমায় দেখাইয়া দাও—’। মাতার মহা বিপদ—কিছুই উত্তর করিতে পারিল না—ভাবিয়া অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

এখন বিবেচনা কর দেখি স্ত্রীলোকের জ্ঞান কত উচ্চ হওয়া আবশ্যক।

জ্ঞানের অভিধানের প্রথম পংক্তিটী এইঃ———
'অগ্রে আপনাকে জান'। আপনার বিষয় জানিতে হইলে, সুতরাং মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা স্ত্রীলোকের অত্যন্ত আবশ্যক। স্ত্রীলোকের প্রকৃতি হইতেই কাব্যের উৎপত্তি; স্ত্রীলোকের সৎজীবনই কাব্য। কবি স্ত্রীলোকের মুখে কাব্য পাঠ করেন—স্ত্রীলোকের সরলতায় কাব্য সাগরের সুধাতরঙ্গ দেখেন। অতএব স্ত্রীলোকের কাব্যপাঠ আপন প্রকৃতির উপযোগী। কিন্তু মনো বিজ্ঞানের ন্যায় কাব্য আর নাই অতএব বারবার বলিতেছি তুমি দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা কর।

কিন্তু আবার বলি কেবল জ্ঞানী হইলে হইবে না, জ্ঞানের সহিত প্রেমের সংযোগ চাই। যে জ্ঞানী অথচ প্রেমিক নহে সে বাস্তবিক মুর্খ তাহাকে 'মুর্খ জ্ঞানী' বা 'জ্ঞানী মুর্খ' বলিয়া ডাকিতে পার।

যদি জিজ্ঞাসা কর কি প্রকার পুস্তক পাঠ করা উচিত তাহা হইলে আমি এই উত্তর দি 'যে পুস্তকের প্রতি পংক্তিতে ঈশ্বরের মুখ দেখিতে পাও যে পুস্তক ঈশ্বরকে তোমার নিকটে আনিয়া দেয় সেই পুস্তকই পাঠ্য—এবং যাহা পাঠ করিলে ঈশ্বরকে দেখিতে

পাও না—যাহার প্রতি পংক্তি ঈশ্বরকে দূরে ফেলিতে থাকে—এপ্রকার পুস্তক—স্পর্শও করিও না।

যদি জিজ্ঞাসা কর অনেক—বিদ্বান ব্যক্তি নাস্তিক লম্পট ও মদ্যপায়ী কেন? আমি এই উত্তর দিঃ—যেমন শরীরের উন্নতির জন্য খাদ্য প্রয়োজন সেইরূপ মনের উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু যেমন অসার পচা দ্রব্য ও কুখাদ্য আহার করিলে শরীরের হানি হয়—শরীর দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়, সেইরূপ কুশিক্ষা দ্বারা মন রুগ্ন ও—দুর্ব্বল হইয়া নাস্তিকতা লাম্পট্য প্রভৃতি দোষে দূষিত হয়।

পদ্য লিখন।

স্ত্রী। আমি একটী পদ্য লিখিয়াছি—

স্বা। দেখি।

স্ত্রী। এই দেখ ঃ———

ভাল বাসিছ আমায় ভাল বাসিছ আমায়
তাইত বাঁচিয়া আছি এখন ধরায় নাথ এখন ধরায়।
তুমি প্রেম পারাবার তুমি প্রেম পারাবার
সুখে রাখ ভাই বন্ধু আত্মীয় আমার নাথ আত্মীয় আমার।
আমি দীনহীনা নারী আমি দীন হীনা নারী
তব আশীর্ব্বাদে কি না করিতে বা পারি কিনা করিতে বা পারি।

তুমি লুকায়ে লুকায়ে তুমি লুকায়ে লুকায়ে
গভীর নিশীথে ডাক হৃদয় মাতায়ে নাথ হৃদয় মাতায়ে।
বল কে তুমি সে জন বল কে তুমি সে জন
দেখা নাহি দিয়ে দেখ এই ত্রিভুবন নাথ এই ত্রিভুবন।
আমি তোমার লাগিয়া আমি তোমার লাগিয়া—
করি সব কাজ যেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া প্রভু সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া।
তারা মূঢ় অতিশয় তারা মূঢ় অতিশয়
পাইতে তোমায় ভ্রমে তীর্থ সমুদয় নাথ তীর্থ সমুদয়।
ব্যাকুল অন্তরে যেবা ব্যাকুল অন্তরে
ডাকিবার মত ডাকে বসি নিজ ঘরে প্রভু বসি নিজঘরে।
দেখিতে সে পায় নাথ দেখিতে সে পায়
মোহিনী মুরতি তব অতুল ধরায় নাথ অতুল ধরায়।

স্বা। লিখিতে লিখিতে ভাল লিখিতে শিখিবে।

স্ত্রী। তুমি একটী লিখ

স্বা। পদ্য সকল সময়ে লিখা—যায় না।
আচ্ছা একটী লিখি। বোধ হয় ভাল হইবে না।

ঈশ্বর বিশ্বাসীর স্তোত্র।

১

প্রভু হে সন্তান তব কত সুখ পায়
বিপদ না পারে কভু পর্শিতে তাহারে
অনন্ত শকতি সদা রক্ষা করে যায়
কি ভয় কি ভয় তার বিপদ মাঝারে।

২

স্বদেশে বিদেশে নদে হ্রদে বা পর্ব্বতে
কি ভয় কি ভয় পেলে তোমার আশ্রয়
অনন্ত সাগরে কিম্বা তটিনীর স্রোতে
তুমি নাথ রক্ষা কর ওহে কৃপাময় !

৩

ভ্রমিয়াছি বহু দেশ বহু বন গীরি
পুড়ি রবি তাপে সহি শীতের বিক্রম
গীরি হতে নীচে নামিয়াছি ধীরি ধীরি
তবু সুখ ভাবি তব মুখ নিরুপম।

৪

অকুল সাগর নীরে ভাসিয়াছি—প্রভু
শুনিয়াছি ভয়ানক গর্জ্জন তাহার
ভয়ে ভীত জড় প্রায় হই নাই কভু
মোহিনী প্রেমের মুর্ত্তি স্মরিয়া তোমার

৫

আহা পোত মধ্যে সেই নারীর রোদন
শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি বৃদ্ধের হতাশ
প্রবল ঝটিকা যোগে যান আন্দোলন
এ সবে ও হয় নাই ভয়ের প্রকাশ।

৬

হৃদয়ে বিশ্বাস যার ঈশ্বর কৃপায়
কি ভয় কি ভয় তার বল এ সংসারে
পড়িয়া পড়ে না বজ্র তাহার মাথায়
প্রাণ ভরি যদি কেহ ডাকয়ে তাঁহারে।

৭

শৈল সম তরঙ্গের উচ্ছ্বাস প্রবল
মেঘাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর নিশার আকাশ
বজ্রের ভীষণ নাদে গীরি টলমল
নিরাপদে পারাবারে করিয়াছি বাস।

৮

মনেতে বিশ্বাস যার ঈশ্বর কৃপায়
কি ভয় কি ভয় তার বিপদ মাঝারে
পড়িয়া পড়ে না বজ্র তাহার মাথায়
ডাকিবার মত যদি ডাকয়ে তাঁহারে।

৯

প্রভু হে জীবন মম তব সেবা তরে
যাহা ইচ্ছা কর দেব কিছু নাহি ভয়
পিতারে সন্তান কিহে ভয় কভু করে
স্নেহভাবে রাখ না—কেন গাব তব জয়

স্ত্রী। এটী আমি মুখস্থ করিব।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।